কবিভুষণ ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু

প্রণীত পুস্তকাবলী—

১।	রামায়ণের ছবি ও কথা	॥০
২।	সরল কৃত্তিবাস রামায়ণ	২৲
৩।	ছোট ছোট গল্প	১।০
৪।	ছবি ও কবিতা ১ম ভাগ	॥০
৫।	ঐ ২য় ভাগ	॥০
৬।	পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য	৩৲
৭।	শিবাজী মহাকাব্য	৩৲
৮।	মানব গীতা	১।০

আপদ

ত্রি-অঙ্কিকা

ও

জলাতঙ্ক

একাঙ্কিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

এই বইখানি

... ... .কে

উপহার দিলাম।

ইতি

....

তারিখ—

SRI AUROBINDO :

Human beings are much less deliberate and responsible for their acts than the moralists, novelists and dramatists make them and I look rather to see what forces drove them than what the man himself may have seemed by inference to have intended or purposed. Our inferences are often wrong and even when they are right touch only the surface of the matter.

(1933)

শ্রীঅরবিন্দ :

নীতিবাদী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারেরা মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্যে যতখানি দায়ী মনে করেন বস্তুতঃ সে ততখানি দায়ী নয়, বা কোনো-কিছু করবার আগে অতশত ভাবেও না। তার কর্ম থেকে তার অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ করা হ'য়ে থাকে আমি তাদের একান্ত ক'রে দেখি না, দেখি—যে সব শক্তি তাদের দিয়ে এসব করিয়ে নেয় তাদেরই। কেননা মানুষের এ-ধরণের সিদ্ধান্তে প্রায়ই হয় ভুল, এমন কি যেখানে হয় না সেখানেও যেটুকু সে দেখে বা বোঝে তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ও অসম্পূর্ণ।

(১৯৩৩)

উৎসর্গ

৺শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

শ্রীচরণে—

অতুলদা,

হাসির সাথে অশ্রুবিন্দু দুলত যবে—মিলনে
চোখে তোমার রাঙত ইন্দ্রধনু :
আজ তুমি নেই—তবু আমাব উপহারটি চরণে
করবে না কি গ্রহণ হে অতনু ?

আজকে যদি থাকতে তুমি—জানি তোমার মুখখানি
কী আনন্দে হ'ত সমুজ্জ্বল—
নিতে তুমি "ভাই" ব'লে যায বুকের 'পরে রোজ টানি'
তার এ হাসি-অশ্রু-প্রেমোচ্ছল

প্রথম নাটক অর্ঘ্যরূপে তোমায দিলাম ব'লে ভাই !
আজকে তুমি বুঝি তাঁরই কাছে—
যিনি আমাব গানের, লেখার ছিলেন গুরু—সর্ব্বদাই
পিতা হ'য়ে সঙ্গী সর্ব্বকাজে ?

পরম বন্ধু তোমরা ছিলে—আনন্দময় উদার-প্রাণ,
তোমায দিলে তাঁকেও দেওয়া হবে,
আজকে কি তাই পড়ছে মনে সেই তোমাদের গল্পগান
অশ্রু-হাসির ছোট্ট এ-উৎসবে ?

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি
মাঘ, ১৩৪১

স্নেহকৃতজ্ঞ
দিলীপ

নিবেদন

১৯২৭ সালে যখন আমি ছিলাম বিলেতে তখন বার্ণার্ড শ-র একটি উপদেশ পাই নাটক সম্বন্ধে। লম্বা উপদেশ, মনে নেই সবটা। যেটুকু মনে আছে তা এই যে, নাটক একের পর এক লিখে যাওয়াই হ'ল পন্থা—অভিনয় হবে কি না-হবে সে ভবিষ্যৎ-চিন্তাকে ডিশমিশ ক'রে; ভালো হ'লে একদিন-না-একদিন অভিনয় হবেই—ইত্যাদি। আর অভিনয় যদি না-ই হয়?—তাতেই বা কি? কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—।

উপদেশটি বড় ভালো লেগেছিল। তাই এ-প্রয়াস। অনেকে বারণ করেছিলেন ছাপাতে—অভিনয় হবে না অতএব বিক্রয় হবে না বই ইত্যাদি। দেখা যাক। আমার মনে হয় সামাজিক নাটক অভিনয় ও উপভোগ করার সময় এসেছে। জানিনা এটা আমার ভুল কি না।

ওদেশে ওরা বলে. দু-ধরণের নাটক আছে, এক ধরণের—যা পড়তেও ভালো লাগে অভিনয় দেখতেও, আর-এক ধরণের—যা শুধু অভিনয় দেখতে। আমার উচ্চাশা ছিল "আপদ"-কে প্রথম ধরণের নাটক ক'রে রচনা করতে। কতদূর সফল হয়েছি সে-বিচারের ভার আমার নয়—নাট্যামোদীদের।

"আপদ" লেখা আমার ১৯৩৪ সালে, দিন পনেরর মধ্যেই—একটানা।

শেষের "জলাতঙ্ক" প্রহসনটি লেখা ১৯২৭ সালে—কলিকাতায়। আমার একটি শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে কুকুরে-কামড়ানো স্বচক্ষে দেখার পর। তখন অতুলপ্রসাদ বেঁচে। তাঁর হাসির আর অন্ত ছিল না। স্বচক্ষে বন্ধুর দশা না দেখলে প্রহসনটি লেখার মৎলব কখনই মাথায় আসত না।

শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে এটি সেই থেকে এই আট বৎসর

ধ'রে আছে ও তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ক্রমাগত—নিঃশঙ্কে—অভিনয় করলেন ব'লে। "আপদ"ও প্রায় সাত আট মাস তাঁর কাছে। প্রতিশ্রুতি সমানই জোরালো ও শুভেচ্ছাপূর্ণ!

আপদের ছয়টি গান ও জলাতঙ্কের একটি গানের স্বরলিপি দেওয়া হ'ল। শুদ্ধিপত্রও। প্রচ্ছদপটটি শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের প্রতিভাবান শিষ্য ও সুকবি বন্ধুবর শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী এঁকে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আমার বন্ধু ও সতীর্থ—আমারই মতন শ্রীঅরবিন্দের চরণাশ্রিত্—সেহেতু তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম না। কারণ আমাদের সব কাজই উৎসর্গ তাঁরই চরণে।

নাটকের টেকনিক সম্বন্ধে অধিকাংশই শিক্ষা আমার পিতৃদেবের কাছে, কেবল এক-একটি অঙ্ককে এক-একটি দৃশ্য করার টেকনিকটি ছাড়া। এজন্য আমি ঋণী ৺গলস্‌ওয়ার্দ্দির কাছেই—প্রধানত। তাঁর (১৯২৭এ লেখা) সহৃদয় পত্রের কথা আজও মনে পড়ে। আজ এই সঙ্গে তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, বিশেষ ক'রে তাঁর টেকনিকের প্রভাব খানিকটা বাংলা নাটকের টেকনিকে এনে। মহৎজনের প্রভাব—অনুকরণ না হলে—বাঞ্ছনীয় তো সব সময়েই। কেবল সঙ্গে সঙ্গে ভাবি, এ-যুগে কত রকম সুদূরপ্রভাবই না পড়ে আমাদের আধুনিক মনে—আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে! ইংলণ্ডে যখন মহা উৎসাহে গলস্‌ওয়ার্দ্দির এ-শ্রেণীর নাটক দেখতাম তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে অঙ্ককে-দৃশ্যকরার এ-ধরণের টেকনিক কোনোদিন আমার আয়ত্ত হবে। অথচ এ-টেকনিক দেখতে যত কঠিন আয়ত্ত করা তত কঠিন নয়। বরং সহজ। আশা করি এ-টেকনিক আমাদের নাটকে আরও আসবে। ইতি—

শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বরলিপি

উচ্ছল

মিশ্র সুর—তাল ষষ্ঠী

+ ৩ ০ ১

না ধনা | পধা নর্রা র্সা -া | নধা না | ধপা স্মধা পস্মা পা
যু ব লী - - - উ ছ লি - - -

+ ৩ ০ ১

স্মা গা | স্মধা পপা পা রা | রা রা | সসা -া -া -া | সসা সা
অ নি লে - - - স্ব নি ল - - - হৃ দি

ন্‌রা সসা সা -া | ন্‌া ন্‌সা | ধ্‌ন্‌া ধ্‌া -া -া | ন্‌া রা
রা - - জ তো ব আ - - জ নি থি

গা -া -া -া | পপা গা | রসা -া -া -া | সা রা | গা -া -া -া
লে - - - উ দি ল - - - ক ত দিন্‌ - - -

মা গরা | মা -া -া -া | ধা পা | গপা মগা মা রা | গা পমা |
স্ব র হীন্‌ - - - কাঁ দি য়া - - - চে ত

ৠগা -া -া -া | গা গমা | রগা পধা নর্রা র্সা | নধা না
না - - - ছি ল তা - - - জা নি

ধপা হ্মধা পহ্মা পা | মা গমা | ৠগা ৠগা ৠগা মা
না - - - জ পি য়া - - ২

ধপা পমা | গমগা ৠগা -া -া | গা হ্মা | ধা -া -া -া
বে দ না - - - ত রু দল্ - - -

না ধা | গা না -া -া | নর্রা র্সা | না -া -া র্সা | নধা না |
কী উ ছল্ - - - স মী রে - - - দু লি

ধা -া -া -া | পহ্মা পা | গমা পধা নর্সা -া | র্সনা র্সা |
ল - - - ত বু তা - - ব ফু ল

নর্রা র্সনা ধপা হ্মপা | পহ্মা পা | সরা গা হ্মা ধা | র্গা র্রা |
ভা - - র তি মি রে - - - ঝ রি

র্সনা র্রর্সা -া -া | র্সনা র্সা | পধা নর্সা র্রর্গা -া | র্গর্রা র্গা |
ল - - - কে ন প্রা - - ণ ত ব

র্গর্পা র্মর্গা র্রর্সা নর্সা | র্সনা র্সা | নর্রা র্সনা ধপা হ্মপা |
দা - - ন পে য়ে ভা - - -

না ধা | পা গা -া -া | রা গা | না -া -া -া | র্সা র্মা |
জা নে না - - - যে মু ছা - - য় লো র

র্গা র্বা র্সা না | নর্রা র্সা | না ধনা পধা র্সগা | গা মা |
তা - য় কে ন বা মা নে

গা -া -া -া |
না - - - মুরলী···স্বনিল।

সা সা। মা -া -া -া | রা রা | পা -া -া -া | মগা মা |
ন দী ঐ - - - ব রা ভঙ্গী - - - বা গে

ধা -া -া ধা | পহ্মা পা | না -া -া -া | নধা না |
জয় - ডং · কে - - - বে লা

ধনা র্রর্ঋা রর্ঋা র্রা | না র্সা | না -া -া র্সা | নধা না |
বাঁ - - ধ্ ব রি সা - - শ ক রি

ধপা হ্মধা পহ্মা পা | হ্মগা হ্মা | ধা -া -া -া | পহ্মা পা |
রয় - - - শং - কে - - - যা র

না -া -া -া | র্সা নধা | র্সা -া -া -া | র্সা র্সনা | র্রা -া -া -া |
সু - - র সু ম ধু - - র হৃ দি চায় - - -

গাঁ র্রা | র্সা -া -া -া | না র্সা | নর্সা নর্সা নর্সা নর্সা |
গা হি তে - - - মি ড়ে তা - - র

গর্রা খর্রর্সা | নর্সা নর্সা নর্সা -া | র্সা র্সনা |
গী তি হা - - র নি তি

ধা পা ক্ষা পা | মগা পা | ক্ষা -া -া -া | ক্ষা ক্ষাপা |
পায় - - - গাঁ থি তে - - - বাঁ শি

গা পা -া -া | পা পা | ক্ষা ধা -া -া | ধা ধা | পধা না -া -া |
স্বন্ - - - ডা কে মন্ - - - ম ল য়া - - -

নর্সর্রা ঋর্রর্সা | না -া -া -া | ধা না | র্সা -া -া -া | ধা না |
বি ছ নে - - - ত বু হায় - - - সে যে

ধনা র্সর্রা ঋর্রা র্রা | গাঁ র্রা | র্রা -া -া পা | পধনা র্সর্রর্সা |
ধায় - - - আ লে য়া - - - পি ছ

না -া -া -া | না না | নর্সা র্রা ঋা র্রা | না র্সা |
নে - - - ছ ল ছ - - ল আঁ খি

না -া -া র্সা | ধা না | না ক্ষা -া -া | পক্ষা গক্ষা
জ - - ল ঝ রি বে - - - চ র

ধপা -া -া -া | স্মা পা | পা গা -া -া | গা পমা | গা রা -া -া |
গে - - - মো র স - - ব প রা ভ - - ব

বা রা | র্রা -া -া -া | গর্রা র্রা | র্রা র্সা -া -া |
ম রি বে - - - মি ল নে - - - মুরলী…স্বনিল

বাংলা মাত্রাবৃত্তে তোটকভঙ্গিতে এ-গানটি রচিত, প্রতি তৃতীয় স্বর টানিয়া দুই মাত্রা করিয়া পাঠ্য। ইহার তালও—যতদূর আমি জানি—নূতন। "ষষ্ঠী তাল" নাম আমারই দেওয়া। একতালা (বা দাদরায়) গাহিলে অবশ্য মিলিবে (কেন না এ-তালটিরও মাত্রাসংখ্যা বার) কিন্তু দুই-চার ভাগ ধরিয়া প্রথম ও তৃতীয়মাত্রায় ঝোঁক দিলে ইহাতে নূতন তালভঙ্গি বা নৃত্যকন্দুমের রস মিলিবে। ইহার ঠেকা আমি, এইভাবে রচনা করিয়াছি :

+ ৩ ০ ১
ধিন্ না | ধেৎ তা তেরে কেটে | তিন্ না | তেৎ তা কেটে তাক |
| | | | | | | | | | | |

নবগীতিমঞ্জরীতে ৮০ পৃষ্ঠায় নৃসিংহদেবের কীর্তনে এই তালই প্রযুক্ত হইয়াছে।

বিরহী নিশা—পরে—মিলনী উষা

মিশ্র গজল—তাল তেওরা

২ ৩ + ২ ৩
II না | র্সনা ধা | পা ধা | না র্রা র্সা | র্সা -া | -া -া
তো মা য ম ন চা য় না যে ই কু ন্

\+ ২ ৩ + ২
নর্সনা ধা পা | মা গা | রসা রা | গা -া গপা | গা রগা
ঞ্জে - হা বা য পি ক ক ণ্ ঠ ক ই

৩ + ॥ ২ ৩ ৮ ২
রসা রা | সা -া প্া | সা -া | রা গা | রা মা মা | রমা পধা
মুন্ জে - - কু সু ম বং - ভৃং - গ রয় -

৩ + ১ ৩ +
পা -া | মা গা মা | গরা গা | রসা রা | গা গা গপা
শং - কা য় ম ল য সু ব মৌ - ন

২ * ৩ + ২ ৩ +
গরা গা | রসা রা | সা -া II গা | গা -া | গা মা | মা পা পা
হ য় সন্ - ধ্যা য় মু হু র্ তে - ম র্ ম

২ ৩ + ২ ৩
পা -া | পা ধা | ম্পা -া মা | গা -া | গমা পধনা
মা - ঝা - বে - মু হু র্ ত্তে -

+ ২ ৩ + ২
না -া নর্সা | নধা না | ধপা ধা | পা ম্পা মা | গা ঋগা
ম র ম মা - ঝা - বে - ঝ বে -

৩ + ১ ৩ +
ঋসা রা | গা -া গপা | গরা গা | ঋসা ঋা | সা -া পা
কে - প্রে - ম আ - সা - বে - দি

২ ৩ + ২ ৩ +
সা -া | রা গা | রা মা মা | রমা পধা | পা -া | মা গা মা
গ ন্ তে - স্ব র্ ণ আ - দে - শে - র

২ ৩ + ২ ৩
গঋা গা | ঋসা রা | গা -া পা | ধপা গা | রা -
সন - তে - স র উ ঠে - হে -

+ ১
সা -া II রা | গা পা | ধা র্সা না র্রা র্সা | না ধনা |
সে - হৃ দ য় ব ড় সু র তো না -

৩ + ২ ৩
ধপা ধা | র্সা -া সা | মা গমা | মঋা -া | পা -া পা
মুন্ - জে - কী বা গ ঐ - রাং - গা

(খ)

২ ৩ + ২ ৩ +
ধা -া | পমা -া | মরা -া রা | রা পা | ধপা -া | মা -া রা |
সু ন্ দ র কে - সো হা গ ফা গ মা খ্ লে

২ ৩ + ২ ৩ +
গা -া | রন্ রা | সা -া সা | রা -া মরা মা | মা পা পা |
অ ন্ ত র যে - শ র ণ তা র যা চ্ লে

২ ৩ + ২ ৩ +
পা ধা | না -া | র্সনা ধা পা | মা পা | গা মা | মা পা পা
বন্ - ধন্ - ভয়্ - - উ - ধা ও হ' লে যে

২ ৩ + ২ ৩
পা -া | না ধনা | ধপা -া র্সা | না ধনা ধপা ধা
ভ - ভী তি ভ য় শ র - ণে -

+ ২ ৩ + ২ ৩
পা ধা র্রা | র্সা -া | না পধা | র্সা -া না | ধা পা | মা -া |
ভ য় যে ত - হ' লে লে য় র টি - লে -

+ ২ ৩ + ২
গা -া রগা | পা গপা গা রগা | রসা -া মা | মা -া |
নন্ - দ নে র জয় - জ য় প্রে মে র

৩ + ২ ৩ +
পমা গা | গা মগা রগা | সা রা | গা মগা | রসা -া II রা |
নী লে নন্ - দ নে র জ য় জয় - হে

২ ৩ + ২ ৩ +
গা পা | ধা র্সা | না র্রা র্সা | র্সা -া | র্সা -া | না র্গর্সা না |
- - - - চা ই লে প্রা ণ শু ন্ জে - -

২ ৩ + ২ ৩ +
ধা পা | হ্মা পা | র্সা -া পা | পা -া | পা ধা | ধা র্সা র্সা |
- - - - গো - প বা - ণে - পূ র্ ব

২ ৩ + ২ ৩
ধর্সা র্রর্গা | র্রা -া | র্সা -া না | ধা না | ধপা ধা |
কে - ছন্ - দে - নি বা - শে -

+ ২ ৩ + ২ ৩
না -া র্সা | নধা না | ধপা ধা | পা -া পা | ধা র্সা | র্সা -া |
তূ র্ য আ - নন্ - দে - ত প ন টি প

+ ২ ৩ + ২ ৩
র্সা -া র্রা | র্মা -া | র্গা -া | ঋা -া র্সা | না -া | ধপা ধা |
অং - কি য়া - ভা - লে - হ্ লা - লী -

+ ২ ৩ + ২
না -া র্সা | নধা না | ধপা ধা | পা -া র্সা | র্সা -া |
দী প তি জা - গা - লে - হ্ লা -

৩ + ২ ৩ +
র্সর্রা র্সনা | না -া র্রা | র্সা -া | র্সা র্রা | না -া র্রা |
লী - দী প্ তি জা - গা - লে - হ্

২ ৩ + ২ ৩
র্সা -া । র্সা র্রা । না -া র্সনা । ধা না । ধপা ধা ।
লা - লী - দী প্ তি জা - গা -

+ + ২ ৩
পা -া II রা । গা পা । ধা র্সা । না র্রা র্সা । না ধা । পা ধা ।
লে হে - - - - আ - জি এ - লো -

+ ২ ৩
র্সা -া -া । -া -া । -া -া এ গানটি পারস্য ছন্দে রচিত হাফেজের
সে - - - - - -

বিখ্যাত "অগর আঁ তুর্কে"-র অনুকরণে। (খামারেও একে গাওয়া যায়) ইহার প্রথম ও তৃতীয় স্তবক (Stanza) মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক লঘুগুরু ছন্দে অর্থাৎ আ ঈ উ এ ঐ ও ঔ দুমাত্রা।

	।	॥	॥	॥	।	॥	॥	॥
	অ	গর	আঁ	তুর্	কে	শি	রা	জি
মাত্রাবৃত্ত—	তো	মায়	মন্	চায়্	না	যেই	কুন্	জে
লঘুগুরু	মু	হু	র্তে	মর্	ম	মা	ঝা	রে

	।	॥	॥	॥	।	॥	॥	॥
	বে	দস্	তা	রদ্	দি	লে	মা	রা
মাত্রাবৃত্ত—	হা	রায়্	পিক্	কণ্	ঠ	কই	মুন্	জে
লঘুগুরু	ঝ	রে	কে	প্রে	ম	আ	সা	রে

মূল্যদাতা

মিশ্র পিলু—তাল (একতালা বা) দাদরা

+ ⁀ ০ + ০

সা সা | ন্সা রমা জ্ঞা রা সা -া | ন্ প্ দ্ ন্ সা -া |
আ মি | যে ই গ ব বে - | ও গো - মো হন্ -

+ ০ + ০ +

সা রা ন্ জ্ঞা জ্ঞা -া | রা জ্ঞরা ন্সা মা জ্ঞা -া | জ্ঞরা পা -া
চা ই গা হি তে - | গা ন অ তু ল ন | সু রে র

মগা পমা -া | রা রমা জ্ঞরা সরা সন্ সা | মজ্ঞা রা -া -া
প থে - | বে সু ব যে দে য় | বা ধা - -

বা রা | গা গা গা গা মগা রসা | সা ন্সা রগমা মগা
আ মি | যে মৃ নি ভা বি - | কি না - পা

পমা -া | মা গমা পদা পা মা -া | মগা মা গা ঋা সা -া |
রি - | দে খি - বী ণা ব নে | ই যে ভা ব ই

সা -া ঋা সন্ সা -া | ন্সা নন্ প্দ্ ন্ সা ঋা | সন্ সা -া
অ - শ্রু বা গে - | হয় - কি হা সি - | শা খা -

ন্সা রমা জ্ঞজ্ঞা | রমা জ্ঞরা সরা ন্সা প্দা ন্সা | ন্সা রমা জ্ঞা
গো - - - - - - - - - যে ই গ

রা সা -া | ন্সা প্া দ্া ন্া সা রা | ন্সা -া -া -া সন্া সা |
র বে - ও গো - মো হ ন গা - - ই দে খি

সন্সা জ্ঞা জ্ঞরজ্ঞা পা মজ্ঞরা সা |
ধীরে গাইতে হইবে— না ই না ই না ই

পরে "যেই গরবে·· দেয়" গাহিয়া

মজ্ঞা রা -া -া রা জ্ঞা | পা পা -া মগমা গমা পধণা |
বা ধা - - প বে দে খি ই য বে -

পধা পধা পা মগা মা -া | গমা পা গমা জ্ঞা রা জ্ঞা | সরা পমা
ম র্ ম ত লে চিন্ - হ ও নে ই ব সে

গমা জ্ঞা রা -া | প্া ধ্া সা রা মা পা | ধা পধা গমা পা
র চ লে - অ ম্ নি গ গ ন গং - গা কা

মরা মা | জ্ঞা জ্ঞা -া -া সা ঋা | গা গা -া -া সা গা | সা গা মা
টে - আঁ ধা - - ছা ড়ি আ লো - র অ ভি মা ন য

পা জ্ঞা সরা | সা জ্ঞা -া রমা জ্ঞরা সন্া | রসা ন্সন্া প্দ্া ন্া
খ সি - ছা য়া র ফো টে - কা য়া - খা

সা -া | মা মা -া পা মজ্ঞা মজ্ঞা | মা রা -া জ্ঞা মসা -া |
নি - কাঁ টা র প থে - দে খি - কু সুম -

রা সন্‌া সা ন্‌সা রমা জ্ঞজ্ঞা | রমা জ্ঞরা সরা ন্‌সা প্‌দ্‌া ন্‌সা |
পা তা - গো - - - - - - - -

ন্‌সা রমা জ্ঞা রা সা রা | নসা প্‌া দ্‌া ন্‌া সা রা | নসা -া -া
যে ই অ ভি মা ন ছা ড়ি - দে খি - পা - ই

সা ন্‌া সা | ন্‌া সা পা মা জ্ঞা রসা |
অ ম্‌ নি পা - - - - ই পবে"যেই গরবে…দেয়"গাহিয়া

মজ্ঞা রা -া রা জ্ঞা সা | সা -া ঋা গা মা -া | পা মপা মগা মা
বা ধা - এ প্রা ণ যে - দা মে চা য় কিন্‌ - তে স

মা -া | গমা পণা দা পা মা পা | মগা মগা মা দা পা -া |
বা ই সে - দা মে তা র নয় - তো যা চা ই

র্সা ণধা ণা দা পা -া | মজ্ঞরা জ্ঞা মা পা পদা পদা | পা মা -া -া
চাওয়া র নি ক ষ ক ষে - কে ব ল দা তা - -

রা জ্ঞা | মা দা -া -া পা র্সা | ণা দা -া -া পা মপা | মগা মা -া
শু ধু দা তা - - শু ধু দা তা - - শু ধু দা তা -

-া গা মা | ণা -া পা দা পমা -া | পা মগা -া ঋা সা -া
-চি র সু খ দু লা লী - আ দ -রি ণী -

সা গা -া সগা সগা মপা | মা পা মা জ্ঞা রা -া | মা গমা পমা
স বা ই হে সে - ক ই ত চি নি - চিন্- ত

জ্ঞা রা -া | সা ন্সা প্দা ন্া সা ঋা | সন্া সা -া -া সা সন্া |
শু ধু - এ ক জ না কে - রা ধা - -কেউ আর

সা মা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা -া মজ্ঞা রা সা রা | সন্া সা -া
চি ন্ ত না শু ধু সে - ছা ড়া কে - রা ধা -

ন্সা রমা জ্ঞজ্ঞা | রমা জ্ঞরা সরা ন্সা প্দা ন্সা | ন্সা রমা জ্ঞা
গো - - - - - - - - যে ই তো

রা সা -া | ন্া প্া দ্া ন্া সা ঋা | সন্া সা -া সা সা -া |
মা রে - চি নি - কা টে - বা ধা -আর ঐ -

সা সা মা জ্ঞা জ্ঞা -া | রা জ্ঞরা সন্া সা রসা ন্া | দ্া প্া -া দ্া
বে সু র মা ঝেঁ ও সু ব ধা নি হ য় সা ধা - -

ন্া -া | সা -া -া -া -া -া |
- - - - - - - -

অরিন্দম

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

\+ ৩ ০ ১ + ৩
সা | র্সা -া র্সা -া র্ঋা | র্সণা র্সা ণদা পা দা | র্সা -া ণর্সা
সে প্রা - ণে - সু তা - নে - সে প্রা - ণে

০ ১ + ৩
র্জ্ঞর্ঋা র্সা | র্সণা র্সা ণদা পা দা | ণা -া দপা মজ্ঞা মা |
\- সু তা - নে - চ লে - গ গ ন

০ ১
জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া ঋা | সণ্ -া সা জ্ঞা মা | দা জ্ঞা মা দা ণা |
গা - নে - স হ - স্র ঝ ল ফ ল ক থ র

র্সা র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া র্সা | র্ঋা -া র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্সা ণা র্সা
সা - নে - বি খণ্ - ডি ত ম প র ম

ণদা ণা | র্সা র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া র্সা | র্সর্ঋা র্জ্ঞর্মা র্মা র্মা র্মা |
ব র দা - নে - প লা - ল নি শি

র্জ্ঞা র্ঋর্জ্ঞা র্ঋা র্সা র্সা | ণদা ণদা মা দা ণা | র্সা র্জ্ঞর্ঋা র্সা
ঝাঁ - পি মূ খ জ্যো - তি অ ভি যা - নে

-া ণদণা | র্সা -া নর্সা ঋ্ঁা র্সা | না র্সা ণদা পা দা | র্সা -া
- সে প্রা - ণে - সু তা - নে - সে প্রা -

র্সঋ্ঁা জ্ঞ্ঁঋ্ঁা র্সা | ণা র্সা ণদা পা পা | পদা পদা পা
ণে - সু তা - নে - চ লে - গ

মজ্ঞা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া -া | দা -া মা দা ণা | মা র্সা র্সা
গ ন গা - নে - - আ - শ ন ব গুন্ - জ
কন্ - ট কি ত অন্ - ধ

র্সা র্সা | ঋ্ঁা -া ঋ্ঁা ঋ্ঁা জ্ঞ্ঁঋ্ঁা | র্সা ণর্সা ণদণা ঋ্ঁা র্সা |
রি ল নী - ল প্রি য় মুন্ - জ বি ল
ত ম পন্ - থ ন মি কু সু ম ক ম

জ্ঞ্ঁা -া জ্ঞ্ঁা জ্ঞ্ঁা র্মা | জ্ঞ্ঁর্সা জ্ঞ্ঁা ঋ্ঁা র্সা র্সা | র্সণা র্সা ণদা
ম্লা - নি ক্ষ ত সুন্ - দ রি ল অ রু ণ
ডা - লি' দি ল অ রি ন্ দ ম উ দ য়

মা দা | ণা মণা র্সা -া -া |
অ রু পা - নে - প
জ য় গা - নে - প "লাল নিশি ঝাঁপি' মুখ জ্যোতি-অভিযানে"
গাহিয়া "সে প্রাণে সুতানে সে প্রাণে সুতানে চলে গগন গানে"
গাহিয়া তাহার পর গাহিতে হইবে :

সা সা সা সা ঋা | জ্ঞা জ্ঞমা মা মা -া |
বি জ ন অন্ - ত র ব নে -

জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞা রজ্ঞা মা | জ্ঞা ঋজ্ঞা ঋা সা ঋা | সণ্ -া
বি ব হ মন্ - থ র ক্ষ ণে - হে -

সা জ্ঞা মা | দা জ্ঞা মা দা ণা | র্সা দণা র্সর্ঋা র্জ্ঞর্মা র্পর্মা |
ম ক র প্রে - ম শ সন্ - ধি - -

র্জ্ঞর্ঋা র্মর্জ্ঞা র্সর্ঋ র্সা -া | র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া
- - - - - সে - ধ্ব নি ল বন্ -

র্জ্ঞর্রা র্মর্জ্ঞা র্রর্জ্ঞা | র্ঋা -া র্ঋা র্সা ণর্সা | দা ণা র্সা র্সা -া |
ধ নে - মু কু তি ন ভ অন্ - দ নে -

সণা ণা র্সা ণদা ণা | দমা -া দা মজ্ঞা মা |
বি পু ল ব বি বা - গ অ ভি

মজ্ঞা মা দা ণা র্সা | দণা র্সা -া -া -া |
নন্ - - - - দি - - - -

"কণ্টাকত…জ্যোতি অভিযানে" "আশ নব জ্যোতি-অভিযানে"-র মতনই গাহিতে হইবে।

তান :

\+ ৩ ০ ১
পদা ণর্সা র্ঋর্সা ণদা পদা | র্সণা দপা ণদা পমা জ্ঞমা |
১) প্রা - - - - ণে - - - -

+ ৩ ০ ১

জ্ঞমা পদা পমা জ্ঞমা রজ্ঞা | সঋা জ্ঞমা জ্ঞঋা সণ্‌া সা |

সু - - - - তা - - - নে

সর্ঋা জ্ঞর্মা জ্ঞর্মা জ্ঞমা জ্ঞর্মা | জ্ঞর্মা জ্ঞর্জ্ঞা ঋর্জ্ঞা

২) ঢ - লে - - গ - গ

ঋর্ঋা সর্া | সর্জ্ঞা ঋর্সা ণর্ঋা সর্ণা দপা | সর্ণা দপা

- ন গা - - - - নে -

মজ্ঞা ঋসা ণ্‌সা |

- - -

এ-গানটি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের বিখ্যাত "ভবানী দয়ানী"র পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রচিত লঘুগুরু ছন্দে ও অনেকটা সেই ঢঙের ভৈরবীতেই গেয়। ছন্দ এইরূপ—

॥ ॥ । ॥ । । ॥ ॥ । ॥ ॥ ।

ভ | বা নী দ | য়া নী ম | হা বা ক | বা ণী সু |

প্রা ণে সু তা নে ঢ লে গগ ন গা নে স

। ।। । । । । ॥ ।

র ন ব মু নি | জ ন মা নি |

হ স্‌ র ঝ ল ফ ল কথ র ইত্যাদি

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গানটি "নবগীতিমঞ্জরী দ্বিতীয় সংস্করণে" ৪৭ পৃষ্ঠায় দেখিলে ইহার ঢং ও চাল বেশি বোধগম্য হইবে। ইহাতে ভৈরবীর নানা তালই দেওয়া চলিবে। এ-ধরণের ভৈরবী—হিন্দুস্থানি ঝাঁপতাল ও আড়ির ঢঙে—বাংলায় বোধহয় অদ্যাবধি রচিত হয় নাই।

আশা পূরণ

মিশ্র সুর—একতালা

\+ ৩ ০ ১ +
II সা -া মা | গা মগা মা | গা মা ধা | -া -া -া | পা ধা র্সা |
কৃ ষ্ ণে র মন্ - জী ব মা - - ঝ্ সু র হী

৩ ০ ১ + ৩
ণা ধা পা | ধা র্রা র্সা | -া -া ণা | ণা -া ণা | ণধা ণধা ণা |
ন স্ব র পা য় লা - - জ্ অ নৃ ত র গা য়

০ ১ + ৩
র্র্সা ণা ধা | -া -া ণা | পধা -া পা | ধা র্সা ণর্সা |
সা জ সা - - জ্ উ ত্ স ব র ব

০ ১ II
ধণা ধপা মা | -া -া -া | মা -া মা | মা মগা পমা |
ছন্ - দে - - - ম ন্ থ র প্রা ণ

রা মা ধা | -া -া -া | ধা -া ধা | ধা ধণা ধপা | পধা র্সা
কু ন্ জে - - - মূ র্ ছ ন মি ড় মু ন্

নর্সা | ণা -া -া | ণা -া ণা | ণা র্রা র্সর্রা | ণর্সা ণা ধা |
জে - - - ভৃ ঙ্ গে র আ শ গু ন্ জে

-া -া ণা | পধা পা পা | পধা ধর্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা
- - - ফা ল্ গু ন স্ত ব গন্ - ধে

-া -া -া | মা -া মা | -া পমা গমা | পা রা রা | -া -া -া
- - - দো ল্ দো ল্ গা য় ম র্ মে - - -

সা রা মা | পা ধা ধপা | পধা পধা র্সণা | -া -া -া
দূ র্ ক র্ দা য় ক র্ মে - - -

ধা -া ধা | -া ধা র্রা | র্সা -া র্জ্ঞর্রা | র্সণা ধণা -া
তো ল্ ন র্ ত ন ন ব্ মে - - -

ধা -া ধা | ধা ধা র্সা | ণা -া ণা | -া -া র্সা | ধা ণা ধপা
স ঙ্ গী ত স্রো ত চ ন্ চ - - ল ভ কৃ তি

ধা পমা পা | রা মা পা | ধা গমা -া | সা রা মা | পা ধা র্সা
ব র ঙ দী প্ ত - - - বি শ্ শে ব হ্ন দি

র্রা র্গা র্রর্সা | -া -া ণা | ণা -া ণা | ণা র্রা র্সর্রা | ণর্সা ণা ধা
তৃ প্ ত - - - স্ব প্ নে র দ ল রি কৃ ত

-া -া ণা | পধা -া পা | ধা ধর্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা
- - - ভ য় পূ র ব স উ - চ্ছ

-া -া -া | II মা -া মা | মা পমা গমা | পা রা রা | -া -া -া
- - ল্ অ ম্ ব র ও ই গল্ - ল - - -

সা রা মা | পা ধা পা | ধা মা মা | -া -া -া | মা -া ধা
অ ঙ্ কু র লা থ ফ ল্ ল - - - থ ন্ জ

পা ণা ধা | ণধা পা মা | পা -া -া | ধা ণা ধণা |
ন ম ন টল্ - ল - - - পা থ্ না

র্সা র্সনা র্সা | র্রর্সা নর্সা ধণা | র্সা না র্সা | র্সা -া র্মজ্ঞা |
য নী ল নৃ - ত্য - - - সু প্ তি

র্রজ্ঞা র্রা র্সর্রা | র্সনা র্সা র্রা | -া -া ধা | ধা ণা র্সা |
র ঘো র ছু টৃ ল - - - সি ন্ ধু

র্সপা পা পা | পা ধা পধা | ণা -া -া | ধা ণা র্সা |
ব বাঁ ধ্ টু টৃ ল - - - চি - ত্তে

র্সনা র্সা র্রা | নর্সা -া ণর্সা | ণা ধা পা | সা রা মা |
ব ফু ল ফু টৃ ল - - - বি উ ভ

পা ধা র্সা | র্রা র্গা র্রর্সা | -া -া -া | র্সা র্গা র্গা | -া র্গা মা |
ল প্রে ম সি ক্ ত - - - আ জ সু ন্ দ র

র্রর্গা পর্মা র্গা | -া র্মর্গা র্রর্সা | র্সা র্রা র্রা | র্রণা ণা ণা |
বল্ - ল - - ভ শি ন্ জ ন রূ প

ণা র্সা র্সা | -া -া ণা | ধা ণা র্সা | র্রা র্সা ণা | ধা ণা ণা |
স উ র - ভ বা য় পা ন্ ডু র ব ই ত

-া পা -া | সা রা মা | পা ধা মা | পা ধা র্সা | -া -া -া |
- - ব ও ই হি ক সা জ স জ্ জা - - -

না র্সা র্রা | র্মজ্ঞা র্রা র্সর্রা | না র্সা র্রা | -া -া -া |
স ঙ্ শ য় স ব কা টৃ ল - - -

র্সর্মা -া র্মা | র্মা র্ম্মা র্মর্মা | র্জ্ঞা -া র্রা | -া -া -া |
নন্ - দ ন ব ন জা গ্ ল - - -

র্সা -া র্সা | র্সা র্রা র্সা | ণর্সা ণা ধা | -া -া ণা |
মু কৃ তি ব ভা য় ঝাঁ প্ ল - - -

পধা পা ধা | -া র্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -া -া -া |
মু খ, ব ন্ ধ ন ল - জ্জা - - -

এ-গানটি নানারূপ লয়কারী দ্রুত তান দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে এখানে স্বরলিপি দিলাম না—এ গানটি ঠায়ে না গাইয়া দ্রুত গেয়। এ গানটিব ছন্দও নূতন। স্ববমাত্রিক ছন্দে প্রতি পর্ব্বে পাঁচটি সিলেবল্ দিয়ে গান বা কবিতা ইতিপূর্ব্বে বচিত হয়নি। এটি প্রবোধ সেনেব পবিভাষায়—পঞ্চস্বর চৌপদী—স্বরমাত্রিক। (অবশ্য মাত্রাবৃত্তেও এটিকে আবৃত্তি কবা যায়—ইহা স্বরমাত্রিক ছন্দে রচিত বলিয়া ইহার প্রকৃতি কবিতা উভধর্ম্মী কিন্তু ইহার প্রকৃত রসটি স্বববৃত্ত।) ইহার scansion এইরূপ—

+			+			+			+		
।	।	।	।	।		।	।	।	।	।	
কৃষ্	ণের	মন্	জীর্	মাঝ্	|	সুর্	হীন্	স্বর্	পায়্	লাজ্	|
অন্	তর্	গায়্	সাজ্	সাজ্	|	উত্	সব্	রব্	ছন্	দে	|

এবং তাল বা প্রস্বন প্রথম ও চতুর্থ সিলেব্‌লে। এইভাবে পড়িলে ছন্দটির গতি লচক ও নূতনত্ব সম্যক্ ফুটিয়া উঠিবে। মাত্রাবৃত্তে পড়িলে ইহার ভঙ্গী অনেকটা সাধারণ মনে হইবে। কিন্তু আসলে এটি একটি বিশিষ্ট ছন্দ : স্বরমাত্রিক—উভধর্ম্মী।

স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

জন্মাষ্টমী

মিশ্র কীর্ত্তন—স্থুর ফাঁকতাল

+ ২ ৩ +
|II গা ^রগা সা গা | মা পা | ^ধপা ^মপা মগা মা I পা ধা
অন্ - ত ব ব ন মন্ - জি ল মন্ -

২ ৩ +
^রর্সা ^নর্সা | ধর্সা ণা | পণা ধপা মা গা I মা পধণা ধপা ধা |
থ র ম ন ছন্ - দি ল প লা ল হে

২ ৩ ॥ +
পমা পা | মগা মা রগা মপা I ঋপা ঋধা ধধা ধা |
মন্ - ত দু রে - দু - - -

২ ৩ +
ধণা ধর্সা | ণণা ধধা ণর্রা র্সা I ধর্সা ণা পণা ধা |
রে - - - হে - মন্ - ত -

২ ৩ + ২
মধা পপা | রা গা মা পা I ণা ^ধণা ধা পা | ধণা র্সর্রা |
দু - রে - - হে মন্ - ত দু রে -

(গ)

৩ + ২ ৩
র্সণা ধপা মা ণা I ণা ণা ধা পধা | পমগা মা | পা -া -া -া II
- - প লা শ হে মন্ - ত দূ রে - - -

+ ২ ৩ +
পা না পা না | পা না | মা র্সা ণা ধা I পা র্রা র্সা ণা |
ব ন্ ধ ন ভ য় খ ন্ ডি য়া ন ন্ দ ন

২ ৩ +
ধা পা | পপা ন্ধপা গমা গা I সগা মপা ধনা র্সা |
জ য় ডঙ্ - কি য়া নি খি লে র

২ ৩ +
র্গর্রা র্সনা | ধপা ন্ধপা পগা -া I গমা গপা পপা পা |
সন্ - ত ঝু বে - ঝু - - -

২ ৩ +
ন্ধপা ন্ধধা | ধধা ধনা ন্ধপা ধা I পধা পনা ননা না |
বে - ঝু - - - ঝু - - -

২ ৩ + ২
ধনা ধর্সা | নধা ধনা পধা না I না র্রা র্সা ণা | ধা পা |
রে - - - - - নি খি লে সু গ ন্

+ ২ ৩
ন্ধা পা মগা রসা II রা গা রা মা | মা মগরা | গা মগা
ধ ঝুঁ রে - কা ন্ ত অ নি ল ভঙ্ -

+ ২ ৩
রসন্‌া সা I রা মা মা গমপা | পা পরা | ন্মা পা ধা পা I
গি মা পা ন্‌ ডু রে দি ন র কৃ তি মা

+ ২ ৩
পধা ধর্সা র্সা র্সরা | র্সণা র্সণা | পধা ণা র্সপা -া I
ধূ লি বু কে ব হা লো সু ধা -

+ ২ ৩
পধা ণর্সা র্রজ্ঞা র্রজ্ঞা | র্সর্রা র্সণা | ধণা পধা র্সণা ধপা I
গো - - - - - - - - -

+ ২ ৩
ধর্সা ণা পণা ধা | ন্ধধা পণা | ধর্সা ণধা র্সণা ধপা I
কী ম ধু সু ধা - - - - -

+
রা গা রা মা ‡ ······পধা ণা র্সপা -া |
কা ন্‌ ত অ হইতে লো সু ধা - পর্য্যন্ত গাহিয়া তারপরে :

+ ২ ৩ +
পা না ধা র্সা | না র্রা | র্গর্রা র্সরা র্সা র্সা I না র্সা ধা ণা |
স ন্‌ ধ্যা য় বু নি স্ব প্‌ নে সে চ ন্‌ দ্র মা

২ ৩ + ২
পা ধা | র্রর্সা নর্সা ণা ধা I পা পা ণদা ণদা | পা মপা |
ম লি ন গ্‌ নে এ আঁ ধা রে র মি টা

*
*

৩ + ২ ৩
মগা মা পা -া I পদা ণণা ধণা র্সা | র্র্সা ণণা | ধণা ধণা
লো ক্ষু ধা - গো - - - - - - -

+ ২ ৩
পদা পা I পা ধা ণা র্সা | ণর্সা র্জ্জা | র্র্সা ণধা র্সণা পা I
- - যু গে র ক্ষু ধা - - - - -

+ ২ ৩ +
পা পা পা পধা | পক্ষা পা | পা ধা ধা না I পধা নর্সা
চ ন্ দ ন ন তি অ স্ চ নে বন্ -

র্র্সা নধা | পক্ষা পা | গপা ধর্সা নধা পা I পধা ধনা
দ না র তি মূ র্ ছ নে গাঁ থি

২ ৩ +
র্সনা ধপা | পা ধা | ধা না ধমা -া I না র্সা র্সা র্সা |
ল সে মি ল ন স্থ বে - গাঁ থি ল -

২ ৩ + ২
র্সা র্সর্রা | নর্সা না না র্সা I ধা র্সা না ধপা | পা ধা |
গাঁ থি ল - চু ম্ ব ন মা লা মি ল

ধা র্সা না -া I না র্সা ঋা নর্সা | না -া | র্রসনা না
ন স্থ রে - কু ঙ্ কু ম চ ন্ দ ন

+ ২ ৩
র্সনধা পা I পধা ক্ষপা ধা র্সা | না -া | না র্রা র্সা র্সর্রা I মা
ঢা লা মা লা র সু রে - চু ম্ ব ন আ

২ ৩ +
র্সা নর্সনা ধা | নর্গা র্রা | নর্রা র্সা নধা পক্ষা I পা না
লো জ্বা লা মি ল ন পু রে - তি র

২ ৩ +
র্সা র্রা | র্গা র্রা | র্সা নর্সা ধনা র্সর্রা I না নর্সা না ধপা |
পি বি র হী বি ধু রে - গাঁ থি ল সে

২ ৩ + ২
পা ধা | ধা না না -া I নর্সা র্রর্গা র্রর্সা নধা | নর্সা র্রর্সা |
মি ল ন সু রে - গো - - - - -

৩ + ২ ৩
নধা ধনা পধা ধনা I পা না না নর্সা | ধনা ধা | না র্সা
- - - - ম ন্ থ র অ ন্ ত র

+ ২ ৩
ধনা -া I না র্রা র্রর্ঋা র্গর্রা | নর্রা র্সনা | ধনা র্সা ধনা -া I
সে - ম র্ম ব গন্ - ধ র সে -

+ +
না র্সা নধা না | ধপা ধা | ক্ষা পা ধা না I নর্রা র্সক্ষা
উ ছ লি ল ঝা ঞ্ঝা নূ পু রে নূ পু রে

২ ৩ +
ধপা ধা | নর্রা র্সনা | ধনা পধা ধনা ননা I না র্সা না ধপা
নূ পু রে - - - - - ঝ রা লো গো

২ ৩ + ২
পা ধনা | পা ধা না -া I না র্সা নর্সা নর্সর্রা | র্রঋা র্রা
মি ল ন সু রে - চু ম ব ন ক মি

৩ + ২ ৩
র্রা -া র্রঋা গর্রধা I ধা না না র্সা | র্গা র্রা | র্রা র্সর্রা
শূ ন্ ন তা জ ন্ মা ট মী পুন্

+ ২ ৩ +
র্সা না I না র্সা ধনা ধা | না র্সা | র্রা -া র্রা র্গা I র্রা র্গা
ন দা এ লো রে - শ্যা ম এ লো জ ন্

২ ৩ +
র্রঋা র্রা | নর্রা সর্রা | র্সা না র্সা র্গা I র্রা র্সা না ধা
মা ষ্ ট মী দি নে জী ব ন ক রি য়া

২ ৩ + ২ ৩
না র্সা | র্রা -া র্রা র্রা I পা ধা ধা না | র্সনা ধা | নধা পা
উ জ ল - এ লো ম র ণ বি দ - দি -

+ ২ ৩ +
ধা না I ধপা -া গা মা | মা পা | -া -া -া -া I মা ধা
অ ম ল - পে ল লা - - - - জ পে ল

২ ৩ + ২
পা ধপা | মা ধা | পা ধা পক্ষা পা I মগা মা মাপা | -া -া |
ম ধু শ্যা ম ল জ ন ম রূ পে লা - - -

৩ + ২ ৩
-া -া পা পা I পা পধনা না না | না ধনর্সা | র্সা র্সা
-া জ যু গ ম র ণ বে সু র য ত

+ ২ ৩
র্সা নর্সর্রা I র্রা র্রা র্গর্র্সা র্সা | র্র্সনা না | র্সনধা ধা
লা জ পে ল জ ন ম সু রে

+ ২ ৩
নধপা পা I পা ধা না না | র্সনা ধনা | পা ধা না র্রা |
- - ম র ণ বে সু র য ত লা জ

+ ১ ২ ৩
র্সা র্সা (পূর্ব্ববৎ) I পণা দদা দা দপমা | মা পা | মগা মা
পে ল জনম সুরে ল জ্ জি ল ম র ণ পু

১ ২ ৩

রগা মপা I ক্ষপা ক্ষপা ধপা ক্ষপা | ধপা মগা | পমা গরা

রে - পু ন্ ন - সু - রে -

মগা রসা II

- - *

* এ-গানটির ছন্দ সুর ফাঁকতাল হইতে সৃষ্ট। অর্থাৎ

॥ । । । । ॥ । ।
অ স্ত র | ব ন | ম স্থি ল | । । । । | । । । । | । । |
ম স্থ র ম ন ঝ ঙ্ক ল প লা ল হে ম ন্ ত দূ বে (যতি)

ইহাকে যথামাত্রিক করিয়া পড়িতে গেলে যতিভঙ্গ দোষ ঘটিবে তৃতীয় পংক্তিতে। তৃতীয় পংক্তির পর্বভাগ ৪+৪+১+১ যতি, কিন্তু গানের সময় ৪+২+৩+(১ যতি) এই ভাবেই (অর্থাৎ সুরফাঁকতালের ছন্দেই পড়িবে)। এ-ধরণের ছন্দে আমার বোধ হয় বাংলা গান অদ্যাবধি লেখা হয় নাই—কারণ সুরফাঁকতাল লোকপ্রিয় তাল নহে, ইহার ৪+২+৪ পর্বভাগ প্রথমে কানে সুললিত বলিয়া মনেও হয় না। কিন্তু নূতন ছন্দ বা তাল অনভ্যাসে প্রায়ই সুললিত মনে হয় না, কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে রস সহজেই পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা স্বরলিপি-দৃষ্টে এ-গানটি শিখিবেন—তাঁহাদের পক্ষে এ-গানটির ছন্দরসটি সহজেই উপভোগ্য হইবে। কিন্তু সব কাব্য-রসিক সঙ্গীত-রসিক নহেন, তাহাই এ কয়টি কথা পাদটীকায় বলা দরকার মনে করিলাম।

আপদের শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	২	মানুষকে গুণ দেখে ভালবাসে	মানুষকে ভালবাসে
২৭	২১	তাবেদারে	আবদারে
৩১	২৩	বড মা, তোমরা…অক্লতজ্ঞ	বড় মা, বলিনি…অকৃতজ্ঞ ?
৪২	১৭	কী ?	কে ?
৪৯	২০	চবণ	শবণ
৫৮	২০	জাপিযা	জপিয়া
৬১	৫	চৌহাদ্দি	চৌহদ্দি
৬১	১৭	হাই	হাঁই
৬৯	৩	থপরেব ·পৌছায	খবরের ··পৌছায
৭১	৬	না মা,	না বড় মা,
°৫	১৪	বসেব-ঢলে	বসের—ঢলে
৭৭	১	অন্তব মনে	অন্তর-বনে
৮৯	৩	জানি	জানো
১০৯	৪	মেড	মিড়
১১৩	৪	কেবল তুমি শুধু	তুমি শুধু
১১৩	৬	দুর্ব্বল আছিস্	দুর্ব্বল
১২৩	১৭	আভবণ	আচরণ
১২৪	২	মাথা	মায়া
১২৭	২৪	এক সময়ে	এক এক সময়ে
১৩৪	৪	সাগ্রহ	সস্নেহ
১৪২	৬	চুমন	চুম্বন

কুশীলবগণ

(স্থান পাট্‌না)

জ্ঞানদা—বাড়ীর বড় বৌ, স্বামী যোগেন্দ্রনাথ অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন—জমিদারিও বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া। সুশ্রী শ্যামাঙ্গিনী। বয়শ পঁয়তাল্লিশ।

রমেন্দ্র—বাড়ীর মেজবাবু, যোগেন্দ্রের পরই। জমিদারি দেখেন শোনেন। বৎসরের মধ্যে ছয়মাস বাহিরেই কাটে। বিশেষত্ব কিছুই নাই। বয়স চল্লিশ।

চামেলি—রমেন্দ্রের পত্নী। কলিকাতায় বেথুনে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সুন্দরী। বয়স ত্রিশ।

হিতেশ—চামেলির সেজদা। নব্য হিন্দু—কিন্তু মরালিষ্ট। সুলতার পাণিপ্রার্থী। গৌরবর্ণ চামেলিরই মতন। বয়স বত্রিশ।

সুলতা—বেথুনে-পড়া-মেয়ে—পাটনার উকীল শ্রীবিশ্বম্ভর চাটার্জ্জির ভাইঝি। তন্বী, গৌরী, সুন্দরী বলা চলে না তবে মুখশ্রী মুগ্ধকরী। বয়স একুশ।

অমরেন্দ্র—বাড়ীর ছোটবাবু—রমেন্দ্রের পরেই। মেজদা বিশ্বকর্ম্মা, কাজেই কনিষ্ঠ অকর্ম্মা, সুতরাং কবি ও গান-বাজনাপটু। সুশ্রী। বয়স পঁচিশ।

চরণ—যোগেন্দ্রের পুত্র। অতি সুদর্শন। বয়স আট।

সুনন্দা—রমেন্দ্রের কন্যা। গোলগাল—সাদামাটা। বয়স ছয়।

রঙীন বটব্যাল—এম-বি (ক্যাল্‌কাটা) সাক্ষাৎ লণ্ডনের এম্‌-বি। পাট্‌নারই বাসিন্দা, পাশ করিয়া সবে বছরখানেক হইল পাট্‌নায়ই প্র্যাক্‌টিস সুরু করিয়াছেন। বয়স চব্বিশ।

শরণ—বাড়ীর চাকর। বয়স ত্রিশ।

দারোয়ান।

স্থান—পাট্‌নায় যোগেন্দ্রের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অট্টালিকা।

আপদ

প্রথম অঙ্ক

সকাল আটটা হইবে। যে-ঘর আগে যোগেন্দ্রের বৈঠকখানা ছিল সেই ঘরের মাটিতে বসিয়া জ্ঞানদা কুটনো কুটিতেছেন—চামেলি যোগান দিতেছেন।

চামেলি : দিদি, শুনছ? অ দিদি—

জ্ঞানদা : শুনছি মেজবউ, দাঁড়া (উঠিয়া গৃহদ্বারের কাছে গিয়া) চরণ—ও চরণ!

নেপথ্যে চরণ : কী মা?

জ্ঞানদা : আয় এদিকে একবার—নন্দাকেও নিয়ে আয় ডেকে।

নেপথ্যে চরণ : এখন সময় নেই মা।

জ্ঞানদা (তাড়া দিয়া) : আয় বলছি হতভাগা ছেলে—সময় নেই? —উঃ কী রাজকাজ একেবারে—

নেপথ্যে চরণ : আমরা যে এয়ারোপ্লেনটায় পাল চড়িয়ে সী-প্লেন করেছি মা। নন্দার ফুঁ হয়েছে পালের হাওয়া, কেমন ক'রে যাই এখন? বাঃ!

জ্ঞানদা : লক্ষ্মীছাড়া ছেলে!—আয় বলছি এক্ষুনি—দাঁড়া তোর শরণদাকে দিচ্ছি ব'লে।

নেপথ্যে চরণ : না না মা—যাচ্ছি,—এই নন্দা আয় শীগ্‌গির— নইলে দেবে মা ব'লে—

নেপথ্যে সুনন্দা : কী ক'রে যাই চরণদা ? সী-প্লেনটা যে এখনো এয়ারোপ্লেনই রয়ে গেল ?

নেপথ্যে চরণ (সতর্জ্জনে) : থাক্ এখন ওসব—আয়—এই—

নেপথ্যে সুনন্দা : একটু—এই দেখ—চেয়ে দেখ চরণদা—ও চর—

নেপথ্যে চরণ : ফে—র অমন করছিস্—অতটুকু নৌকোর অমনি পেল্লায় পাল ? বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত—

নেপথ্যে সুনন্দা : বাঃ! পাল পেল্লায় না হলে কখনো এযারোপ্লেন জলে ভাসে ? না, ফুঁযের হাওযাকে করতে পারে পাল ?

জ্ঞানদা : এই—এলি না ?

নেপথ্যে চরণ : নন্দা কথা শুনছে না মা, আমি কী করব ? এই নন্দা আয় না দৌড়ে, মা ডাকছে তবু—কী যে—

নেপথ্যে সুনন্দা : তুমি এগোও, আমি পালটার ব্যবস্থা করেই এলাম ব'লে।

নেপথ্যে চরণ : তুই ব্যবস্থা করবি ? একরত্তি মেয়ে! এয়ারোপ্লেনের জানিস্ কী বল্ তো ?

নেপথ্যে সুনন্দা : তুমি যতটা জানো আমি ততটাই জানি। এই দেখ না—কেমন ভাসছে।

নেপথ্যে চরণ : ওর নাম হল ভাসা ?—অমনি ব্যাঁকাত্যাড়া হয়ে—

নেপথ্যে সুনন্দা : হোক্‌গে প্রথম সবই অমনি ক'রে ভাসে। খোকায় বুঝি পেট থেকে পড়েই হাঁটতে শেখে ?

নেপথ্যে চরণ : ভাসছে না, তবু বলবি ভাসছে—দাদার মুখের ওপর তক্কো ক'রে ?

নেপথ্যে সুনন্দা : হ্যাঃ, ভারি তো দাদা, তার দু'পায়ে আলতা।

জ্ঞানদা : নন্দা!—চরণ! এবার কিন্তু শরণকে দিলাম ডাক। (উঠিয়া)

নেপথ্যে সুনন্দা : যাচ্ছি—যাচ্ছি বড় মা।

জ্ঞানদা (ফিরিয়া বঁটির কাছে বসিয়া) : যেমন বজ্জাত হয়েছে ছেলেটা, তেমনি ধিঙ্গি হয়েছে কি ঐ মেয়েটাও!—মা মা মা! দিনরাত ছুটোপাটি—একটু কি কথা শোনে ছাই?

চামেলি : কতবার আমিও তো তাই বলেছি দিদি—চাকরের কাছে শিক্ষা ছাড়িয়ে দাও। বড় হচ্ছে তো ওরা—এখনো ছোটলোক চাকরের সঙ্গে—

জ্ঞানদা : ওরে, শরণ ছোটলোক নয় রে,—এতটুকু নয়—না স্বভাবে, না কথাবার্ত্তায। ওর বাপ ছিল কাযস্থ—দ্বারভাঙ্গার। অবস্থাও ওদের নিতান্ত—

চামেলি : তবু তো চাকর দিদি—

জ্ঞানদা : আহা, সে তো অদেষ্টের ফেরে মেজবউ। সত্যি চাকর হলে কি আর কেউ এমন দরদ দিয়ে কাজ করে রে? না, মনিবের একরত্তি ছেলের বসন্ত হলে এমন প্রাণ দিয়ে সেবা করে? আর শুধু কি সেবা? বাছাকে (নমস্কার করিয়া) মা শীতলার কৃপা থেকে টেনে আনতে গিযে বসন্তে ও নিজে প্রায় যমের দোরগোড়া অবধি যায়নি? নাড়ি তো ছেড়েই গিয়েছিল—

চামেলি : তোমার দিদি সবতাতেই বাড়াবাড়ি—মনিবের পরিবারে অসুখ হলে কোন্ চাকরটা এমনতর সেবা না করে শুনি?—কিন্তু সেই থেকে কী চোখে-যে ওকে তোমরা দেখতে সুরু করেছ—জামা রে, মাইনে বাড়ানো রে, বখশিশ রে—চাকর তো নয়, যেন জামাই।

জ্ঞানদা : আহা—এসবে কি ওর সে সেবাটার সিকির সিকি

প্রতিদানও হয় রে মেজবউ। তোদের ঐ কী-যে স্বভাব হয়েছে এ-যুগে যে যা-ই করুক না কেন—দিলি গুনে হাতে দুটো টাকা—ব্যস্—শোধবোধ। আমাদের সময়ে—

(চরণ ও সুনন্দার ছুটিয়া প্রবেশ)

সুনন্দা : দেখ তো মা চরণদার আবদার! এয়ারোপ্লেনে পাল লাগালেই কখনো সে সী-প্লেন হয়? না, না-বেঁকে পারে?

চরণ : তুই লাগাতে পারিস্ না তাই বল্—বিলেতে ওরা এমনি ক'রেই করে সী-প্লেন।

সুনন্দা : হ্যাঁ করে! অমনি বললেই হল!

চরণ : লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! ফের দাদার সঙ্গে তক্কো?

একত্রে { জ্ঞানদা : থাম্ থাম্ দাদাগিরির তোর নিকুচি করেছে।
চামেলী : কী জ্বালায়ই পড়েছি মা?

চরণ ও সুনন্দা উভয়ে : না বলো—কে ঠিক।

চামেলি : চেঁচাস্ নে। শোন্, দুধ খেযেছিস্? এই মেয়ে—

সুনন্দা (ভয়ে ভয়ে) : ঐ যাঃ, ভুলে—(ঢোঁক গিলিয়া) : শরণদা এল না কি না—

চরণ : মিথ্যুক? ফের! শরণদা তোকে কত ক'রে সাধল না দুধ খেতে? আমি কিন্তু খেয়েছি কাকীমা।

চামেলি : তোমার মতন লক্ষ্মীছেলের জুড়ি বাবা এ ঘোর কলিতে মেলাই ভার। (সুনন্দাকে) কিন্তু তুই মিথ্যে বললি কেন বল্? শরণ তোকে দুধ খেতে বলল তবু তুই বললি—

সুনন্দা (কাঁদ কাঁদ) : মিথ্যে কথা মা—শোনো কেন? শরণদা তো বলল চরণদাকে খেতে—আমাকে বলেছিল? (চরণকে) আমি মিথ্যুক? তুই—তুই মিথ্যুক।

জ্ঞানদা : আচ্ছা মা লক্ষী, বুঝলাম না হয় তোকে পায়ে ধ'রে সাধেনি। কিন্তু না সাধলে পেটে কিল মেরে ব'সে থাকবি না কি? না, শুধু পাল-তোলা এয়ারোপ্লেনে চেপে নরককুণ্ডে গিয়ে ডুবুবি? যাক্— এক্ষুনি যা লখিয়ার কাছে—বল্ তোর দুধটা গরম ক'রে দিতে, বুঝলি? আর এই নে দুজনে একটু একটু আমসত্ব।

চরণ (সাগ্রহে) : ওকে বেশি দিয়ো না মা। ও শুধু মিথ্যুক নয়— তার ওপর যেমন লুভী তেমনি পেটরোগা।

চামেলি (হাসিয়া) : হ্যাঁ. আর সবটুকু পেটে পুরে তুমি দেখিয়ে দাও যে তুমি যেমন যোগীপুরুষ তেমনি ভীমভবানী; না বাবা? (জ্ঞানদাকে) কিন্তু সত্যি দিদি, নন্দাকে বেশি দিয়ো না—এই পরশুই ওর পেটের অসুখ করেছিল এক কাঁড়ি কুল খেয়ে—(খানিকটা কাড়িয়া লইলেন)— এইটুকু—ব্যস্।

সুনন্দা : কক্ষনো না—না মা। বড় মা—(দেখাইয়া) এইটুকু— বা—রে—আমি কক্ষনো নেব না—আর চরণদা অত বড়টা—হুঁ—উঁ— (মুখ নিচু করিয়া হাত ছুঁড়িতে লাগিল)

চামেলি : ফে—র? দেখতে পারিনে যত সব নাকে কান্না!— কচি খুকিটি আছ এখনো, না?

জ্ঞানদা : আহা থাক থাক—এটুকু খেলে কিচ্ছু হবে না। (চামেলির হাত হইতে কাড়া আমসত্বটুকু লইয়া সুনন্দাকে দিলেন)

চরণ : অতখানি দিয়ো না মা, দিয়ো না। ও যে পেটরোগা— জানো না। এই তো সেদিন শরণদার চানাচুর খেয়ে—

জ্ঞানদা : থাম্ থাম্ ফাজিলের সর্দার! অসুখ তোর করেনি— এখনো মুখে দাগ কিসের ঐ?

চরণ : ও তো বসন্ত, বা—রে।

জ্ঞানদা : বসন্ত বুঝি অসুখের মধ্যেই নয় ? না, পেটের অসুখের চেয়ে ভালো ? দেখতাম যমের দোর থেকে কে টেনে আনত শরণ না থাকলে—

চরণ (তর্কের ঢঙে) : শরণদা সেবা করতে জানে—না-হয় মানলাম, কিন্তু তা ব'লে কি প্রমাণ হয়ে গেল যে, অতটা আমসত্ত্ব খেলে ওর অসুখ করবে না ?

জ্ঞানদা : যা যাঃ অকালপক্ক ছেলে। মা গো মা ! ঠিক যা যা ভালোবাসিনে তা-ই কি হল আমার পেটের ছেলের ? কেবল তক্কো আর তম্বি।—লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই—সারাটা দিন কেবল টো টো, হুটোপাটি আর কুরুক্ষেত্তর। সত্যি এবার তোকে দেব পাঠিয়ে শরণদার সঙ্গে দ্বারভাঙায়—বুঝবি ঠেলা সেখানে।

চরণ (সানুযোগে ত্রস্তস্বরে) : আমি কী করলাম ? বা—রে !

জ্ঞানদা : কী করলি ? কালই মাষ্টার মশাই তোর শরণদাকে ব'লে যায়নি—তুই অঙ্কের সময় কেবলই দিস্ ফাঁকি ?

চরণ : ফাঁকি ? কক্ষনো—

সুনন্দা : দেয় বড় মা, দেয়। অঙ্কের ঘণ্টায ওব ঘড়ি ঘড়ি ছুটি চাই-ই চাই জলখেতে বাইরে যাওয়ার—এর নাম ফাঁকি না তো কী শুনি ?

চরণ (ঠাস করিয়া সুনন্দাকে চড় মারিয়া) : মিথ্যেবাদী !

জ্ঞানদা (চরণের পিঠে নক্ষত্রবেগে ভুম ভুম করিয়া কিল বসাইয়া) : আস্পদ্ধা ছেলের একেবারে চরমে উঠেছে !—মা মাসির চোখের সামনে ছোটবোনের গায়ে হাত ! (কান ধরিয়া ঠাস ঠাস করিয়া চড়)

চামেলি : (জ্ঞানদার হাত ধরিয়া) আহা, কী করো দিদি ? অমন ক'রে মারে কচি ছেলেকে ? পাঁচটা নয় সাতটা নয়, মাত্তর—

চরণ : (কান্না চাপিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে) দেখ তো কাকীমা, মার এক চোখোমি। সব—স—ব আমার দোষ।

চামেলি : (চরণকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া) : না না কে বলে বাবা? তুমি হলে সাক্ষাৎ শিবঠাকুর—দোষ তোমার থাকতে পারে কখনো?

চরণ : (কাকীমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে) : ছোট বোন—ছোট বোন—ছোট বোন—বোন হযে আমার মাথা কিনে রেখেছেন কি না নামে-লাগানি মিথ্যুক কোথাকার। অথচ ও মিথ্যে বললে বড়দাদা যে, সে সাজা দিতে একটা চড়ও কখ্‌খনো মারতে পারবে না।

চামেলি (হাসিয়া) : সত্যি দিদি, এ তোমার ভা—রি অবিচার।—না চরণবাবু,—(সুর করিয়া)

আর কেঁদোনা আর কেঁদো না! দিয়ো দিয়ো সাজা
বোন যে হল দাদার প্রজা—দাদাই হল রাজা।

চরণ (কান্নার মধ্যে রাগিযা) : যাও কাকীমা—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। (উঠিবার উপক্রম)

চামেলি (বাধা দিয়া চরণেব গলা জড়াইয়া কাছে টানিয়া) : না বাবা, ঠাট্টা না। বিশ্বেস না হয় আজ থেকে ওকে ছুবেলা সাধ মিটিয়ে মেরো।

সুনন্দা : হ্যাঁ মারবে বই কি! দেব না তক্ষনি শরণদাকে ব'লে।

চরণ (সদর্পে) : ভা—রি করবে আমাকে শরণদা। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া) এই কলা—কলা—কলা!

সুনন্দা (ঝাঁঝালো সুরে) : জানা আছে গো জানা আছে—যত

ফুটুনি আমাদেরই কাছে—এদিকে শরণদার একটুখানি ভুরু কুঁচকোলে ত্যো কেঁপে সারা, সারা বাড়ি মাথায়।

চরণ : ফের মিথ্যে—

সুনন্দা : মিথ্যে ? তবে দেব ব'লে কালকের সেই কুলচুরির কথা ?

চামেলি : থাম্ থাম্ গাধা মেয়ে কোথাকার। ও-ও দেয় যদি ব'লে রোজকার তোর কীর্ত্তির কথা ?—ছোট ভাইকে ঠেলে দিয়ে—

সুনন্দা (ত্রস্ত লজ্জায় চামেলির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) : বোলো না মা লক্ষ্মীটি, ও জানে না কিচ্ছু—

চরণ (গম্ভীর ভাবে) : জানিনে আবার—সব জানি—কিন্তু আমরা মেয়েদের মতন নই বুঝলি—চুকলি কাটি না—পেটেও কথা রাখতে জানি। নইলে পাড়াশুদ্ধ্ আজ জানত ধাড়ি মেযে এখনো রাতে মাকে আঁকড়ে ধ'রে বেহায়ার মতন কেমন ক'রে ছোট ভাইয়ের দুধটুকু রোজ রোজ শুষে নেন। যদি দিতাম ব'লে গুগলি, টুবু, পারুলিদের ?—

সুনন্দা : চরণদা—লক্ষ্মীটি ভাই—শোনো—

চরণ : যা যাঃ—তোর সঙ্গে যদি আর কোনোদিন একটি কথা কই—

জ্ঞানদা (হাসিয়া) : দিনের মধ্যে তো তোমাদের দুশোবার আড়ি আর তিনশোবার ভাব বাবা। প্রাণ বেরোয় মাঝ থেকে শুধু ঐ শরণটার।

নেপথ্যে শরণ : নন্দা দিদি, ঝটপট এসো—দুধ জুড়িয়ে যাচ্ছে। চরণ দাদুমণি—তুমিও, সব দুধটুকু খাওনি যে—

(দুজনের তৎক্ষণাৎ দৌড়)

চামেলি : দেখেছ দিদি, শরণকে ওরা কী ডরাণটা ডরায় ? এক ডাকে দে দৌড়, অথচ তুমি ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেলেও ওরা গ্রাহ্যির মধ্যেই আনে না।

জ্ঞানদা : তুই কিছুতেই বুঝবি নে কেন বল্ দেখি মেজবউ ? শুধু ভয় ডরে কি এ-জিনিষ হয় রে ? শরণদা বলতে ওরা যে অজ্ঞান রে। ঠাকুরপোকেও তো ওরা ডরায়, কিন্তু সত্যি কানে তোলে তার কোনো কথা ? যে-ই চোখের আড়াল—অমনি মনের আড়াল। আর সে আড়াল একেবারে সমুদ্দুরের।

চামেলি : তাই তো বলি দিদি, এ কি ভালো শিক্ষা হচ্ছে ? আপনার জন—গুরুজন হল দূর—পর ; মা-মাসির কথা এক কান দিয়ে ঢোকে ওদের শুধু অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে ;—অথচ চাকর শরণকে মানে যেন—

জ্ঞানদা (হাসিয়া) : মানবে মেজবউ, মানবে। আহা গাল টিপলে ওদের এখনো সত্যিই মায়ের দুধ বেরোয়—ওদের কাছে তুই চাস্ আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর সুবুদ্ধি।

চামেলি : না দিদি তা চাইনে, তবে গুরুজনের কাছে—

জ্ঞানদা : আহা কেবলই তোদের ঐ এক কথা—গুরুজন আর গুরুজন। বল্ দেখি গুরুজনদের কাছে ওরা পায় কী ? আমি তো বছরে পাঁচ-ছ মাসের ওপর মানুষের বার হয়ে থাকি—হয় হাঁপানিতে, নয় বাতে, নয় মাথাঘোরায় ; যে-কটা দিন উঠে-হেঁটে একটু বেড়াই, সর্ব্বদাই ভাবনা—পাছে ফের পড়ি। চরণকে দেখত কে বল্ দেখি শরণ না থাকলে ? তোর নন্দারই বা এত ঝক্কি বইতেন কোন্ ঠাকরুন শুনি ? (হাসিয়া) : তোর আর কী বল্ না—অর্দ্ধেক সময় যায় ঐ খিষ্টানদের চিত্তির-বিচিত্তির বই প'ড়ে—বাকি যেটুকু থাকে সেটুকু তো উড়ে যায় পাখীর মতন—তোর "ওঁয়ার" সঙ্গে মুখোমুখী চখাচখী হয়ে ব'সে।

চামেলি : যাও—কী যে—

জ্ঞানদা (চামেলির গালে ঠোনা মারিয়া) : যাব কোথায় বল্ ? সাত-সাতটা বছর গেল পেরিয়ে—তবু মেয়ে রইল প'ড়ে, কোলের ছেলেটা কেঁদে কোকিয়ে গেল সারা হয়ে—বাড়িতে ভূমিকম্প হয়ে গেল—তবু খেয়ালই নেই ঘরে দুজনে ঢুকে একেবার খিল পড়লে।

চামেলি (সলজ্জে) : মুখের দিদি তোমার যেন আগল নেই। ঠাট্টার একটুও যদি ছিরি ছাঁদ থাকে—

জ্ঞানদা (হাসিয়া) : কী করবি মেজবউ ? তোরা হলি কলকাতার কেতাব-খেতাবিনীর দল—বুঝিস্ শুধু দিনে-দুপুরেও ঘরে খিল দিয়ে দুটিতে পায়রার মতন বকবকম করতে—আর সেটা কারুর চোখে পড়লেই সিঁদুর-রাঙা হয়ে উঠতে। কী সে-কথাটা রে তাদের ?—কুরুচি. না কী যেন ? (চামেলির গাল টিপিয়া) কিন্তু মাত্তর আর দুটো দিন স'য়ে থাক্ বোন—তোর এই সেকেলে মুখখু সুখখু রোগা দিদিটার আর ক'টা দিনই বা ? আজকাল আবার যে-মাথাঘোরা সুরু হয়েছে !—

চামেলি : ওকথা বোলো না দিদি, অমন তুচ্ছ মাথাঘোরায় মানুষ মরে না—বাতে হাঁপানিতে তো নয়ই। তাছাড়া সবাই জানে এ হ'ল তোমার সাধ ক'রে অসুখ পোষা—শরীর অথর্ব্ব হওয়ার দরুণ অসুখ তো নয়।

জ্ঞানদা : সে কি রে মেজবউ ? সবাই জানে ?

চামেলি : নয় তো কি ? একটিবার শুদ্ধু ইচ্ছে করলেই তোমার আগেকার সে-গতর ফিরে পাও—কিন্তু গা তো নেই—একটিবার যদি যাবে কোথাও বেড়াতে।

জ্ঞানদা : ওরে, মা-গঙ্গাকে ছেড়ে এ-বুড়োবয়সে যাই কোন্ চুলোয় বল্ দেখি ?

চামেলি : তুমি বেশ জানো দিদি যে তুমি কিচ্ছু বুড়ো হওনি। শুধু অযত্নে অযত্নেই শরীরটা—

জ্ঞানদা (ঈষৎ অসহিষ্ণু) : রাখ্ ও-সব শরীরের কথা—ও যেনর ঘেনর আর ভালো লাগে না। এ ঘুন-ধরা হাড়মাসের খাঁচাটা নিয়ে সবাই হয়ে উঠেছে যেন দিশেহারা !—কী ? না সমুদ্দুরের ধারে যাও—'হেল্‌তো' সারতে। কী ? না, পোড়া শরীরটার জন্তে শেষবয়সে মা-গঙ্গাকে ছেড়ে যাও আঘাটায় মরতে। (নমস্কার করিয়া) ঠাকুর নীল সমুদ্দুর আমার মাথায় থাকুন।—কিন্তু যেতে দে এ-সব কথা। কী যেন বলতে যাচ্ছিলি—যখন চরণকে ডাকলাম ?

চামেলি (মুখ নিচু করিয়া) : না, থাক দিদি।

জ্ঞানদা (উদ্বিগ্ন) : কী রে ? তুলাল আমাব আবার কোনো গোল বাধিয়েছে বুঝি ?

চামেলি (নখ খুঁটিতে খুঁটিতে) : ঠিক্ গোল না দিদি, তবে—(থামিল)

জ্ঞানদা : তবে কী ?

(চামেলি চুপ করিয়া রহিল)

জ্ঞানদা : এই তোদের ভারি বিচ্ছিরি কেতা মেজবউ—ইস্কুল-কলেজে-পড়া শিক্ষার : যা বলবি না—তা খানিকটা ব'লে মুখে চাবি দিলে আমাদের সেকেলে মা-র প্রাণ-যে কেমন করে—

চামেলি : সেকেলে মার প্রাণ বলেই-যে ভরসা পাইনে দিদি ঠাকুরপোর নামে কেউ কিছু বলতে-না-বলতে তুমি যে তিরিক্ষি হয়ে ওঠো !

জ্ঞানদা : তুই বুঝিস্ নে মেজবউ—

চামেলি : ঐ দিদি তোমার এক কথা : আমরা কেউ কিচ্ছুই বুঝি না। অপরাধ ? না, দুটো বচ্ছর কলেজে খান দুই ইংরিজি বই পড়েছি। কাজেই মুখ বন্ধ, বলবার আর পথ-ই রইল না যে, তোমার

আদরের দুলাল তোমার এতখানি মেহের সঙ্গে যদি একটু শাসন পেত—

জ্ঞানদা : ওরে, শাসন ওকে আমি করি কোন্ প্রাণে বল্ দেখি ? এ-বাড়িতে পা দিতে-না-দিতে আঁতুড় ঘরে দুলালকে রেখে শাশুড়ি গেলেন মারা। ও টি'কবে এমন আশা ছিল না—ঝিনুকায় ক'রে দুধ খাইয়ে কত মাদুলি কবচ মানৎ রে, শান্তি স্বস্তেন রে, সাধু সন্নিসীর পাদোদক রে—তবে না ও বাঁচে। তারপর কত বচ্ছর পেটে হল না একটা – ওকেই তো জেনেছিলাম আমাদের ছেলে ব'লে।

চামেলি : সে সব জানি দিদি, কিন্তু—

জ্ঞানদা : কিচ্ছু জানিস্ নে মেজবউ—কিচ্ছু জানিস্ নে। জানলে বুঝতিস্ যে—কিন্তু, আসে মানুষের এখানেই। ওবে, পেটের ছেলেকে শাসন করা যায়—কিন্তু মা-মরা শিশু যখন বুক জুড়ে আসে তখন সে হয়ে দাঁড়ায় শিবরাত্রির সলতে। কিন্তু এসব কথা তো তোদের ইংরিজি কেতাবে লেখা নেই—মানবি কেমন ক'রে বল্ ?

চামেলি (মুখ ভার করিয়া) : ইংরিজি কেতাবে এ-কথা লেখা না থাকতে পারে দিদি, কিন্তু এ-কথা লেখা আছে বেশ বড় হরফেই যে, শিবরাত্রির সলতেকে চিরটাকাল আঁচলে ঢেকে রাখলে সে আর যাই দিক না কেন—আখেরে আলো দেয় না। ঠাকুরপোকেই দেখ না : শুধু তোমার প্রশ্রয়েই না ওর ইহকাল পরকাল হল নষ্ট।

জ্ঞানদা (গালে হাত দিয়া) : ও মা কী হবে ! আমার প্রশ্রয়ে !!

চামেলি : তবে কি পাড়ার ময়রা-বউয়ের প্রশ্রয়ে দিদি ? স্কুল থেকে যখন ও মার খেয়ে চ'লে এল—হেড্মাষ্টারের হাত কামড়ে দিয়ে—তখন একটা কথা বলেছিলে ?

জ্ঞানদা : তুই দেখেছিলি ওকে কী মারটা মেরেছিল বুড়ো ?

সর্ব্বাঙ্গে বাছার আমার কালশিরে প'ড়ে গিয়েছিল—রক্তের যেন নদী গেল ব'য়ে—বাড়িময়। এমন জল্লাদের হাতে যায় ছেলেকে ফের স'পে দেওয়া ?

চামেলি : না, যায় না। তারপর যখন ছেলে অন্য ইস্কুলেও যাব না বললেন তখন শুধু এইটুকুই বলা যায় : "বাছা থাক্ তুই শুধু আমার লক্ষীর চুপড়ির সিঁদুরমাখা কানা কড়ি হ'য়ে।"—দিদি, সে-সময়ে যদি একটু কম "মা" হতে, তবে এ-দশা হত না আজ ওর : একটা পাশও না দিয়ে ঘরে বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে ময়ূরচড়া কার্ত্তিকবাবুটি হয়ে না থেকে ও আজ লোকের চোখে মানুষ হত—একটুও অন্তত।

জ্ঞানদা : অমন ক'রে বিঁধে বিঁধে কথা বলিস্ নে মেজবউ। আমার আর সহ্য হয় না। দে তোরা আমাকে কাশী পাঠিয়ে—তারপর সব্বাই মিলে ওর গলায় শিল্তের পাথর ঝুলিয়ে গঙ্গায় চুবিয়ে মার্। মুখখু মার আদরে সোহাগে ছেলে মুখখু হবে না তো হবে কী ?

(চক্ষুতে আঁচল দিলেন)

চামেলি : কী করো দিদি ? আজ মহালয়ার দিন চোখের জল ? এতে যে আমার অপরাধ—(থামিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া) মাপ কোরো দিদি—তোমায় আমি মুখখু মনে করি না কি কোনোদিন ?

(জ্ঞানদা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন)

চামেলি : দিদি—ও দিদি। কিছু মনে কোরো না দিদি। শুধু তোমার সন্তান দিদি ? আমারও-যে আঁতুড় ঘরে মা মারা দিদি—তোমার কাছে এসেই যে সে-অভাব ভুলেছি। (গাঢ় স্বরে) কোরো দিদি (পা ধরিল)—নইলে—(কাঁদিয়া ফেলিল)

জ্ঞানদা (চিবুক স্পর্শ করিয়া) : ষাট ষাট, বচ্ছরকার দিনে সকাল

বেলা চোখের জল ফেলে অমন ক'রে? আর তোর কথায় মনে করব আমি? দূর্। তবে কি জানিস্ বোন, আমাকে যত ইচ্ছে গাল দিতে চাস্ দে—কিন্তু ওর নামে অমন ক'রে বললে—

চামেলি (চক্ষু মুছিয়া গাঢ় স্বরে): কিন্তু এসব বলি-যে—সে তো ঠাকুরপোর নিন্দে রটাবার জন্যে না: বলি—তোমার একটু চোখ ফুটলে ও এখনো হয়ত একটুখানি শুধরোতে পারে ব'লে। ভেবে দেখ, সমস্ত দিন চাষাভুষো ছোটলোকের সঙ্গে টো টো, মড়া পোড়ানো, যাত্রা-থিয়েটার, গঙ্গা-এপার-ওপার এই সবেই আছে মেতে; না করবে বিয়ে থা —না বসবে সুস্থির হয়ে। এতে কি আয়ুই বাড়ে? তুমিই বলো না।

জ্ঞানদা: জানি মেজবউ, জানি সবই; বাবা তারকেশ্বর, মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকছি তো দিনরাতই। কিন্তু কী করব আমাকে বুঝিয়ে বল্ দেখি? ও কি আমায় মানে? না, কচিছেলের মতন ওঁকে এখন কড়া শাসনে চোখে-চোখে-রেখে-পাহারা দিয়ে মানুষ করা চলে?

চামেলি: তা চলে না মানি—কিন্তু তা ব'লে একটি কথাও বলবে না?

জ্ঞানদা: মেজবউ, কেন যে বলতে পারিনে তুই কেমন ক'রে বুঝবি বল্?

চামেলি: দিদি, তোমার ঐ এক কথা: বোঝো কেবল তুমি—এসব। যেন আমরা কেউ মা-হওয়া কাকে বলে তার বিন্দুবিসর্গও জানিনে।

জ্ঞানদা (হাসিয়া): ওরে মেজবউ, তোরা হলি ইস্কুল-কলেজের-বিদ্যে-শেখা মেয়ে: ভাবিস্—পেটে একটা ধরলেই মা হওয়া হয়। কিন্তু এতবড় ভুল আর নেই রে নেই—বিশ্বাস কর্। এক রকম মেয়ে আছে যারা জন্মের থেকেই মা।...আমাদের মুখখু পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা

প্রায়ই সবই ছিল এই স্বভাবের। কিন্তু আজকালকার শিক্ষেয় মেয়েরা আর সবই হতে শেখে—শুধু মা-হওয়াটি বাদ। তোরা হলি সেই দলের—রাগ করিস্ নে বোন্।

চামেলি : রাগ করিনি দিদি, তবে এ আমি বলবই যে, এসব তোমার বাড়ানো।

জ্ঞানদা : মোটেই না রে, মোটেই না। এ-আমার বই পড়া বিদ্যে তো নয়—বাড়াব কোত্থেকে বল্? তা ছাড়া এ আমার মনগড়া কথাও নয়। শোন্ বলি।—ওঁর কত সাহেব সুবো বন্ধু ছিল জানিস্ তো? তাদের মেমরা কখনো কখনো—কী জানি কী খেয়ালে—আমার সঙ্গে আসত ভাব করতে। ভাঙা হিন্দীতে সে সই-পাতানো ছিল এক ভারি হাসির ব্যাপার। তখন তুই আসিস্ নি বউ হয়ে।—সেই সময়ে তারা আমায় বলত : আঁতুড় ঘর থেকেই নাকি তাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করে এক এক ধাই-মা। এমন-কি কেউ কেউ নাকি পয়সা দিয়ে ধাই ডাকায়—তাদের বুকের দুধের জন্যে। শুনে তো আমি আর নেই! অবাক কারখানা !!

চামেলি (হাসিয়া) : এতে অবাক হবার কী আছে দিদি? এ-যে এখন তোমার ভদ্দর ধার্ম্মিক হিঁদু ঘরেও হচ্ছে। শোনোনি?

জ্ঞানদা : শুনেছি। কিন্তু চোখে না দেখলে তবু কেমন যেন বিশ্বাসই হয় না। জানিস্ তারা আরও কি-সব বলত?—বলত : কত মেমরা ছেলেমেয়েদের পাঁচ সাত বচ্ছর বয়স পেরুতে-না-পেরুতে পাঠিয়ে দেয় কী অলুক্ষুণে সব ইস্কুলের বোর্ডিং না কোথায়। (শিহরিয়া) : ভাবতে পারিস্ মেজবউ যে, চরণ নন্দাকে ছেড়ে আমরা রইলাম এখানে—তারা ছাই-পাঁশ দুটো বই পড়তে চ'লে গেল হিল্লি দিল্লি লাহোর? না, যারা পারে তাদের "মা" নাম দিবি?

চামেলি : দিদি দিদি দিদি—এইজন্তেই রবিবাবু বলেছেন বাঙালী মা ছেলেকে বাঙালী-ই ক'রে রাখে—মানুষ না।—কিন্তু বলবে কি আমার একটা কথা?—এ ভাবে পাখার ছায়ায় দুলালদের আগলে রাখবে কতদিন? আর (বাঁকা অর্থব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া) কবেই বা শিখবে দেখতে যে (সুর মৃদু করিয়া): তারা বেশ উড়তে চায়—আর, জানেও। (মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া কুটনো কুটিতে লাগিলেন)

জ্ঞানদা (ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে): অমন ঢঙে কাকে ঠেশ দিয়ে কথা বলছিস্ মেজবউ?

চামেলি : না দিদি, যেতে দাও ওসব কথা—ফের তুমি চোখে আঁচল দিয়ে অস্থিরপানা হয়ে উঠবে। তোমার দুলালের দুলালিপনা ওসব তুমিই সামলাও—আমাদের কি সাজে ওসব? আর দরকারই বা কী?

জ্ঞানদা (আরও উদ্বিগ্ন স্বরে): কী হয়েছে মেজবউ,—বল্ না—আমি কথা দিচ্ছি আমি কিচ্ছু করব না। ও-আপদ আবার কোনো উৎপাত বাধিয়ে বসেছে নাকি?

চামেলি : না দিদি, থাক: কাজ কি পরের কথায় থেকে?

জ্ঞানদা (চামেলির হাতে ধরিয়া): বল্ মেজবউ বল্—এমন ক'রে আমাকে আর দগ্ধাস্ নি। আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করছে।

চামেলি : বলতে চাই নে দিদি—শুধু তাহলে আরও দগ্ধে মরবে ব'লে। তোমার দুলাল মিশছেন এক বেম্ম মেয়ের সঙ্গে এই আর কি।

জ্ঞানদা (পাংশুমুখে): ও মা! বেম্ম মেয়ে! কী হবে!! কে রে কে? বল্ শীগগির।

চামেলি : কে আবার?—আমাদের বিশম্ভর বাবুর ভাইঝি—মিস্ সুলতা চ্যাটার্জ্জি।

জ্ঞানদা : সে তো পড়ে কলকাতায় শুনেছিলাম—বেথুনে—সেদিন তুই-ই বলছিলি না ?

চামেলি : হ্যাঁ। পূজোর ছুটিতে বি-এ পাশ দিয়ে এসেছে এখানে। কাকার কাছেই মানুষ যে—বলিনি ?

জ্ঞানদা : তার পানে ঝুঁকল আমার দুলাল ? যাঃ—মিছে কথা।

চামেলি : বেশ—তবে তাই। (পুনরায় বক্র হাসিল)

জ্ঞানদা : অমন ক'রে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসিস্ নি মেজবৌ—বল্ কে বলল একথা তোকে ?

চামেলি : কে আবার ? সেজদা নিজে।

জ্ঞানদা : হিতু ? সে কী ক'রে জানল ?

চামেলি : সেজদাও-যে এসেছে পূজোর ছুটিতে পাটনায়। আছে ঐ সুলতাদেরই বাড়ীর পাশে তার এক বন্ধুর—অতিথি হয়ে। সে জানবে না তো জানবে কে ? (ফের হাসিল)

জ্ঞানদা : তার মানে ?

চামেলি : মানে খুবই সোজা দিদি ; সেজদাও-যে ঝুঁকেছে সুলতাকে বিয়ে করতে। তাই ওখানে—বুঝলে না ?—হরদমই বাধে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ—ঐ তিলোত্তমাকে নিয়ে।

জ্ঞানদা (কুপিতস্বরে) : হতেই পারে না—কক্ষনো না—এসব রটাচ্ছে যত সব নিন্দুকরা। দুলাল আমার তেমন ছেলেই নয় যে, এমন হ্যাংলামি করবে একটা বেম্ম মেয়ে নিয়ে। ওর কি কনের অভাব ? সেদিনও তো ত্রিশ হাজার টাকা যৌতুক নিয়ে ঐ ইচ্ছেপুরের জমিদার—

চামেলি : দিদি, এসব কি ছাই কনে সম্বন্ধের ব্যাপার যে, তুমি বুঝবে ? আজকালকার ছেলেরা অমনিধারা গায়ে-ঢ'লে-পড়া, হাসির-

ফোয়ারা, লাউডগার মতন সরু লিকলিকে পাশ করা মেয়েই চায়—যৌতুকও না, ইচ্ছে ছেড়ে তেষ্টাপুরের জমিদারের দুলালীও না।

জ্ঞানদা : তা হতে পারে, কিন্তু দুলাল আমার তেমন ছেলে নয় নয় নয়—সাফ ব'লে দিলাম তোকে।

চামেলি (সাক্ষেপে) : পাড়ার লোকে যদি ওকে তোমার এই সাফ চোখে দেখত দিদি, তাহলে সংসারে একটু শান্তি আসত হয়ত।

জ্ঞানদা (উষ্ণ সুরে) : লোকে ওর বাঁশি-বাজানো, গান-গাওয়া, থিয়েটার-করাটাই দেখে—কিন্তু ওর স্বভাব জানি আমি, আর জানেন অন্তর্যামী। পরের দুঃখে কাঁদে ওর প্রাণ, গরীবের ছেলে পড়িয়ে কাটে দিন, লোকের উপকার করতে ওকে একবার ডাক দিলে হয়—ও তাহলে তো আর কিছুই চায় না। দুটো ইংরিজি পাশ না-ই দিল, ভেতরে মুখখু ও নয় নয় নয়। নইলে কি এত টাকা থেকেও ঝোঁকে সাধু সন্নিসীর পানে—নেশাপত্তর, রংতামাসা, বদখেয়ালি সব ছেড়ে? মানি—ও ডানপিটে ছেলেবয়স থেকেই—মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানৎ দিই তো ফী হপ্তায়ই—শেষটায় যাতে ও পুলিশের হাতে না পড়ে; এই ওর এক দোষ,—কিন্তু চরিত্রে ও—

চামেলি (বক্র হাসিয়া) : একেবারে ভীষ্মদেবের সম্বন্ধী! না দিদি, কাজ নেই—এসবে—তুমি আবার সুরু ক'রে দেবে কান্না। তাছাড়া আমার দরকারই বা কী বলো?—চোখ থেকে যে অন্ধ, জেগে যে ঘুমোয় তাকে আলো দেখাবে এমন সাধ্যি কার?

জ্ঞানদা (ভাবিয়া) : আচ্ছা, শরণকে ডেকে জিজ্ঞেসা করছি।

চামেলি : তোমার সঙ্গে আর জন্মেও কথা ক'ব না যদি চাকর-বাকরকে এসবের মধ্যে টানো।

জ্ঞানদা : কিন্তু তাহলে কাকে জিজ্ঞেসা করব বল্ দেখি? শরৎ দিত ঠিক পরামর্শ।—আহা ডাকি না রে একবার? কী হয়েছে!

চামেলি (দৃঢ়স্বরে) : না—চাকর-বাকরের পরামর্শে আমি তোমাকে স্বর্গেও যেতে দেব না।

জ্ঞানদা : কী করব মেজবউ ঠাওরাতে পাচ্ছি না···মাথার মধ্যে কেমন যেন স—ব ফর্সা হয়ে গেছে···দুলাল বেজাতে বিয়ে করবে এ কি ভাবা যায়? (সহসা) না রে না,—এ কখনো হয় না, হতেই পারে না। হয়ত এমনি দুএকদিন গেছে চা-টা খেতে।

চামেলি : আর ওর নিজের তৈরি গান শিখিয়েছে তাকে শুধু পরখ করতে পিটে পিটে তিলোত্তমাকে কিন্নরীও ক'রে তোলা যায় কি না।

জ্ঞানদা : গান শেখায়! ও!! দূর্।

চামেলি : দিদি, কালই সুলতাদের বাড়ী গিয়েছিলাম, ও গাইল ঠাকুরপোর সেই গানটা (ভেঙানো সুরে) :

যবে ছিলে তুমি দূরে মম
প্রাণপুরে বাজাতে বরণ-বাঁশরী?

আহা—এমন নাকে কান্না নইলে কাব্যি?

জ্ঞানদা : কিন্তু···কিন্তু ও যে গেল মাসেও আমাকে বলেছে যে, বিয়ে ও কিছুতেই করবে না?

চামেলি : দিদি, আজকের দিনে বিয়ে অনেক ছেলেই করে না, কিন্তু তাতে কাজ আটকায় না বরং এগোয়ই—জানো না তো। (বক্র হাসিল)

জ্ঞানদা (খানিকক্ষণ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া) : কী বলছিস্ রে তুই?

চামেলি ফিক করিয়া হাসিয়াই কুটনো কোটায় মন দিল

জ্ঞানদা (তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া) : না রে না। হতে পারে কখনো ? যার সঙ্গে আমাদের হিতুর বিয়ের কথা হচ্ছে—তাকে—দূর্—কক্ষনো না। ও যদি সুলতাকে গান শিখিয়েও থাকে তবে শিখিয়েছে ছোটবোনেরই মতন।

চামেলি : আর গান শেখাতে শেখাতে সুলতার হাত ধ'রে সু—ব'লে ডেকে শুভদৃষ্টির চাউনি চেয়েছে ভাসুর ভাদ্রবৌয়েরই মতন। সেজদা স্বচক্ষে দেখেছে দিদি, আড়াল থেকে। (পুনরায় দ্ব্যর্থক হাসিল)

জ্ঞানদা : কী বলছিস্ মেজবউ ? এমন কথা মুখে আনাও যে পাপ রে! যাকে বিয়ে করবে না তাকে—(ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—কী রকম করছে মাথার মধ্যে! (সহসা) শরণ—ও শরণ—

একত্রে { নেপথ্যে শরণ : যাই বড় মা।
চামেলি : খবদ্দার দিদি, এসব ঘরোয়া ব্যাপারে যদি তুমি চাকর-বাকরের পরামর্শ চাও—

জ্ঞানদা : পরামর্শ না রে—তবে ব্যাপারটা জানতে হবে তো—

চামেলি (ক্রুদ্ধস্বরে) : তোমাকে যদি আর কোনোদিন কোনো কথা বলেছি—

শরণের প্রবেশ

শরণ : বড় মা ?

জ্ঞানদা : শরণ—

চামেলি (চাপা সুরে) : দিদি—যদি তুমি—

জ্ঞানদা (চামেলিকে চাপা সুরে) : কিচ্ছু ভয় নেই রে নেই। ও শরণ—বাবা—তুই ওই বিশ্বম্ভর বাবুর ভাই-ঝি—কি নাম যেন ওর ?

শরণ : সুলতা দিদিমণি ?

জ্ঞানদা : হ্যাঁ, কিন্তু তুই জানলি কেমন ক'রে ? ও দিদিমণিই বা তোর হ'ল কবে থেকে ?

শরণ : বাঃ ! ছোটবাবু যে তাঁকে গান শেখাচ্ছেন প্রায় একমাস —রোজই তো ওখানে যান। আপনি জানেন না ?

জ্ঞানদা ও চামেলির দৃষ্টিবিনিময় হইল

চামেলি : দিদি, ব্যস্ এ-বিষয়ে চাকর-বাকরের সঙ্গে আর কথা না।

শরণ (চামেলির দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই জ্ঞানদার দিকে চাহিয়া) : এতে ভদ্দরলোকের সঙ্গেই বা এমন কী একগঙ্গা কথা কইবার আছে বড় মা ?

জ্ঞানদা : না বাবা, এমন কিছু না—তবে লোকে বলে—

শরণ : হিতুবাবুর মতন লোকের কথা কানে তোলেনই বা কেন বড় মা—তিনি যে ছোটবাবুর শত্তুর—বলিনি সেদিন ?

চামেলি : শরণ, মুখ সামলে কথা বলিস্। তিনি আমার ভাই মনে রাখিস্।

শরণ (ভ্রূক্ষেপও না করিয়া) : বড় মা, সবাই জানে হিতুবাবু কেন পাড়াময় ছোটবাবুর নিন্দে ক'রে বেড়ান,—কেউ সে-সব বিশ্বেস করে না।—আপনি কেন মিছে মন খারাপ করছেন ?

চামেলি : শরণ, ফে—র মিথ্যে কথা ?

শরণ (দৃঢ় শান্ত স্বরে) : মেজ বৌমা, মিছে চোখ রাঙাবেন না, আপনি জানেন এ সবই সত্যি। কালও আপনার ঘরে ব'সে তিনি সারা সন্ধ্যেটা মুখ খারাপ ক'রে ছোটবাবুকে গাল দিয়েছেন—দাই লখিয়াটা অবধি শুনেছে সে-সব।

চামেলি (জলিয়া) : দিদি, চাকরকে প্রশ্রয় দেওয়ার এই ফল দেখছ তো ? বলিনি কুকুরের মতন সে-ও নাই দিলে চ'ড়ে বসে মাথায়।

শরণ (জলিয়া) : হিতুবাবুর মতন সাপ হওয়ার চেয়ে কুকুর হওয়াও ভালো মেজ বৌমা।

চামেলি : যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—জানিস্ মেজবাবুকে ব'লে ঐ মুখ—

জ্ঞানদা : আহা—কী করিস্ মেজবউ ?

শরণ : উনি এতটা—(থামিয়া) ইয়ে ছিলেন না বড় মা, ওঁর ঐ ভাইটেই যত-নষ্টের-গোড়া—তিনি এ বাড়িতে পা-দেবার পর থেকেই এখানে চাক বেঁধেছে যত অশান্তি। বাড়ি ঢুকতে দেবেন না আর ও-আপদকে !

একত্রে { জ্ঞানদা : আহা—কী যে বলিস্ শরণ !
চামেলি : দিদি, তোমার নাকের ওপর দাঁড়িয়ে চাকরে করে আমার অপমান, আব তুমি মুখ বুঁজে বেশ দেখো তো। শুধু "কী যে বলিস্ ?" (কাঁদিয়া ফেলিল)

জ্ঞানদা : আহা—কী করিস্ মেজবউ ?—শোন্—

("বড় মা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অমর ঘরে ঢুকিয়াই "এ কী !" বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

জ্ঞানদা : এই যে দুলাল—দেখ্ দিকি বাবা, আর তো পারিনে আমি সইতে—

অমর : ফের শরণের সঙ্গে বেধেছে বুঝি ?

জ্ঞানদা : নতুন ক'রে আর বাধবে কী বল্—বেধেই তো আছে অষ্টপ্রহর—মাঝে মধ্যে একটু সন্ধি হয় তো শুধু জিরিয়ে নিয়ে আরও তেজে কোঁস্ কোঁসানি করতে পাবার জন্যে। আর সহ্য হয় না বাবা, দে আমাকে কাশী পাঠিয়ে তোরা।

শরণ : তার চেয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেই তো পারেন—ফোঁস্ ফোঁসানি যাবে চিরকালের মতন থেমে।

জ্ঞানদা : ভূত কোথাকার! তুই ছেড়ে কি যাবি কোনোদিন আমাদের হাড় জুড়ুতে? তাহলে ঘাড়ে চেপে থাকবে কোন্ আপদ শুনি?

অমর (গম্ভীর স্বরে) : শরণ, কী হয়েছে বল্।

শরণ : সে আমি পারব না ছোটবাবু—ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন।

অমর : কী হয়েছে বড় মা?

জ্ঞানদা : এই—এই—বল্ না মেজবউ।

চামেলি : ঠাকুরপো, তোমার সোহাগের চাকর ফের আমাকে অপমান করেছে—দিদি সাক্ষী।

অমর : করেছিস্?

শরণ : মেজ বৌমা এক্ষুণি—

অমর : আমার কথার উত্তর দে : ওঁকে চড়া কথা বলেছিস্?

শরণ : বলেছি।

অমর : সেদিন না বারণ করেছিলাম?

শরণ : (মুখ নিচু করিয়া) : করেছিলেন।

অমর : আর তুই-না বলেছিলি আর অমন হবে না?

শরণ কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল

অমর : চুপ ক'রে পার পাবি নে। কথা দিয়েছিলি কি না বল্?

শরণ (মুখ নিচু করিয়া) : দিয়েছিলাম।

অমর : তবে?

শরণ নিরুত্তর

অমর : ওঁর কাছে মাপ চা।

শরণ : উনি—

অমর : (আঙুল দিয়া চামেলিকে দেখাইয়া) : একটি কথা না। ওঁর পা ছুঁয়ে।

শরণ (খানিকক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চামেলির পায়ে হাত ঠেকাইয়া) : মেজ বৌমা—

চামেলি (আঁচল হইতে চোখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) : যা যাঃ, আমাকে ছুঁস্ নে। (দ্রুত প্রস্থান)

অমর (শরণকে অল্পক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখিয়া) : তুই এখন যেতে পারিস্।

শরণ : ছোটবাবু—শুধু দেখে রাখুন মাপ চাইতে গেলাম তাতেও উনি কী রকম ক'রে উঠলেন। অথচ নিজেকে ভদ্দর ঘরের মেয়ে—বামুনের মেয়ে—ব'লে জাঁক ক'রে বেড়ান। (প্রস্থান)

অমর (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া জ্ঞানদার পানে চাহিয়া) : কী হয়েছে বড় মা?

জ্ঞানদা নিরুত্তর, সহসা শরণের পুনঃ প্রবেশ

শরণ : ছোটবাবু, একটা কথা কেবল ব'লে যেতে এলাম—বড় মা মুখ ফুটে বলতে পারবেন না ব'লে।—ব্যাপারটা আপনাকেই নিয়ে—অভদ্দর কুচ্ছো।—(প্রস্থান করিতে গিয়া ফের ফিরিয়া) : আর ঐ কেউটে সাপ হিতুবাবুকে আর বাড়ি ঢুকতে দেবেন না যদি ভালো চান।

দ্রুত প্রস্থান

অমর (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) : গণ্ডগোল আমাকে নিয়ে? কী ব্যাপার বড় মা?

জ্ঞানদা : সে আমি উচ্চারণ করতে পারব না দুলাল।

অমর : ও—(বলিয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল)

জ্ঞানদা (ইতস্ততঃ করিয়া) : দুলাল!

অমর : বড় মা!

জ্ঞানদা : আমি কবে আছি কবে নেই বাবা—তোকে থিতু দেখে যেতে দিবি নে?

অমর (জোর করিয়া হাসিয়া) : তুমি রাতারাতি এমন কিছু পদ্মপাতা হয়ে পড়নি বড় মা যে, তোমার ওপর তোমার ঐ স্তবকবচ-মালার জীবন-জল টলমল করছে—এমন কিছু বুড়োও হওনি : মোটে পঁয়তাল্লিশ।

জ্ঞানদা : দূর্, এ শরীরে আর আছে কী বল্?

অমর : সবই। শুধু একটু হাঁপানির টান ও বাতের ব্যথা তো মাঝে মধ্যে? তাতে মানুষ মরে না। চরণ বেঁচে থাক বড় মা—তারও "নাতির নাতি" দেখে তোমার "স্বগ্গে বাতি" জ্বললে তোমায় নিয়ে ধুমধড়াকা ক'রে গঙ্গাযাত্রা করব। কিন্তু সেদিনের যৎকিঞ্চিৎ দেরী আছে।

জ্ঞানদা : তোর বিয়ে-থা-র কথা উঠোলেই তুই অমনিধারা সব ছেঁদো কথায় হেসে উড়িয়ে দিস্। কিন্তু বাবা, এমন বৈরিগী ছন্নছাড়া যে তোকে আর দেখতে পারিনে।

অমর (হাসিয়া) : তোমাদের খাসা বিচার কিন্তু বড় মা : নিজের ছেলে লক্ষ্মীছাড়া—অতএব দাও তাকে কোনো লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের গলায় ঝুলিয়ে—সারা জীবন মরুক সে-বেচারী জ্বলেপুড়ে।

জ্ঞানদা : ঈ—শ্। এমন ছেলেই নয় আমার যাকে বরণ করে কোনো মেয়ে—

অমর (বাধা দিয়া) : না-বলবে যে তার সাড়ে সাতাশ

শিবপূজো হল সার্থক। বড় মা—ধন্যি তোমাদের আত্ত। চোখে তোমাদের ছানি পড়ে বোধ হয় নাড়িকাটার সময় থেকে : নইলে দেখেও দেখ না যে, তোমার ছেলের তদারক করতে জোয়ান শরণটারও কী দুর্দশা—হিমসিম খেয়ে যেতে হয়—এ হেন ধনুর্দ্ধরকে চাপাবে এক সরলা অবলার—

জ্ঞানদা : দুর্দশা বই কি! ওর মাটিতে পা পড়ে না—তোকে হেফাজতে রাখতে পেয়ে। তাই তো ও রাত দিন ফোঁস ফাঁস ক'রে বেড়ায়—কেউ ঢিলটি মারলে দেয় পাটকেলটি ফিরিয়ে—বলে : ও কেবল ছোটবাবুর তাঁবেদার, আর কারুর গোলাম নয়। তোরই জন্যে মেজবউকে বকি-ঝকি বটে ওর হয়ে, কিন্তু চুপি চুপি বলছি তোকে : ও-ও কম শয়তান নয়।

অমর (হাসিয়া) : সে-কথা বুঝি আমি টের পাইনি ভেবেছ? ও কি রকম ক'রে আমার জিনিষপত্তর আগলায় শুনবে? যে-কেউ আসুক না কেন আমার ঘরে—তাকে চোখে চোখে রাখবে—ওর কাছেই টাকা থাকে তো?—কাজেই সব হিসেব থাকে ওরই কাছে। ফলে আমার কোনো বন্ধু দুটো টাকাও ধার নিলে কত ছলে-যে তাদের দেয় মনে করিয়ে—

জ্ঞানদা (ছলছল চক্ষে) : আহা!—যিনি সবাইকে রাখেন চোখে চোখে—তিনিই যে ওকে পাঠিয়েছেন রে—তোকে দেখতে, হবে না? আমার মাথার যত চুল বাছার তত বচ্ছর হোক পরমায়ু। তোকে ও-ভালোবাসে ঠিক যেন ছোট ভাইটির মতন।

অমর (হাসিয়া) : কিন্তু কী দেখে-যে ভালোবাসল বড় মা আমার মতন এক ছন্নছাড়াকে—এ যেন ঢোঁড়া সাপে ব্যাং ধরেছে—না পারে গিলতে, না উগলোতে। দুজনারই যন্ত্রণা।

আনন্দা : ছন্নছাড়া ব'লেই-যে ভালোবাসল রে। শুধু তোদের আজকালকার শিক্ষেয়ই বলে মানুষ মানুষকে গুণ দেখে ভালবাসে—গুণ দেখে—তবে। কিন্তু আমরা-যে মা-র জাত : জানি তো : অনেক সময়েই দাঁড়িপাল্লার একদিকে দোষ যতই ওঠে জড়ো হয়ে—ততই অন্য দিকে প্রাণটা চাপায় মমতার, দরদের, ওকালতির বাটখারা। চোখ থাকে কার?—বিচারের—উচিত বোধের ;—স্নেহ মমতা ভালোবাসা—ওরা হল জাত-অন্ধ।

অমর (হাসিয়া) : জানি গো বড় মা, জানি—নইলে কি আর এ-ভরসায় তুমি বুক বেঁধে ব'সে থাকতে, যে, সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে ফুটন্ত জাগন্ত রাজকন্যেদের গাঁদি লেগেছে—যাঁরা অদ্ধেক রাজত্বের বরণমালা নিয়ে আছেন তোমার দুলালেরই পথ চেয়ে?

আনন্দা : যাদু, কেন মিথ্যে টোপ ফেলছিস্ আদর কাড়াতে? আয়নায় আয়নায় ঘর-যে ছেয়ে গেল—যাতে মুখখানি ঘড়ি ঘড়ি না দেখলে আর ভাতই হজম হয় না। ওরে, বেশ জানিস্ মনে মনে : তোকে ছানলাতলায় দাঁড় করালে চশমা-পরা চার চোখো খুঁৎখুঁতে একালিনীকেও সাধতে হবে না—কেন আর?

অমর (অপ্রতিভ) : তুমি ভারি দুষ্টু বড় মা, আর দিন দিনই যেন বাড়ছে দুষ্টুমি।

আনন্দা (হাসিয়া) : তবু ভালো যে বলিস্ নি : আয়না-টায়না সব ঐ শয়ণেরই তাবেদারে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ও যখন এসেছে তখন ধেঁ ওর ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিস্ নি—(থামিয়া) কিন্তু বল্ না আমার কানে কানে—কে রে? ভয় নেই, লোকের কাছে আমি, হাঁড়ি তো হাঁড়ি খুরিটাও ভাঙব না—বলব :

দুলালের সোজা সিঁথি ঘুরে বেঁকা হল: শুধু ঐ উদ্ধবেরই আশিখ্যেতায়।

অমর: বয়সে ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তোমার মুখ-হল্‌সামিতে লাগছে জোয়ার বড় মা—নইলে মা হয়ে ছেলেকে—

জ্ঞানদা: ওরে, এসব সময়ে আমি তোর বৌদি, বুঝলি? আমরা তো একেলে মেয়ে নই দুলাল, যে, উলটো পালটা কথা বা সম্বন্ধের ছায়ায়ও "কুরুচি কুরুচি" ব'লে কোকিয়ে কেঁদে উঠব রে। আমাদের ছেলেবেলাকার ছড়া কী ছিল বলিনি?—

"আমরা তো না ডরি—কথায় আমরা তো না ডরি:
জন্মরসবতী—রসের বালাই নিয়ে মরি।"

অমর (হাসিয়া): ডরাও বুঝি শুধু একটি দুলালী-বিহনে দুলালের অবস্থা ভাবতে?

জ্ঞানদা: দুলালী এলে এখনকার অবস্থা ভাবতে তুইও ডরাতিস্ দুলাল।

অমর: সাধে-কি শাস্ত্রে বলে মা যে, মেয়েরা হল জাত-অকৃতজ্ঞ। এই শরণের সেবার কথা বলতে তোমার—প্রশংসায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা সুধা—তোমার মতন ছড়া কেটে শুধোই:

তবুও দুলালী বিনা মেটে না কি ক্ষুধা?

জ্ঞানদা: সে-ননীবালার স্বাদ পেলে তোরও মিটবে না রে ননীচোরা, মিটবে না,—ক্ষিদে তো ক্ষিদে, এতটুকু তেষ্টাও মিটবে না আর দেখে নিস্। শাস্ত্রে এ-ও তো বলে যে, দুধের সাধ ঘোলে মেটে না? সে-দুগ্ধধবলা অবলাকে নিবে ঘরে খিল দিয়ে যে-সুখ লুপবি রে—সে-সুখ পেলে পরে দেখবি তোর পাটরাণী সুরুচিবালাও হয়ে পড়েছেন দুয়ো।

অমর (হাসিয়া): তোমার সেকেলে জিভের সঙ্গে সাধ্যি কি মা আমাদের একেলে সুরুচিবালা দেবেন টক্কর? কিন্তু এ আমি তোমাকে ব'লে রাখছি যে, কোনো অতিবড় দুধধবলিনীও নির্ভেজাল সেবায় তোমার শরণকে টেক্কা দিতে পারবেন না। শুধু জিনিষপত্র তদারক, বা অসুখে সেবাই নয়,—একটু ফিরতে রাত হয়েছে কি সাইক্লে ক'রে ছোটা খুঁজতে—পারবে? বলো তো মা বুকে হাত দিয়ে—মেয়ে-জাতের প্রতি একচোখোমি না ক'রে?

জ্ঞানদা (আর্দ্র স্বরে): না দুলাল, নেমকহারাম হব না—আর শুধু তোর তদারকই না—অসুখে এমন সেবা করতেও দেখিনি কোনো মেয়েকে। উঃ, (নমস্কার করিয়া): গেল বছর যখন মা শীতলার কৃপা হইছিল আমার চরণের ওপর—সে-যমেমানুষে টানাটানি হতে পারত কি যদি শরণ না থাকত? কী সেবাটাই করল ও বাছার! কাউকে ঢুকতে দিল না ঘরে একটিবার—সব ঝক্কি একা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে!

অমর: সে-কথা সত্যি মা। আর তুমি সে-সময়ে বাতে শয্যাশায়ী, না?

জ্ঞানদা: শুধু বাত? তার ওপর কী হাঁপানি! সে একটা দুঃসময় গেছে বটে! ও-ঘরে মেজবউ প'ড়ে—এ-ঘরে আমার শ্বাসের কষ্ট—তার ওপর চোখের সামনে চরণ মরণের দোরে। সে-সময়ে ও না থাকলে কী-যে হত ভাবতে গা কাঁপে এখনও।—মেজবউ রাগ করে, বলে: আমি সব তাতে চাকরের দিকেই টানি। কিন্তু বল্ তো বাবা, শিবরাত্রির নিভন্ত সলতেটুকু যে চাকর জীবনঢালা সেবা দিয়ে জীবন্ত ক'রে রাখল তাকে কী ক'রে চাকর বলি? (থামিয়া) আহা, তাছাড়া ওকে সত্যিই আমার পর মনে হয় না—মনে হয় তোর ভাই। আর

আমার বাপের বাড়ির সেকেলে শিক্ষাও ছিল এমনি : চাকরকে আমরা বলতাম দাদা, দরকার হলে সে যেমন মেথরের কাজও করত তেমনি বিপদে-আপদে পরামর্শও দিত—এমন কি হাসি মস্করাও—

শরণের প্রবেশ

অমর (স্নেহ সুরে) : কী রে শরণ ? মুখ শুকনো কেন ?

শরণ : হবে না মুখ শুকনো ?—আপনার সেই নীল কাশ্মীরী শালটা পাচ্ছি না—কোথায় আবার এলেন ফেলে ? আঃ কী যে করি আপনাকে নিয়ে ?

অমর (সচকিত) : শালটা ফেলে—? না, কই। বরং—(ভাবিয়া কুণ্ঠিত সুরে) কাল সন্ধেবেলা আলনায়ই তো রেখেছিলাম, বেশ মনে আছে।

শরণ (হাসিয়া) : আলনা মনে আছে হতে পারে—কিন্তু কার আলনা মনে আছে কি ? (জ্ঞানদার হাস্য)

অমর (ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে) : যাঃ, আমি কি—

শরণ : আপনার নিজের কথা যদি ভালো চান তো বেশি ভুলবেন না।—বড় মা, সেদিন ছোটবাবু করেছিলেন কি জানেন ?

জ্ঞানদা : 'কী ?

শরণ : আমাদের পুষিটার বাচ্চাটা আছে না ? উনি আরাম-কেদারায় শুয়ে কী-একটা বই পড়ছিলেন—ওরও গেরো—নইলে সারা দিনদুনিয়াটা থাকতে বেচারা ওঁর কোলেই পড়ে ঘুমিয়ে ! হঠাৎ স্থলতা দিদিমণির দরোয়ান এসে দিল কী-এক চিঠি। উনি ধড়মড় ক'রে উঠে বইটাকে ছানাটার চৌবাচ্চায় রেখে, আর ছানাটাকে আলমারিতে চাবি দিয়ে দে দৌড়।

(জ্ঞানদা হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন আর কি)

অমর (হাসিতে হাসিতে) : যাঃ—

শরণ : আবার যাঃ—আমি বাচ্চাটার মড়াকান্না শুনে কাঁচ ভেঙে ওকে বার করিনি ? নইলে আজ উইয়ে তাকেই খেত বই ছেড়ে।

অমর : সে ঐ একদিন হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল—অন্যমনস্ক—

শরণ : একদিন—হঠাৎ ? আর তরশুদিন বুরুশটায় মাথা আঁচড়ে সেটা হাতে ক'রে স্থলতা দিদিমণির বাড়িতে গিয়ে-যে হানা দিলেন তার বেলা ?

জ্ঞানদা (উচ্চস্বরে হাসিতে হাসিতে) : ওমা কী ছেলে গো ? অ্যাঁ ! তুই দিন দিন হলি কী রে দুলাল ? শরণ না থাকলে-যে তোর দুঃখে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে ?

অমর : তাই ব'লে বেমালুম দামী শালটা ফেলে আসব কোথায় শুনি ?

শরণ : সংসারে দামী জিনিষ ফেলে-আসবার জায়গার অভাব নেই ছোটবাবু—ফেলে-আসতে-পারে এমন দিল-এরই যা দুর্ভিক্ষ।—(প্রস্থানোদ্যত) : যাই, খোঁজ করি স্থলতা দিদিমণিদের বাড়ি—দেখব হয় ত তাঁদের উঠোনের রোয়াকে এস্রাজ ও শালটা গলাজড়াজড়ি ক'রে কেঁদে ধুলোয় করছে লুটোপুটি। প্রস্থান

জ্ঞানদা (হাসি থামাইয়া সহসা) : তাই তো পই পই ক'রে বলি দুলাল যে, এ-রকম হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকোর মতন ঢেউ-তুফানে ঠোকর খেতে খেতে চলবি আর কতদিন ?—একটি কর্ণধারিণী ঘরে আন্ দিকি—দেখবি : কান ধ'রে দুদণ্ডে করবেন তারণ।

অমর : বড় মা, তোমরা—মেয়েরা—হ'লে জন্ম-অকৃতজ্ঞ। নইলে এতশত দেখেও বলো : নিস্তারিণী—শুধু ঐ কর্ণধারিণীর দল ?

জ্ঞানদা : এত শত কী দেখালি শুনি ?

অমর : আবার কি ?—শরণের সেবা যত্ন ! বাড়ি বাড়ি ছুটতেন কোন্ নিস্তারিণী শুনি—আমার হারানো শালের খোঁজে ?—না, আমার বন্ধু-বান্ধবদের করতেন এমন আদর ?—জানো, আমার বন্ধুরা আজকাল বলে কী ?

জ্ঞানদা (হাসিয়া) : জানি, বলে : এমন জামাই-আদর তারা ধান-দুব্বো-দিয়ে বিয়ে করা বৌয়ের বাপের বাড়ীতেও পায়নি সাত জন্মে। তাই না ওঁরা তোর ঘাড়ে চেপেছেন—অপদেবতার মতন।

অমর : অপদেবতা হোন্ বা না-হোন্ জামাই-আদর যে পাচ্ছেন—তোমার এ-কথাটা মোটেই মিথ্যে নয় বড় মা। জানো, শরণের আবির্ভাবের পর থেকে একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে হয় না কোনো বন্ধুর অভ্যর্থনার জন্যে। না-চাইতেই চা—তারপরেই হল-বা লুচি আলুর-দম, হল-বা সন্দেশ ছানাবড়া—তারপরেই পান তামাক সিগারেট—সব নিখুঁৎ যথা পর্য্যায়ে। এমন কি, ও আমি না থাকলেও আমার কত বন্ধুকে কতদিন নিজে হাতে ওর ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে লুচি ভেজে খাইয়ে তবে ছেড়েছে। শুধু আমার বন্ধু হলেই—ব্যস্—আর দেখতে হবে না—ও রাখবে মাথায় ক'রে।

জ্ঞানদা : সব মানি দুলাল, কিন্তু এতে কি মায়ের মন মানে ?—আর ঐ বন্ধু ফন্ধু সবই আমার জানা আছে বাবা জানা আছে ; ওরা হল সুখের পায়রা।—সেই যখন তোর প্লেগ ব'লে ডাক্তারে সন্দেহ করেছিল—মাড়ালো একটা বন্ধু তোর ছায়া ? তাছাড়া (সকৌতুকে) মানুষ সখা নিয়ে থাকে কতক্ষণ ? জানিস্ তো সবই।

অমর (হাসিয়া) : মানে ?

জ্ঞানদা : (চক্ষু মিট্‌মিট্‌ করিয়া দুষ্টামিভরা স্বরে) : মানে আর কি বাবা?—ঐ যতক্ষণ সখী এসে পৌঁছননি ততক্ষণই শুধু।

অমর : ঐ—ফের আরম্ভ হল তো তোমার সেকেলে—ঐ যত সব কুরুচিভরা—?

জ্ঞানদা : ওরে দুলাল, তোদের হাল আমলের ঐ সুরুচির আওতায় আমাদের মনের রস-যে শিষ্ট হয়ে নেতিয়ে পড়েনি রে,—মিষ্টি হয়েই মুখিয়ে উঠেছে—কী করি বল্? আর তোদের একেলেপনাই যদি চাস্ তবে খোদ সুরুচিনী মেজ বৌদি তো মজুদই রয়েছেন ঘরে, যা না—হাত পাত্‌গে যা—সে আঁচলা ভ'রে দেবে তোকে একেলে পেটরোগাদের রুচিমাফিক নিষ্কলঙ্ক সাগুবার্লি। (হাসিয়া) : তবে এ-ও বলি : তোর ঐ মেজবৌদিটি বড় সোজা ইস্কুল-মাষ্টারণী নয়—আমাকে শিষ্টপনায় তালিম না দিয়ে কোনোমতেই ছাড়বে না। তাই দেখ্‌ না—ক্রমেই হয়ে উঠছি বই কি সভ্যভব্য—হঠাৎ কোন্‌দিন দেখবি হয়ত তোদের খাস সহুরে কেতায় সুরু ক'রে দিয়েছি একেবারে তোদের নিখুঁৎ রুচির আঁধার ঢঙের কথা। কিন্তু যতদিন তা না করি ততদিন না-হয় সাধ মিটিয়ে এই কুরুচি-কন্তেকে সকাল-সন্ধ্যে ধিক ধিক ক'রে বলিস্ :

কোন্ কুরুচির কন্তে মা তুই, কোন্ বেহায়ার বউ?
মস্করায়ও যার জিভে রয় রসভরা ছাই মউ?

অমর (হাসিয়া) : বড় মা, এত কাব্যি করলে তোমার সঙ্গে পেরে উঠি কী ক'রে বলো দেখি—

সশব্যস্তে চামেলির প্রবেশ

চামেলি : দিদি, সেজদা ও সুলতাকে মোটর থেকে নামতে দেখলাম।

একত্রে { অমর (চমকিয়া) : কে ? সুলতা !
জ্ঞানদা : হঠাৎ ও-মেয়ে কেন এখানে ?—

চামেলি : আমারই দোষ হয়েছে দিদি, সেদিন এমনি কথায় কথায় ব'লে ফেলেছিলাম—খাঁটি হিঁদুবাড়ি যদি দেখতে চায় যেন এসে তোমার ঘরকন্না দেখে যায় একবার—

অমর : বোসো বড় মা, দেখি—(প্রস্থান)

চামেলি (অমরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া) : দেখলে তো দিদি, দরদটা ওধারে ?—কিন্তু সে যাক, এখন বলো, ওদের বসাব কোথায় ?

জ্ঞানদা (বিরস বদনে) : কোথায় আবার ?—দুলালের বৈঠকখানায় ?

চামেলি (ঘাড় নাড়িয়া) : উঁ হুঁঃ, সে হবার জো নেই, ও বড় সোজা মেয়ে নয়—যা ধরে ছাড়ে না—বলেছিল হেসে : যদি হিঁদুবাড়িতে আসে তবে হিঁদুপনা দেখতেই আসবে—কারুর মানা মানবে না—সরাসব এসে ভিড়বে একেবারে অন্দরে—সোজা তোমার কাছে।

জ্ঞানদা : কী-যে তোরা থেকে থেকে এক-একটা কাণ্ড বাধাস্ মেজ বৌ ?—আমাকে এর মধ্যে টানা কেন বল্ দেখি ?—এখন কী করি ? এমন মুস্কিলেও ছাই মানুষে পড়ে ?—ঘরে এসে পড়লে—অতিথি যে দেবতারে,—ফেরাই-ই বা কী ক'রে বল্ তো ? (ভাবিয়া) : এক কাজ কর্ বরং, আমি চললাম ঘরে খিল দিতে—তুই বলিস্ 'খন কান্না সুরে : আমার দিদির যা মাথাটা ধরেছে—তুই যা চমৎকার করতে পারিস্—

চামেলি : আর অ্যাক্টো দিদি—ঐ দেখ তোমার দুলাল ঘরের-শত্রু-বিভীষণ হয়ে ওঁকে সদর ডিঙিয়ে একেবারে অন্দরে এনে হাজির—

অমর, সুলতা, হিতেশ ও পিছনে শরণের প্রবেশ

অমর : বড় মা, আমার সত্যিই এতটুকু অপরাধ নেই—তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে নিয়ে হলফ ক'রে বলতে পারি। ওকে কত ক'রে বললাম সদরে আমার বৈঠকখানায় বসতে—কিন্তু ও কানেই তুলল না—সটাং চ'লে এলো ভেতরে—শরণকে পথ দেখাতে হুকুম ক'রে। কী করব বলো ?

জ্ঞানদা (মাথায় কাপড় তুলিয়া উঠিয়া) : কী আবার করবি ? এসো ভাই হিতু, এসো। এসো মা লক্ষ্মী।

সুলতার প্রণাম

জ্ঞানদা (কুণ্ঠিত) : থাক থাক মা—ঐ হয়েছে (চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন)। শরণ, ওঁদের ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা কেদারায়।

সুলতা (হাসিয়া শান্ত দৃঢ় স্বরে) : কিচ্ছু দরকার নেই বড় মা, কেদারা ফেদারার—আমি এ ঘরেই বসব মাদুরে আপনার কাছে।

জ্ঞানদা চামেলির দিকে চাহিয়াই অমরের দিকে তাকাইলেন

চামেলি (অস্বচ্ছন্দ সুরে) : সে কি হয় সুলতা ?

সুলতা : খাসা হয় মিলি দি, এখুনি দেখতে পাবে ও সন্দেহ হবে ভঞ্জন।

জ্ঞানদা : এখানে বসবে কী ক'রে মা ? তরি-তরকারির খোসায় খোসায়—

শরণ : এসব আমি মুক্ত ক'রে নিচ্ছি বড় মা—(হেঁট হইয়া মুক্ত করিতে ব্রত)

জ্ঞানদা (বিব্রত) : না না শরণ—

সুলতা : না কেন? আপনি কি আমাদের চান না একটু ঠাঁই-ও দিতে বড় মা?

জ্ঞানদা (অপ্রতিভ সুরে) : সে কি কথা মা? হিতু, তুমি—তো ঘরের ছেলেমেয়ে—ঠাঁই দেওয়া-দেওয়ি আবার কী? কেবল—আমি বলছিল্যুম কি—এখানে যে বড় নোংরা—

সুলতা : কই নোংরা বড় মা—ঐ দেখুন শরণ তো প্রায় সব মুক্ত ক'রে নিয়েছে এরই মধ্যে। বসুন আপনি। কী মিলি দি? না, অতিথিকে ডেকে আনাই চলে, বসতে বলতে মানা—হিঁদুয়ানি মতে?

চামেলি (অপ্রতিভ) : সে কি কথা ভাই (বিপন্নমুখে জ্ঞানদার পানে তাকাইল)—

জ্ঞানদা : বসতে বলবি না? বিলক্ষণ। তবে চলো মা, ঐ দিক-পানটায়—দুলাল, কোনের ঐ বড় মাদুর দুটো—মেজ বৌ—

চামেলি একটি ও অমর একটি মাদুর ক্ষিপ্র হস্তে
ঘরের জানালার দিকটার কাছে বিছাইয়া দিল—
শরণের তরিতরকারি লইয়া প্রস্থান

হিতেশ : বসুন বড় দি।

সকলে বসিলেন

সুলতা : মিলি দি, তুমি কিন্তু ভাই ওখানে বসলে শুনছি না—আমি বসব বড় মার কাছে—তাতে তাঁর জাত হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চ'লে যাক্ বা থাকুক্।

চামেলি সরিয়া বসিল কিন্তু সুলতা তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া বসিল না

হিতেশ : কী ? বসলে না গিয়ে বড় মার কাছে জোর ক'রে ?

সুলতা : জোর দেখাতেই পারি হিতেশবাবু, কিন্তু খাটাতে হলে-যে অনুমতি চাই-ই।

জ্ঞানদা (অপ্রতিভ) : কাছে এসে বসবে এতে আর কথা কী মা ? এসো এসো এইখানে—আমার ডান ঘেঁষে বোসো—মেজ বউ, আর একটু ঠাঁই দে। (চামেলি আরও একটু সরিয়া বসিল)

সুলতা (হাসিয়া) : কিন্তু জাত ? দেখবেন, পরে দুষবেন না।

হিতেশ : আঃ, কী যে করো সুলতা, প্রথম দেখাতেই। কলেজে শেখায় তোমাদের শুধুই বাচালতা।

সুলতা : প্রথম দেখাই যে নয় হিতেশ বাবু। (জ্ঞানদার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া) : অমরদার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে, এই দেখুন না কেন প্রথম দেখাতেই আপনাকে কেমন বড় মা ব'লে ডেকে বসলাম—আপনি তাতে রাগ করবেন কি না একটুও না ভেবেচিন্তে।

জ্ঞানদা (প্রীত সুরে) : মা ডাকলে যে পাষাণীও জল হয়ে যায় মা, জানো না কি ? তবে আমরা সেকেলে মুখখু সুখখু মানুষ—প্রথম দেখাতেই তো এত কথা বলতে শিখিনি—তাই কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিনে।

সুলতা (হাসিয়া) : কিন্তু এত কথা বলা আমার নিজেরই স্বভাব-দোষ বড় মা, আমাদের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষার দরুণ ভাববেন না : শুনেছি আপনি যা-চটা আজকালকার লেখাপড়া ও শিক্ষার ওপর।

জ্ঞানদা : দুলালের সব কথা বিশ্বেস কোরো না মা। লেখাপড়া কি আমি জানি যে, লেখাপড়ার ওপর চটব ? তবে এটুকু বলতে পারি যে, প্রথম দেখাতেই যে-শিক্ষা পরকে এমন আপন ক'রে নিতে শেখায়—তাকে জানতে না পারি, কিন্তু মানতে নারাজ নই।

সুলতা (হাসিয়া) : এ-শিক্ষা তো আপনারও কিছু কম দেখিনে বড় মা। জানেন তো, এক হাতে যেমন ঝগড়ার তালিও বাজে না, তেমনি ভাবের ফিশফাশও না।

অমর : সুলতা, বড় মা-র মুখে উত্তর কী এসেছে বলব? যে, কথাকাটাকাটিতে তাঁর মতন মুখখু শুখখু মানুষ তোমার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলেও ভাব করার—তা ফিশফাশ ক'রেই হোক বা ঢাকঢোল বাজিয়েই হোক—তাঁকে টেক্কা দিতে পারবে না তোমরা কোনোদিনও।

সুলতা : বড় মা, কথাকাটাকাটিতে বিদুষীদের থামিয়ে দেবার সব চেয়ে বড় উপায হচ্ছে হরদম তাদের ঘাড়ে বিদ্যের কলঙ্ক চাপানো—তাদের মুখের ওপর। আর এ-বিদ্যে হল বড় বিদ্যে; অন্তত এ যে জানে তাকে মুখখু অপবাদ দেওয়া চলেই না।

শরণের প্রবেশ—হাতে রূপার ট্রে তে চা ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি

সুলতা : এ কি শরণ? এ তো জলখাবার নয—ভোজের আয়োজন-যে।

জ্ঞানদা : দুলালের—অমরের ঘরে ভোজ কবে নেই বলো? তাই ওকে তটস্থ হয়ে থাকতেই হয়। তবে এ-মিষ্টি বাজারের নয় মা ঘরের তৈরি—ওর নিজেরই হাতের পাক, খাও অসুখ করবে না কক্ষনো।

চামেলি চা ঢালিয়া অমর, হিতেশ ও সুলতাকে দিলেন

হিতেশ (চায়ের পেয়ালা মিষ্টান্নের রেকাবি সরাইয়া রাখিয়া) : মিলি, ওর হাতের তৈরি চা, মিষ্টি—এসব ফের দিচ্ছ আমাকে? সেদিন বারণ ক'রে দিয়েছি না?

সুলতা : কেন হিতেশ বাবু? আপনারও কি ছোঁওয়া-ছুঁয়ি বিচার আছে না কি?

হিতেশ (এ আকস্মিক প্রশ্নে বিব্রত হইয়া ঈষদুষ্ণ সুরে) : Don't be absurd, ছোঁওয়া-ছুঁয়ি বিচার আমার সাতজন্মেও নেই। তবে—অর্থাৎ চা মিষ্টি এসব তৈরি করতে পারে কখনো চাকরে? বিশেষ ক'রে চা can't be fit for human consumption—চাকরের তৈরি হলে।

শরণ কি-একটা উত্তর দিতে যাইতেই

অমর : শরণ, তুই এখন যা এখান থেকে।

শরণ হিতেশের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া গেল—
কিন্তু চলিয়া গেল না—দুয়ারের কাছে গিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল

সুলতা : হিতেশ বাবু, আহা, অমন ক'রে চাকরকে চাকর বলতে আছে?

হিতেশ : আমি কোদালকে কোদালই বলি সুলতা—if only to teach people their places.

অমর : চাষাকে চাষা বলাটাই—যে সবচেয়ে বেশি বাহাদুরি তা নয় হিতেশবাবু। সময় বিশেষে কিছু না-বলাটাই সবচেয়ে বেশি শক্ত,—বলাটাই চাষামি।

হিতেশ সক্রোধে উত্তর দিবার আগেই

চামেলি (বাধা দিয়া) : ঠাকুরপো, তোমার চা-য়ে চিনি দেব আর?

অমর (অন্যমনস্কভাবে চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়িতে নাড়িতে) : না বৌদি।

আনন্দা : মিষ্টি খেলে না মা?

সুলতা : সকালবেলা আমি মিষ্টি খাইনে বড় মা। তবু স্মরণ করেছে যখন এত যত্ন ক'রে—(ভাঙিয়া সন্দেশ মুখে দিলেন)

ঘরের মধ্যে ঈষৎ অস্বস্তিকর নীরবতা আসিয়া পড়িল
কয়েক মুহূর্তের জন্য

জ্ঞানদা (হিতেশ ও অমরের দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করিয়াই সুলতাকে) : শুনি মা, তুমি নাকি অশুন্তি পাশ দিয়েছ ?

চামেলি : শুধু পাশ না মা—প্রতি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট—প্রথম হয়ে এসেছে ও বরাবর—একটানা।

জ্ঞানদা (সভয়ে) : সত্যি না কি ?

অমর (হাসিয়া) : ভয় নেই বড় মা. স'রে বসতে হবে না, মেয়েরা বিদ্যে শেখে—(হিতেশের দিকে আড়ে চাহিয়া)—নখী দন্তী হবার জন্যে না।

হিতেশ : পুরুষরাও না, অমরবাবু। তবে মুস্কিল এই যে, বিদ্যে শিখে যারা অসভ্যতার দাঁত নখ হারায় তারা একটু অসহায় হয়ে পড়েই —যারা হারায়নি তাদের সামনে পড়লে।

অমর : সাধু হিতেশবাবু. কারণ এ শোচনীয় বিদ্যের শুধু দাঁত নখই তো না—হাত পাও যায় খ'সে এসব বিদ্যাদিগগজ ঠুঁটো জগন্নাথদের— যাদের দেখে কে একজন বলেছিলেন : "এ কী! কাটামুণ্ডু কথা কয়!"

সুলতা (ব্যস্ত) : থাক থাক এসব। (জ্ঞানদাকে) : শুনুন বড় মা, অমরদা খালি বলেন আপনার কথা—নিজের কথা কিচ্ছু না ব'লে। আপনিও শোধ তুলুন শুদ্ধু ওঁর কথা ব'লে, কেমন ?

জ্ঞানদা : ওর কথার ঢঙই অমনি মা, তাই আমার সম্বন্ধে ও যা-যা বলবে তার ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে তবে বিশ্বেস কোরো। জানোই

তো থিয়েটার যাত্রায় ও কতবড় পাণ্ডা। আর ও সবচেয়ে ভালোবাসে কী সাজতে জানো?—সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।

হিতেশ: ঠিক বলেছেন বড় মা। সুলতা, জানো তো নেপোলিয়ান একটি মহিলাকে বলেছিলেন: "You admire chastity Madame? I quite believe it: we all admire what we haven't got." তবে শুনেছি অমরবাবু নাকি ভীষ্ম ও শুকদেব সাজতেও কিছু কম ভালোবাসেন না।

অমরের মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই

সুলতা (বিরক্ত হইয়া): কী যে বাহাদুরি করেন হিতেশবাবু! বড় মা সামনে ব'সে না?

জ্ঞানদা: আমার জন্যে কোনো কথা নয়—ও ছাই ইংরিজি আমি বুঝিও না—কিন্তু গোলমালটা কিসের? কী বলল হিতেশ?

সুলতা (জ্ঞানদার হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে): এমন কিছুই নয় মা, পুরুষদের কথা-কাটাকাটি জানোই তো। আমাদের মতন ভদ্র, নরম, মিষ্টি সুরে তো ওরা কথা বলতে শেখেনি।

হিতেশ: না সুলতা, ওসব বাজে কথায় বড়দিকে ভোলালে চলবে না। আমার অত ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় নেই, আমি ওঁকে আগেও পষ্টই বলেছি, আজও ফের সাদা বাংলায়ই বলব: যে, অমরবাবু ওঁরই প্রশ্রয়ে এই রকম অভদ্র সুর রপ্ত করেছেন—ছোটলোকদের সঙ্গে ক্রমাগত মিশে মিশে—চাকর-বাকরের সঙ্গে গলাগলি ক'রে—

শরণ (দুয়ারের কাছ হইতে সহসা): আর আপনার হয়ে উঠছে মধুমাখা কথা যত সব ভদ্দর ইয়ারদের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে।

সকলে একযোগে শরণের দিকে তাকাইল

জ্ঞানদা : শরণ !—

শরণ : বড় মা, আপনারা মনিব, আপনাদের গালও সয়, কিন্তু উনি কোন্ সুবাদে মুখখিস্তি করেন শুনি ? ভদ্দরের রীতি কি অষ্টপ্রহর অভদ্দরকে অভদ্দর বলা নাকি ? এসেছেন কুটুম্ব মানুষ—কুটুম্বের মতন থাকলেই হয়—এত লম্বা লম্বা কথা—

চামেলি : আস্পর্ধা !—দিদি !

হিতেশ : যত বড় ম্-মুখ—জু-জুতিয়ে—(রমেন্দ্রের প্রবেশ) র রমু ! ওটাকে জু-জুতিয়ে—

সুলতা : আঃ, কী করেন হিতেশবাবু ?

রমেন্দ্র (একবার শরণ ও একবার হিতেশের মুখের দিকে তাকাইয়া) : কী ব্যাপার ?

জ্ঞানদা : কিচ্ছু না, তুই যা শরণ এখান থেকে। (কিন্তু শরণ গেল না তবুও, দুয়ারের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল)

সুলতা (জোর করিয়া হাসিয়া চটুল সুরে) : রমেনদা, ভদ্রমহিলা বাড়ি এলে মানুষ একটা কেমন আছ-ও জিজ্ঞাসা করে—শুনে এসেছিলাম।

রমেন্দ্র : কী ? সুলতা ? তুমি ? হঠাৎ এ হিঁদুবাড়িতে ?

সুলতা (হাসিয়া) : অত ডরাণ কেন রমেনদা—পাশেই গঙ্গা—ঘরটাকে না-হয় ডুবিয়েই দেবেন—শুদ্ধ করতে।

হিতেশ (শরণকে) : এই রাস্কেল, বড় মা-যে বললেন সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে—গেলিনে ?

শরণ : সে বড় মাতে আমাতে বোঝাপড়া—আপনি ভালো চান তো মুখ সামলে কথা কইবেন বাবু।

চামেলি (রমেন্দ্রকে) : তুমি ওকে যদি শায়েস্তা না করো তাহলে

আমি আর একদণ্ডও থাকব না এখানে ব'লে রাখছি—বাবা আমার এখনো বেঁচে (তাঁহার ঠোঁট ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল)

রমেন্দ্র (ক্রুদ্ধ স্বরে) : শরণ, ফে—র অমনি ক'রে কথা বলছিস্ হিতুবাবুর সঙ্গে ?

শরণ : উনি কেন—

রমেন্দ্র : চোপরাও—উনি যা খুসি তাই করবেন। তুই ছোটলোক—ছোটলোকের মতন মুখ গুঁজে কাজ ক'রে যাবি। না পারিস্—যাবি দূর হ'যে।

অমর। মেজদা—

রমেন্দ্র : থাম্ অমর—আমি-যে সয়েছি এতদিন সে তোর জন্যে নয়—শুধু বৌদির মুখ চেয়ে। কিন্তু তাই ব'লে চাকরের এত চোপা কিছু চিরদিন বরদাস্ত করা যায় না—

জ্ঞানদা : ঠাকুরপো—

রমেন্দ্র : তুমিও থামো বৌদি। তুমি যদি এসব বুঝতে একটু—তাহলে রোজ রোজ বাড়িতে এত অশান্তি হত না। এবার রাশ তুলে নেব আমিই—বাধ্য হয়ে।

অমর : মেজদা, রাশ তুলে নিতে চাইলেই যদি নেওয়া যেত তাহলে সওয়ার হত জনে জনে।

রমেন্দ্র : দেখ্ অমর—

সুলতা : কী করেন রমেনদা ? দেখছেন না বড় মা কী রকম করছেন ?

জ্ঞানদা (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) : না, না ও কিছু না—সেই মাথা ঘোরাটা—

একত্রে { শরণ (সশব্যস্তে) : অডিকলোনটা—
অমর : চলো বড় মা, একটু শুয়ে— }

জ্ঞানদা (মুখ তুলিয়া পাংশুমুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া) : না না ও কিছু না। (সুলতাকে সহসা) : আমার এক্ষুণি সেরে যায় যদি তুমি একটা দুলালের গান বলো মা। শুনেছি তুমি দুলালের কাছে গান শিখছ।

সুলতা (অমরের দিকে চাহিয়া) : তবে আপনি বাজান অমরদা।

শরণ (তৎক্ষণাৎ) : এস্রাজটা এনে দেব ছোটবাবু ?

অমর : দে।

শরণের প্রস্থান

ছুটিয়া সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা : মা—হুঁ—চরণদা—

এতগুলি লোক দেখিয়া বাকরোধ হইয়া পিছাইল
চরণের পশ্চাদ্ধাবন

চরণ : নন্দা—লক্ষীছাড়ি—(এতগুলি লোককে দেখিযা পিছাইল).

জ্ঞানদা (হাসিযা) : ফের বেধেছে তো ?

চামেলি : এই, প্রণাম কর্ তোদেব সুলতা মাসিমাকে।

চরণ ও সুনন্দা সুলতাকে প্রণাম করিতে যাইতেই সুলতা হাসিয়া
"হয়েছে ভাই, হয়েছে" বলিয়া দুইজনকে দুইদিকে টানিয়া লইয়া
উহাদের কটিবেষ্টন করিয়া চরণকে

কি নাম ভাই তোমার ?

চরণ : শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা।

সুলতা (হাসিয়া) : ও বাবা, এই বয়েসেই বিষ্ণুশর্ম্মা ? বড় হলে তাহলে দেখছি কেষ্টবর্ম্মা না হয়ে ছাড়বে না।

চরণ (সাশ্চর্য্যে) : কেষ্টবর্ম্মা ? দূর্ তা কেন ?

সুনন্দা : আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না ?

সুলতা : ঐ যাঃ—মস্ত অপরাধ হয়ে গেছে, তবে কি না তোমার নাম আমি শুনে ফেলেছি মিলিদির কাছ থেকে।

সুনন্দা : কী বলুন দেখি ?

সুলতা : শ্রীযুক্তা অলকানন্দা অগ্নিশর্ম্মা।

সুনন্দা (হাসিয়া) : দূর্। আমার নাম শুধু শ্রীমতী সুনন্দা দেবী —যদিও বড় মা এখনো খুকী বলে, আর সবাই—নন্দা। কেবল শরণদা ভারি দুষ্টু : কিছুতেই ঢিপশি না ব'লে ছাড়বে না।

সুলতা : ভা—রি অন্যায তো। তুমি সও কেন ?

সুনন্দা : শরণদাকে-যে বাড়িতে সব্বাই ভয় করে কি না তাই কিছু বলতে পারিনে।

চামেলি : হাবা মেয়ে কোথাকার ! শরণকে ভয় করে আবার বাড়িতে কে শুনি ?

সুনন্দা : করে না বই কি। আমি সব জানি। (সুলতাকে) মা-র কথা বিশ্বেস করবেন না। বড় মা নিজে আমাকে চুপি চুপি বলেছেন শরণদা চরণদাকে বাঁচিয়েছে কিনা ওর বসন্তের সময়—তাই ওকে কিচ্ছুটি বলার জো নেই।

রমেন্দ্র : যা যাঃ গাধা মেয়ে কোথাকার। যা—খেলা কর্‌গে যা। ছেড়ে দাও ওকে সুলতা।

সুলতা : (আরও জোরে উহাদের কটি বেষ্টন করিয়া ধরিয়া) না থাকুক একটু। (চরণকে) কিন্তু এ কী শুনি কেষ্টবর্ম্মা ঠাকুর !

চরণ : (হাসিয়া) আপনি ভারি দুষ্টু; আমি কেন কেষ্টবর্ম্মা হতে যাব ?

সুলতা : আচ্ছা না-হয় বিষ্ণুশর্ম্মা বাবুই সই, কিন্তু তুমিও ভয় করো না কি শরণদাকে ?

চরণ : (সগর্ব্বে) আমি কি নন্দাটার মতন কাওয়ার্ড যে, ভয় করব ? তবে শরণদা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না কি না—তাই ওর কথা একটু একটু শুনি।

সুলতা : আর কারুর কথা শোনো না ?

চরণ : শুনি বই কি—

সুনন্দা : শোনে না—শোনে না—মাসিমা, ও ভারি বজ্জাত ছেলে —যেমন অবাধ্য তেমনি মিথ্যেবাদী। এক শরণদা ছাড়া বাড়িতে পারে কেউ ওকে বাগ মানাতে ?

রমেন্দ্র : ফের বকর বকর করছিস্ ? দেব এমনি কান ম'লে—

শরণের এস্রাজ হস্তে প্রবেশ

অমর : এই যে—এত দেরি ?

শরণ : দিদিমণির গলার সুরে বেঁধে আনলাম কি না তাই।

সুলতা (সাশ্চর্য্যে) : ও এস্রাজের সুর বাঁধতেও জানে না কি অমরদা ?

অমর : এস্রাজের সুরবাঁধা কী বলছ ? এস্রাজ শিখলাম আমি কার কাছে ?

সুলতা : বলেন কি ? ও এত ভালো বাজায় ?—শিখল কার কাছে ?—কোথায় ?

অমর : দ্বারভাঙায় ওর বাপের কাছে। তিনি ছিলেন সেখানকার সবচেয়ে ওস্তাদ তন্ত্রকার—সারঙ্গি এস্রাজ সেতার—না জানতেন কী ? তাছাড়া পরেও ও অনেকদিন সারঙ্গি বাজিয়েছে—মশহুর চন্দ্রাবাইয়ের সঙ্গে।

সুলতা : তাহলে আগে শুনি তোমার সারঙ্গি শরণ।

একত্রে { রমেন্দ্র : ও বাজাবে কি সুলতা ?
চামেলি : তুই থেকে থেকে যেন খিঙ্গি হস্—লতা—

সুলতা : বাঃ, কী হয়েছে ? ভালো বাজালে যদি না-ই শুনব, তাহলে ভালো বাজানোর দরকার ? না শরণ, তোমাকে আগে একটা-কিছু বাজাতেই হবে।

হিতেশ (গম্ভীর স্বরে) : সুলতা, don't be foolish, ও আমাদের সামনে বাজাবে কি ?

সুলতা : কেন ? দোষটা কী শুনি ? বাজাও শরণ। হ্যাঁ একটা তিলককামোদ ধবো না, লক্ষ্মীটি ! তিলককামোদ আমি বড্ড ভালোবাসি।

হিতেশ : তিলক-ফিড্‌ল্‌ষ্টিক্ ! (তপ্ত সুরে) : সুলতা ! জেনো গানবাজনা ভালো জিনিষ হতে পাবে. কিন্তু আত্মসম্ভ্রম ব'লে যে-একটা জিনিষ আছে—

সুলতা : আত্ম-ফিড্‌ল্‌ষ্টিক্ ! বাজাতে যে পারে বাজাবে, শুনতে যে চায় শুনবে। এতে সম্ভ্রম-অসম্ভ্রমের আছে কী শুনি ?—না অমরদা, বলুন ওকে বাজাতে—আপনার দুটি পায় পড়ি। বলতেই হবে।

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নামিল। জ্ঞানদা রমেন্দ্র ও হিতেশ পরস্পরের দিকে মুখচাওয়া-চাওয়ি করিলেন। চামেলি মুখ ঈষৎ আড় করিয়া বসিয়া রহিলেন

সুনন্দা : বড়মাকে বলো মাসিমা, শরণদাকে বাজাতে বলতে তাহলে বাজাবেই ও।

চরণ : (হাততালি দিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো না মা ! (সহসা প্রেরণা·

বশে) কাকাবাবু, আমি বলি কি, শরণদা ধরুক সারঙ্গি, আর তুমি করো সঙ্গৎ তবলায়।—যাই আমি তবলাটা নিয়ে আসি একুণি। (উঠিল)

সুনন্দা : (হাততালি দিয়া) সে চমৎকার হবে চরণদা—চলো আমি নিয়ে আসি বাঁয়াটা। (উঠিল)

রমেন্দ্র : (ধমক দিয়া) চুপ ক'রে বোস্ : য—ত সব ফাজিলের সর্দার—

চরণ ও সুনন্দা নিরাশ মুখে বসিল

সুলতা : কেন ? বেশ তো হত রমেনদা।

অমর : সুলতা, আজ তুমিই গাও—ওর বাজনা আর-একদিন তোমায় শোনাব নিরিবিলি।

সুলতা : (জেদের সুরে) সে হবে না, ওর বাজনা যদি না শোনান তো আমিও গাইব না—কিছুতেই না।

ঘরের মধ্যে পুনরায় কয়েক মুহূর্ত সঙ্কটজনক অবস্তিকর নীরবতা আসিয়া পড়িল

শরণ (অলক্ষিতে বাম হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া) : আজ থাক্ দিদিমণি, সামনের রবিবারে আপনার ওখানে গিয়ে তিলক-কামোদ আলাপ শুনিয়ে আসব।

সুলতা : বেশ! আমিও সেদিন গাইব—আপনার নেমন্তন্ন রইল বড় মা গান শোনার। (বলিয়াই অগ্রাহের ভঙ্গিতে হিতেশের দিকে তাকাইল)

চামেলি : এ তোর অন্যায় জেদ লতা—

সুলতা। অন্যায় কিসের ? না-বাজাবার যদি কোনো কারণ থাকত—

শরণ : কারণ একটু আছে দিদিমণি। খানিক আগে বঁটিতে আঙুলের ডগা একটু কেটে গেছে—আজ তো পারব না টিপ ধরতে।

সুলতা (সন্দিগ্ধ) : কই, দেখি টিপ ?

শরণ (রক্তাক্ত তর্জ্জনী দেখাইযা) : এই দেখুন।

জ্ঞানদা : আহা বাছারে, এখনো যে রক্ত থামেনি ? অনেকখানি কেটে গেছে বুঝি ? আঃ, যে অসাবধান—দেখি। আয় তো কাছে।

শরণ (হাসিযা) : ও কিচ্ছু না, দেখতে হবে না মা—

সুলতা : হবে বই কি শরণ—রক্ত যে এখনো—দরদর ক'রে পড়ছে যে !

অমর : যা—একটা পট্টি জড়া আঙুলে—

জ্ঞানদা : আর একটু আয়োডিনও দিস্।

চরণ : হ্যাঁ হ্যাঁ—নইলে ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে।

সকলে হাসিল

রমেন্দ্র : দূর্ গাধা ছেলে।

চরণ : গাধা কেন ! তোমরাই তো বলছিলে সেদিন। রঙীন কাকাও—

রমেন্দ্র : হ্যাঁ, কিন্তু এত অল্পে কিছু হয় না।

হিতেশ (সব্যঙ্গে) : তবু আয়োডিন একটু দেওযা ভালো। বড়দির দুলালবাবুর ননীগোপাল চাকর—

সুলতা (জেদের সুরে) : ভালো তো বটেই। এসো চরণ—আমি পটি বেঁধে দিচ্ছি আয়োডিন দিয়ে। কোথায় আছে আয়োডিন বড় মা ?

জ্ঞানদা : আমার আলমারীতে—সে তুমি তো পাবে না খুঁজে

—আমিই যাই—(চরণ কানে কানে কি বলাতে) : না তুইও পারবি না—

চরণ : পারব বড় মা—খুব পারব—আমি জানি—দাও চাবিটা। আসুন মাসিমা। (উঠিয়া চাবি লইল)

সুলতা : এসো শরণ। (উঠিল)

হিতেশ (কুপিত সুরে) : আজ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি সুলতা? শরণ—ছোটলো—ক চাকর, তার আঙুলে তুমি আয়োডিন দিয়ে পটি বাঁধবে কী?

সুলতা : তাতে দোষ কী হিতেশবাবু? হাত কেটে গেলে ওদের ঠিক আমাদের মতনই লাগে, আর বিশ্বাস না হয়—চোখ চেয়ে দেখুন: ওদের রক্ত ঠিক্ আমাদের মতনই টক্‌টকে লা—ল। (এ-কথায় অমর হাসিল) চলো শরণ, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

হিতেশ (ক্রুদ্ধ) : না না তোমার কিছু করতে হবে না—আমাদের শোফারটাকে ডেকে ব'লে দিচ্ছি সে-ই বেঁধে দেবে 'খনি।

শরণ : আপনার কাউকে কিচ্ছু বলতে হবে না দয়াল ঠাকুর, শুধু নিজের চরকায় একটু তেল দেওয়া ছাড়া।

হিতেশ : বেটা! যত বড় মুখ নয়—

সুলতা (বিরক্ত) : আর, কী করেন হিতেশবাবু? দেখছেন মানুষটার দারুণ হাত কেটে গেছে!—এসো শরণ—এসো বিষ্ণুবাবু—

সুলতা, শরণ ও চরণের প্রস্থান—মনদাও অনুসরণ করিল—
খানিকক্ষণ স্তব্ধতা

চামেলি : লতাকে কী শিক্ষেই তোমরা সব্বাই দিয়েছ সেজদা! আহা—ম'রে যাই। কে কি বলবে গেরাহ্যিই নেই, না দৃষ্টিকটু শ্রুতিকটুর

কোনো বালাই—তুম দাম ক'রে যা ইচ্ছে সোজা ক'রে গেলেই হল। খুব তদারক করেছ বটে!

হিতেশ (রুষ্ট স্বরে): আমি তদারক করব কী ক'রে শুনি? ছেলেবেলা থেকে সব্বাই আদরে আদরে ওঁর মাথাটি দিয়েছেন খেয়ে। তার ওপর সব এগজামিনে ফার্ষ্ট হয়ে হয়ে ধরাকে দেখেন সরা।

অমর: কিন্তু একটা মানুষের কাটা হাতে জলপটি-বাঁধলেই-যে ধরাকে সরা দেখা হয় এ তো কই আমার জানা ছিল না।

হিতেশ: আপনার অনেক কিছুই না-জানা আছে অজান্তা বাবু।

অমর: একশোবার। তাই তো সবজান্তা বাবুর কাছে ঘড়ি ঘড়ি হত্যে দিয়ে পড়ি—জানবার সাধে।

হিতেশ: (জ্বলিয়া) জানতে সাধ কুকুর-বেড়ালেরও হয় অমরবাবু, কিন্তু বুঝতে হলে যা খেয়ে আপনারা জাতে ওঠেন মগজেও তাই ঠাশলে চলে না।

অমর (মধুমাখা হাসি হাসিয়া): সাধু হিতেশ বাবু, সাধু। এই জন্যেই তো কাল সুলতাকে গদ্গদ কণ্ঠে শোনাচ্ছিলাম এই সবজান্তা-স্তোত্রটি:

সবজান্তা হয় যে—ফাঁপা মগজে তার নিতি
ধোপার বঁধুই গজিয়ে ওঠেন, কণ্ঠে—তারই গীতি;
মানের জ্ঞানের হুঙ্কারে সে সবায় দিয়ে তাড়া
"বা রে আমি!" ভেবে খাসা দেয় গুম্ফে চাড়া;
ভনে বাঁশিরাম দাস: "হয় যে-জন বীর্য্যবান্
গোঁফ-টোপে সে না গাঁথে হায় কোন্ অগোঁফার প্রাণ?"

হিতেশ: ছিছি, কুটুমবাড়ি এসে এ-অপমান—

ক্রোধে তাঁহার বাকরোধ হইল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

চামেলি : ঠাকুরপো, তুমি জমিদারের ছেলে এই জাঁকে আমার দাদাকে বাড়ি পেয়ে অপমান করলে। (চক্ষে অঞ্চল দিল)

রমেন্দ্র : অমর—তুই—তুই—(কী বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া স্তম্ভিত)

জ্ঞানদা : আহা কী করিস্ যে! কাঁদিস্‌নে—শোন্—(কাছে টানিয়া লইলেন)

চামেলি (কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে) : দিদি, তুমি ওকে কিছুতেই কিছু বলবে না জেনেই না ও—আমি—আমি—আর সয় না আমার—কথায় কথায় আমার বাপের বাড়ীব লোককে অপমান—

আর শেষ করিতে পারিলেন না, ফেঁাপাইয়া ফেঁাপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন

অমর : বৌদি—আমি সত্যি—হঠাৎ—

জ্ঞানদা (চামেলির শিরশ্চুম্বন করিয়া) : কাঁদিসনে বোন, আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি যে—(বলিযাই অমরকে)—তুলাল!

অমর (নত মস্তকে) : বড় মা।

জ্ঞানদা : তুমি উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্য, মানী লোকের মান রাখতে জানো না—এ সব বাব বার শুনেও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমার সামনে কুটুমকে অতিথকে বাড়ি পেয়ে অপমান করতে পারো—ছড়া কেটে গাধা ব'লে—(কণ্ঠ পরিষ্কার করিযা লইযা)—হিতুর পা ধ'রে ক্ষমা চাও।

অমর নিশ্চুপ

জ্ঞানদা (আঙুল দিয়া হিতেশের পায়ের দিকে দেখাইয়া) : চাও।

চামেলি মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া চাহিল

অমর (নত মস্তকে) : আমাকে ক্ষমা করুন।

জ্ঞানদা (দৃঢ় স্বরে) : ও হবে না—পায়ে ধরতে হবে।

একত্রে { চামেলি : আহা—কী করো দিদি—
রমেন্দ্র : ঐ হয়েছে, ঐ হয়েছে—

জ্ঞানদা (পূর্ব্ববৎ আঙুল দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া) : না হয়নি—চাও—দুলাল !

অমর (হিতেশের পা ছুঁইয়া) : হিতেশবাবু—

হিতেশ (সশব্যস্তে) : আহা—হা—দোষ তো আপনার নয় অমরবাবু—কী করেন ? দোষ ঐ ইতর চাকরটার, আর ছোটলোকদের সঙ্গে আপনার এত গলাগলি করার—

রমেন্দ্র : যাক্ যাক্ হিতু এসব—বোসো বৌদি—বেসো সবাই। (সবাই বসিলে চামেলির দিকে তাকাইয়া) : ওগো, সুলতাকে একবার ডাক দাও—একটু গান হোক এখন।

চামেলি : ডাকতে হবে না—ঐ যে গজেন্দ্রগামিনী আসছেন হেলে দুলে, আহা! যেন একেবারে দিগ্বিজয় ক'রে!—(মুখ বক্র করিলেন)

সুলতা ও শরণের প্রবেশ করিতেই কয়েক মুহূর্ত্ত অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা

সুলতা (সবার মুখের দিকে পর পর তাকাইয়া, শেষে জ্ঞানদার দিকে চাহিয়া) : মুখ এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন বড় মা ? ফের মাথা ঘুরছে না কি ?

জ্ঞানদা (স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে) : না মা লক্ষ্মী, বিশেষ কিছু নয়। একটু দুর্ব্বল লাগছে শুধু—এসো মা কাছে এসো (কাছে টানিয়া কটিবেষ্টন করিয়া) তুমি একটু গান বললেই সব সেরে যাবে।

সুলতা (অমরের দিকে তাকাইয়া একটু অপেক্ষা করিয়া) : কই ? একেবারে চুপচাপ যে! এস্রাজটা ধরার নামও নেই। বাঃ!

অমর (চেষ্টা করিয়া হাসিয়া) : আমার হাতটা একটু কামড়াচ্ছে— তুমি এমনিই গাও।

জিতেশ (বিজ্ঞ পৃষ্ঠপোষকী সুরে) : আহা, বাজাবেন বই কি অমর-বাবু, গানবাজনা তো আর খারাপ জিনিষ নয়। কবি বলেছেন জানেনই তো,

The man that has no music in himself
Is fit for treasons, stratagems and—

সুলতা (হাসিয়া মাইকেলি আবৃত্তির সুরে) :

"এ কী স্নিগ্ধ টোন আজ ঝঞ্ঝনার মুখে
বিজ্ঞরাজ !" —আপনাদের দুজনার মধ্যে ভাব !!

কে বলে ভানুমতীর দিন গত ?

জ্ঞানদা : ও সব তামাসা এখন থাক্ মা—কেঁচো খুঁড়তে কখন কের সাপ বেরুবে ? একটু গান হোক এখন। দুর্গা—দুর্গতিহারিণি ! (প্রণাম) কার মুখ দেখেই যে আজ উঠেছিলাম মা !—

সুলতা : এত আফশোষ কেন বড় মা ? আমার মুখ দেখতে হল ব'লে ?

জ্ঞানদা (সুলতার চিবুক স্পর্শ করিয়া) : অমন কথা বোলো না মা, আমি যে টের পেয়েছি, জানো ? (হাসিলেন)

সুলতা : কী ?

জ্ঞানদা : যে, আমরা শুধু জাতে-পাতেই তফাৎ—মনে-প্রাণে না।

সুলতা : কী বলছেন বড় মা ?

জ্ঞানদা (পুনরায় সুলতার চিবুক ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে) : দয়ামায়ায়,— বুঝলে কি এবার ?

সুলতা (মুখ নিচু করিয়া) : ও। (ঈষৎ থামিয়া) : কিন্তু বড় মা, এবার একটু ভুল হয়েছে আপনার। সত্যিকার তফাৎ করে তো জাতে-পাতে না—শিক্ষা-দীক্ষায়।

জ্ঞানদা (মাথা নাড়িয়া) : না মা, না। করলে—যখন শরণের হাতে (সুলতার গাল টিপিয়া) : আমার এ বিদ্যে-দিগ্‌গজ মেয়েটি পটি বাঁধতে ছুটেছিলেন তখন সব বিদ্যে-শেখার দল রৈ রৈ ক'রে উঠত না এক রা হয়ে। সে-সময়ে মনে মনে তোমায় ধন্যি বলেছিল এক তোমার এই মুখখু বড়-মা-ই মা, আর কেউ না।

সুলতা (পায়ের ধুলা লইয়া) : তোমায় মুখ্যু বলে কোন্ সপ্তরথী মা? দেখিয়ে দাও দিখি একবার—দেখবে তোমার এ বিদ্যে-দিগ্‌গজিনী মেয়ে একাই দেবে তাদের ব্যূহ ভেঙেচুরে একাকার ক'রে।

হিতেশ (অসহিষ্ণু) : এখন গাইবে তো গাও সুলতা। মনে রেখো ফেরবার পথে লেডী চন্দ্রভারকরের ওখানে 'রিটার্ণ কল্' দিতে হবে। আর এ-রবিবারে নইলে 'কল্ ফেরাতে' সেই আবার আসছে রবিবার, সে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

অমর : 'কল্ ফেরানো' কী রকম বাংলা হিতেশ বাবু?

সুলতা (কথাটা পরিহাসের দিকে ঘুরাইতে) জানেন না? সেদিন ডক্টর সুজাতা গ্যাঙার্জি আমাকে চা-র সঙ্গে আইসক্রীম দিয়ে বললেন : মিস্ চাটার্জি, বরফ-ননী চায়ের সঙ্গে বেশ "যায়"। ভাবছেন কি? ইঙ্গবঙ্গদের মৌলিক গবেষণার ফলে বাংলা ভাষার কৈবল্যলাভ নিশ্চিত।

রমেন্দ্র (হাসিয়া) : তা সত্যি। (জ্ঞানদাকে) : জানো বৌদি, ডক্টর সুজাতা গ্যাঙার্জি সুর ধরেছেন যে, ইংরিজি ভাষার সঙ্গে আড়ি না করলে বাংলার সঙ্গে সই-পাতানো যাবেই না—তাই সেদিন বলছিলেন মিলিকে যে, "মেয়েরা বিন্দু পানে কথা কইতে না শিখলে

পুরুষরা কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেই বলবে : হে মেয়ে তুমি হলে আশাহীন বক্‌বকমের-বাক্স।"

অমর (হাসিয়া) : Hopeless chatterboxএর বাংলাটা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু "বিন্দু পানে কথা কইতে শেখাটা" কী বস্তু সেটা বুঝতে—

সুলতা : আপনি "সিন্ধুতে" এই তো ? আমিও at sea হয়েছিলাম কিন্তু মিলিদি বলল : ওর মানে হল to speak to the point. (সকলের হাস্য)

জ্ঞানদা : কী হল ব্যাপারটা ?

হিতেশ (বিরক্ত) : এমন কিছু না বড় দি। সুলতা, গাইবে না, শুধু মস্করা ক'রেই দিন কাটিয়ে দেবে ?

অমর : আপনি কি ওঁর "বিবেকেরও রক্ষক" নাকি হিতেশবাবু ?

জ্ঞানদা (ব্যস্ত) : থাক্ থাক্ ওসব কথাকাটাকাটি। (সুলতাকে) বলো মা একটা গান বলো।

সুলতা : কোন্‌টা গাইব অমরদা ?

"কার অলকে জাগল মাতন মলয় সুরে"—টা ?

অমর : না, ওটা লেখা সেই সব মেয়েদের জন্যে যাদের বেসুরা গলা শুনতে-না-শুনতে পার্টিটার্টিতে গদগদ ভঙ্গিমায় হবু-প্রণয়ীরা মুগ্ধ হয়ে বলেন :

অয়ি সাহসিকা বেতালা নায়িকা !
কি ভেল্কি রচো
বেসুরা তানে ?
জানিত কি কেউ অশ্রুর ঢেউ
ওঠে এ-গলায়ও
মারক-প্রাণে ?

সুলতা (কুপিত) : এ আপনার ভারি অন্যায়—

অমর (হাসিয়া) : অন্যায় ? সত্যি বলো তো সুলতা গানের মুখ চেয়ে ? তোমাব কি মনে হয় যে, টি-পার্টিটার্টিতে হামেশা যে-সব গান মেয়েরা কবেন তাঁদের বেসুরা গলায় বেতালা ঢঙে—সেসব গান গাওয়া লজ্জাশীলাদেব পক্ষে সম্ভব হত যদি-না একদল নায়ক অশ্রুগদগদ হযে মুখিয়েই থাকতেন সুরোত্তমাদেব প্রেমে পড়তে ?

হিতেশ : সুলতা, এ কী সব কথাবার্ত্তা ? এসব রুচির ঠাট্টা-তামাসা ছেড়ে গাইবে কি না গাইবে শুনি ? ভদ্ররুচিতে অন্তত—

জ্ঞানদা : হিতু, তাই ব'লে রুচি রুচি ক'রে জ্বালাতন কোরো না আর ভাই। আমবা হাজাব হোক্ সেকেলে মেযে অত পেটরোগা ধাত নই। তাছাড়া এসব ওব আমাব কাছেই শিক্ষা। কাজেই এর জন্যে নিন্দে কবতে হয় আমাকে কোবো—কিন্তু কাউকে শাসন কোরো না আমার বাড়িতে।

হিতেশ গোঁ হইয়া মুখ নিচু করিয়া রহিলেন

জ্ঞানদা (সুলতাকে) : কিন্তু এবার গাও মা গাও। আজ কী যে এক শনির দৃষ্টি পড়েছে সব কথাবার্ত্তার ওপর—তোমার মধুমাখা কণ্ঠের গানে বাক কেটে।

সুলতা : তাহলে "মুরলী উছলি"-টা গাইব অমবদা ?

অমর : ওটা-যে শক্ত গান সুলতা, মাত্র পরশু শিখিয়েছি—এর মধ্যে হয়ে গেছে ?

শরণ : হ্যাঁ ছোটবাবু, কালই হয়ে গেছে।

জ্ঞানদা : তুই কেমন ক'রে জানলি রে ?

শরণ : কাল সকালে ওটা দিদিমণি রেয়াজ করছিলেন—আমি ওঁর জানলার নিচে দাঁড়িয়ে শুনেছি লুকিয়ে।

সুলতা (হাসিয়া) : ছি ছি শরণ—লুকিয়ে গান শোনায়ও প্রভুমায়া বিদ্যেটি শিখেছ ?

চামেলি : লতা—গাবি যদি তো গা, আমার কাজ আছে।

সুলতা (অমরকে) : ধরুন তাহলে।

অমর এস্রাজ বাজাইল, সুলতা গাহিল :

মুরলী
উছলি'
অনিলে
স্বনিল :
"হৃদিরাজ
তোর আজ
নিখিলে
উদিল !"

তরুদল
কী উছল
সমীরে
দুলিল !
তবু তার
ফুলভার
তিমিরে
ঝরিল !

কতদিন
স্বরহীন
কাঁদিয়া
চেতনা
ছিল—তা
জানি না
ঝাপিয়া
বেদনা।

কেন প্রাণ
তব দান
পেয়ে তা
জানে না ?
যে মূছায়
লোর তায়
কেন বা
মানে না ?

নদী ওই
বরাভয়ী
রাগে জয়
ডঙ্কে ;—
বেলা বাঁধ
বরি' সাধ
করি' রয়
শঙ্কে !

বাঁশি-স্বন
ডাকে মন
মলয়া-
বিছনে
তবু হায়,
সে যে ধায়
আলেয়া
পিছনে।

যার স্বর
সুমধুব
হৃদি চায
গাহিতে—
মিড়ে তার
গীতি-হার
নিতি পায়
গাঁথিতে

ছল ছল
আঁখি-জল
ঝরিবে
চরণে
মোর সব
পরাভব
মরিবে
মিলনে।

জ্ঞানদা (এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিযা শুনিতেছিলেন, গান শেষ হইবার পরও খানিকক্ষণ সেই অবস্থায়ই রহিলেন, সকলেই তাঁহার দিকে তাকাইল, সহসা চোখ খুলিয়া) : আ-হা মা ! প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল !

রমেন্দ্র : একটা আনন্দের গান গাইবে সুলতা, তোমাদের ও আঁখিজল টাঁখিজল রেখে ?

শরণ : ছোটবাবুর ঐ গজলচণ্ডের গানটা গান তবে দিদিমণি।

রমেন্দ্র ও চামেলি তাহার দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিপাত করিল,
কিন্তু শরণের ভ্রূক্ষেপও নাই

সুলতা : কী অমরদা ? গাইব ?

অমর : গাইবে না ? বিলক্ষণ।

অমর-বাজাইল সুলতা গাহিল :

তোমায় মন চায় না যে-ই—কুঞ্জে
হারায় পিক কণ্ঠ !—কই মুঞ্জে
কুসুম রং ? ভৃঙ্গ বয় শঙ্কায়।
মলয় সুর মৌন হয় সন্ধ্যায়।

মুহূর্ত্তে মর্ম্ম মাঝাবে
ঝবে কে প্রেম-আসাবে
দিগন্তে স্বর্ণ-আদেশে !
বসন্তে সব উঠে হেসে !

কী-রাগ ঐ রাঙ্‌ল !—সুন্দর কে
সোহাগ ফাগ মাখ্‌ল !—অন্তব-যে
শরণ তার যাচ্‌ল ! বন্ধন-ভয়
উধাও,—নীল নন্দনের জয় জয় ॥

পরাণে পূর্ব্ব কে ছন্দে !
নিরাশে তূর্ঘ্য-আনন্দে
তপন-টিপ্‌ অঙ্কিয়া ভালে
তুলালী দীপ্তি জাগালে !

গান থামিলে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ

জ্ঞানদা : আহা এমন গলা মা, এমন মিষ্টি কথা ! রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—শুধু যদি—(থামিয়া)—কিছু মনে কোরো না মা—ঐ তিরিক্ষি জুতোমোজাটা না পরতে।

চামেলি (বাঁকাস্বরে) : দিদি, হাল আমলের লক্ষ্মী সরস্বতীদের চৌহাদ্দি তো আঁতুড়ঘর ভাঁড়ারঘর রান্নাঘর আর চণ্ডীমণ্ডপেই শেষ নয়, এঁরা রাস্তায়ও হাঁটেন, ইস্কুল কলেজেও যান—মোটরও হাঁকান—কখনো-বা সাইকেলও চড়েন। এ-হেন প্রতিমাদের জুতোমোজা না পরলে চলে কেমন ক'রে বলো ?

সুলতা : আমি ঠিক অতটা দারুণ নব্যা নই মিলিদি। অন্ততঃ মোটর বা সাইকেল হাঁকানোর বিন্দুবিসর্গও জানি না। (জ্ঞানদাকে) : আর এ গরমদেশে জুতো মোজা পরতে-যে আমার খুব ভালো লাগে তা-ও না বড মা। তবে জানেনই তো, সৎসঙ্গে কাশীবাসের অদৃষ্ট নিয়ে যারা জন্মায়নি তাদের সর্ব্বনাশের পথ অগুন্তি। কলকাতায় কাদের সঙ্গে অষ্টপ্রহর মিশতে হয় জানেন না তো। কাজেই সেখানকার ফ্যাশন খানিকটা রপ্ত না ক'রে করি কী বলুন ?

হিতেশ (সব্যঙ্গে) : অন্ততঃ কলকাতার এই ফ্যাশানটা তুমি খাসা রপ্ত কবেছ—সকলকে খুসি করার : ঐ সাপের মুখে হাই ব্যাঙের গলায় ফুঁ-দেবার।

সুলতা : হিতেশবাবু, এ ঘোর কলিতে কোনো-না-কোনো ফ্যাশন না মেনে গতি আছে ? ধরুন না কেন, আপনিই-যে কেবল কেবল চৌপর দিন খোঁটা দেন মেয়েদেরকে—তা-ও কি ঐ পুরুষদের সুপীরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স জাহির-করা-রূপ ফ্যাশনের খাতিরে নয় ? যদি শিভাল্‌রি হয় ফ্যাশন তবে এ-ও কি শিভালরির রিয়্যাক্‌শন-রূপ নয়া ফ্যাশন নয় ?

হিতেশ : সুলতা, অমরদাটির কাছে গান শিখে তোমার সুরের

খোলতাই হতে পারে, কিন্তু কথাবলার ভঙ্গি খুব মধুময়ী হচ্ছে না খেয়াল রেখো।

অমর : হিতেশবাবু, পরের ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে এতটা খরদৃষ্টিতে পরের যতটা উপকার হয় নিজের ঠিক ততটা না হতেও পারে একথাটা আপনিও একটু খেয়াল রাখলে ভালো হয় না কি?

জ্ঞানদা : দুলাল!

অমর : মা আমি যাচ্ছি চ'লে—(প্রস্থানোদ্যত)

সুলতা : কোথায় যান? শুনুন। কী কাণ্ড! বাবা—বাবাঃ—

অমর : না সুলতা, ক্রমাগত এ-গণ্ডগোল কেনই বা—বিশেষ যখন ওঁর এ-ধরণের শাসন-করার অধিকার তুমি মেনেই নিয়েছ।

সুলতা : শাসন করাব অধিকার! মেনে নিয়েছি!! মানে?

রমেন্দ্র : সুলতা, আজ সকালে আমিই ওকে সব ব'লে দিয়েছি গায়ে প'ড়ে—কিছু মনে কোরো না।

সুলতা : ব'লে দিয়েছেন! কী কথা!!

চামেলি (রুষ্ট স্বরে) : লতা, তোর মধ্যে কি হায়া ব'লে কোনো জিনিষের লেশও নেই রে? সেজদার সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক, আর তুই কি না—

সুলতা : বিয়ের ঠিক!—আমার!! কে বলেছে?

রমেন্দ্র : হিতু নিজে।

সুলতা : কবে? কাকে?

রমেন্দ্র কি বলিতে গিয়াই থামিয়া গেল

চামেলি (রুখিয়া রমেন্দ্রকে) : কেন? অত ভয়টা কিসের? (সুলতাকে) বলেছে আমাকেই—আর কালই সন্ধ্যেবেলা।

সুলতা (ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে) : হিতেশবাবু, বলেছেন ?

হিতেশ : ঠিক এমন কথা বলিনি—

রমেন্দ্র : বলেছ হিতু। আর শুধু বিয়ে ঠিকই বলোনি, বলেছ : মিলিকে সুলতার জন্যে খুব ভালো বিয়ের বেনারসী সাড়ী পছন্দ ক'রে কিনে দিতে।

সুলতা : হিতেশবাবু, এই আপনিই কথায় কথায় প্রিন্সিপ্‌ল্, সত্য, ময়্যালিটি—ধরণের গালভরা কথার পেখম তুলে বেড়ান ?

চামেলি (জ্বলিয়া) : লতা, তোর মতন মেয়ের পেখম-তোলার কথা সাজে না। অন্ততঃ কাঁচা বয়েস ও হাবভাবের পেখম তুলে পুরুষদের নাচিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সত্য প্রিন্সিপল্—এসবের পেখম-তোলা ঢের ভালো জানিস্।

সুলতা (আরক্ত মুখে প্রাণপণে সংযত স্বরে) : মিলিদি, কোন্ সুবাদে তুমি আমায় এসব বলো শুনি ?

জ্ঞানদা (ব্যাকুল কণ্ঠে) : এ কী করছিস্ তোরা সবাই ?

অমর : সুলতা এসব থাক্—চলো তোমাকে তোমার মোটরে তুলে দিয়ে আসি।

রমেন্দ্র : না অমর, কথাটা যখন উঠেছেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

জ্ঞানদা : থাক্ থাক্ এসব—

রমেন্দ্র : না বৌদি, এ নিয়ে কী অশান্তি-যে রোজ ঘটছে তুমি তার বিন্দুবিসর্গও জানো না ; তোমার শরীর খারাপ ব'লে আমরা কেউই কিছু বলি না, এ নিয়ে আজও বলতাম না—অমর যদি ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে গান শেখানোর অছিলায় বাড়াবাড়ি করে সে বুঝবে—কিন্তু তাই ব'লে সে আমাদের ঘরোয়া শান্তির গঙ্গাযাত্রা করাবে—হিতুর নামে

কুৎসা রটিয়ে মিলিকে কাঁদাবে, শেষটায় চাকরবাকরকেও লেলিয়ে দেবে হিতেশকে অপমান করতে—

অমর : মেজদা !

চামেলি : 'মেজদা' ব'লে চোখ রাঙালেই তো শুনব না ঠাকুরপো ! পরশু দিন শরণাটাকে বললাম সেজদাকে এক গেলাস জল দিতে ; তাতে ও বলল কী জানো ? বলল : মিথ্যেবাদীকে জল দিতে হয় লখিয়া দিক, ও এক ছোটবাবুরই চাকর আর কারও তাবেদার নয় !

অমর (শরণকে গম্ভীর স্বরে) : বলেছিস্ ?

শরণ (নত মস্তকে) : বলেছি।

অমর : কেন বললি ?

শরণ : উনি আমাকে চোর বলেছিলেন—বৌমার কাছে।

অমর (হিতেশকে দৃঢ় সংযত কণ্ঠে) : বলেছিলেন ওকে চোর ?

হিতেশ : চোরকে চোর বলব না তো কি বলব ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। It is my principle always to call a spade a spade.

রমেন্দ্র : এ তোমার অন্যায় হিতু, শুধু শুধু—

হিতেশ : শুধু শুধু ?

অমর : নয় তো কি ? বিনা প্রমাণে—

হিতেশ : আর যদি থাকে প্রমাণ ?

জ্ঞানদা (আকুল কণ্ঠে) : কী বলছ হিতু ? প্রমাণ ! শরণ চোর —এ কথার !!

হিতেশ : তাই তো বলে বউদি আপনাদেরই ছড়ায় :

(হায়) অবুঝকে বোঝাব কত বোঝ নাহি মানে

(আর) ঢেঁকিকে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে !

ও যে চোর প্রমাণ পেলেই কি আপনারা বিশ্বাস করবেন যে প্রমাণ বার করব ?

জ্ঞানদা (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) : এ রকম কথা বোলো-না হিতু। যা সত্যি নয় তা—

হিতেশ : যদি সত্যি হয় ? দেবেন ওকে দূর ক'রে বলুন ? কথা দিন আগে।

জ্ঞানদা : দেব, কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ দিলে—তবে।

হিতেশ : চাক্ষুষ প্রমাণই দেব : আজই সকালে আমার চাকর মন্নু ওর তোরঙ্গে আপনার দুলালের নীল শালটা দেখেছে—সেই দোরোখা কাশ্মীরি শালটা। বিশ্বাস না হয় আনান্ ওর তোরঙ্গটা এখানে।

শরণ : মিথ্যেবাদি ! বড় মা না থাকলে আজ—(মুষ্টি তাহার বদ্ধ হইল)

অমর : শরণ, চুপ কর্। (হাঁকিল) দরোয়ান—

নেপথ্যে দরোয়ান : হু—জু—র।

অমর : শরণকো পেটিঠো লেয়াও ইধর—তুরন্ত্।

নেপথ্যে দরোয়ান : যো হুকুম।

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত এমন নৈঃশব্দ্য ঘনাইয়া উঠিল যে—* * *
দরোয়ানের একটি ছোট টিনের তোরঙ্গ হস্তে প্রবেশ ও
মাটিতে রাখিয়া প্রস্থান

রমেন্দ্র (শরণকে) : খোল্ তোরঙ্গ।

শরণ (চক্ষু দিয়া অগ্নিশিখা ঠিকরাইতে ঠিকরাইতে) : আমি পারব না।

জ্ঞানদা : অমর, তুই-ই খোল্ তবে।

সুলতা (অমর তোরঙ্গ খুলিতে উঠিতেই তাহার হাত ধরিয়া) : থাক অমরদা, অন্তত এখানে না।

অমর একটু ইতস্তত করিয়া পিছাইল

চামেলি (রমেন্দ্রকে) : তাহলে তুমি খোলো।

রমেন্দ্র তোরঙ্গ খুলিলেন : উপরেই অমরের
নীল শালটি বাহির হইয়া পড়িল

হিতেশ : দেখুন তো বড় মা এই সেই শাল কি না।

শরণ বিহ্বলের মতন চাহিয়া রহিল বাক্সের দিকে

অমর (সহসা হিতেশের দিকে ফিরিয়া পরুষ কণ্ঠে) : হিতেশবাবু, এ আপনার কারসাজি।

হিতেশ (সবিদ্রূপে জ্ঞানদাকে) : বলিসি প্রমাণ দেব কাকে? ঢেঁকিকে বোঝাব কত—

অমর (হিতেশের সার্টের কলার চাপিয়া ধরিয়া) : বলুন, এ-জঘন্য কাজ কেন করালেন গোয়েন্দাগিরি ক'রে?

হিতেশ অমরের হাতে প্রবল ধাক্কা মারিল, কিন্তু অমর বজ্রমুষ্টিতে কলার চাপিয়া ধরায়
উহা সশব্দে ছিঁড়িয়া গেল ; সুলতা ও চামেলি চিৎকার করিয়া উঠিল ;
শরণ রমেন্দ্র নক্ষত্রবেগে অমর ও হিতেশের মাঝে পড়িয়া
ছাড়াইয়া দিল, শরণ টানিল অমরকে ;

রমেন্দ্র হিতেশকে

রমেন্দ্র : অমর—দিন দিন হয়ে উঠলি কি? শেষে গুণ্ডামি?

জ্ঞানদা : শরণ!—কী বলবার আছে তোর?

শরণ : বড় মা! আপনিও—

থামিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল

রমেন্দ্র : চুপ ক'রে থাকলে হবে না। দিতে হবে কৈফিয়ৎ।

শরণ : এক যদি ছোটবাবু চান তবেই দেব, নইলে না।

জ্ঞানদা : দুলাল!—কৈফিয়ৎ চা।

অমর : পারব না বড় মা, আমি জানি ওকাজ ও করেনি।

হিতেশ (সব্যঙ্গে) : যেমন প্রভু তেমনি চাকর। দুটি মিলেছে খাসা বই কি। মিলবে না? Birds of a feather—

জ্ঞানদা : শরণ—তোকে জবাব দিলাম।

শরণ : বেশ বড় মা—

দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া প্রস্থানোদ্যত

অমর : দাঁড়া শরণ (শরণ দাঁড়াইল)। বড় মা, এ কাজ হিতেশ-বাবু করিয়েছেন মন্নুকে দিয়ে। মন্নুকে আজ সকালে দেখেছি শরণের ঘর থেকে বেরুতে।

জ্ঞানদা (জ্বলিয়া) : তুই অধঃপাতে গিয়েছিস্ জানতাম—কিন্তু ভদ্দর মানুষের সঙ্গে শুধু গুণ্ডামি নয়—তার নামে এ হেন অপবাদও—(শরণকে) দূর হ আপদ কোথাকার—দূর হ এই দণ্ডে চোখের সামনে থেকে। হাড়ে বাতাস লাগুক আমাদের সবাইকার।

অমর : বেশ। কেবল—তাহলে আমিও দূর হলাম—এই মুহূর্তে।

জ্ঞানদা (আর্তকণ্ঠে) : দুলাল? একটা সংসারের আপদ—(থামিয়া) চাকরের জন্যে তুই হবি ঘরছাড়া? তুই!

অমর (ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে) : বড় মা, সংসারের আপদ ও নয়—আমি। আর বিষগাছকে যখন সরাতেই হয়—মূল থেকে উপড়ে ফেলাই ভালো। (প্রস্থানোদ্যত)

শরণ : ছোটবাবু কোথায় যান? একটা ছোটলোক চাকরের জন্যে? বড় মা মিথ্যে বলেননি : সংসারের আপদ আমিই—(কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিল) আমি চ'লে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যাবেন না—আমিই চ'লে—

চক্ষু মুছিয়া দ্রুত প্রস্থান

আপদ : বড়মা, যে হীন মূর্খ গুণ্ডা—একেবারে অধঃপাতে গেছে সে তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে আর তোমায় অশুচি করবে না—দূর থেকে মনে মনে প্রণাম ক'রেই আপদ হল দূর—চিরদিনের মত।

দ্রুত প্রস্থান

আনদা খানিকক্ষণ বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন
বাকি কয়জনাও বাক্যমূঢ়র মতন

আনদা (সহসা) : মেজ বউ, ও কি সত্যিই চ'লে গেল ?

চামেলি : ডাকব দিদি ?

আনদা (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) : না যাক। এক কথায় যখন ও ছেড়ে—চ'—চ'লে যেতে পারল—ঠাকুরপো—আমার মাথার মধ্যে—মেজ বউ—

চামেলি : দিদি দিদি—ছি—অমন (ধরিলেন) (রমেন্দ্রকে) ওগো ধরো ধরো—

চামেলি রমেন্দ্র ও সুলতা ছুটিয়া আসিয়া আনদাকে ধরিলেন,
আনদা তাহাদের বাহুবন্ধনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

পটক্ষেপ

দ্বিতীয় অঙ্ক

এক মাস পরে

জ্ঞানদার শয়নকক্ষ। খাটের উপর জ্ঞানদা শয়ান—সুলতা
তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

জ্ঞানদা : দুলাল একটা খবর পর্য্যন্ত দিল না মা।

সুলতা : দেবে বড় মা, দেবে। কোন পাহাড় পব্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত—সেখানে কি খপরের কাগজ পৌঁছায় যে, আপনার অসুখের বা ফিরে-আসতে-বলার কথা চোখে পড়বে?

জ্ঞানদা : ঠাকুরপো দিয়েছে তো মা লিখে স—ব খবরের কাগজে? স—ব?

সুলতা : দিয়েছে বই কি বড় মা। এমন কি কাশী টাশীর হিন্দি কাগজেও। কদ্দিন ঘুরবে টো টো ক'রে? চোখে তার পড়বেই।

জ্ঞানদা (ম্লান সুরে) : পড়বে হয়ত, কিন্তু এ-খাঁচাটায় পাখী থাকতে থাকতে কি আর পড়বে মা?

সুলতা : খালি খালি অমন কথা বলেন কেন বড় মা? আপনার হয়েছে কী? অসুখ-বিসুখে মাথাঘোরা বুক-ধড়ফড়ানি কার না হয় বলুন তো? আর এটুকু অসুখ-যে হল এ-ও ভগবানের করুণা বই আর কী? অমরদার চোখে পড়তে-না-পড়তে ছুটে চ'লে আসবে ব'লেই।

জ্ঞানদা (করুণভাবে মাথা নাড়িয়া) : অত সহজ নয় মা—নয়। ও যে কী অভিমানী ছেলে জানো না। একটা কড়া কথায় নিরম্বু উপোষ দেয়—ভয়েই মরি—আর সে কি একবার? একটা কথায় ইস্কুল ছাড়ল—মাষ্টাররা অবুঝ ব'লে। ওর কি সোজা বেজেছে? ওর মনের প্রতি কাঁপনেরই-যে ছায়া পড়ে মা, আমার মনের আয়নায়। হয়ত দুঃখে ও বৈরিগী হয়েই বেরিয়ে গেল বা। অভিমানে ও না পারে কী?

সুলতা চুপ করিয়া রহিল

জ্ঞানদা : তার ওপর কত বড় অবিচারটাই হল বলো তো। তুমি না থাকলে আমরা কেউ জানতেই পারতাম না হয়ত কোনোদিন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) উঃ, মানুষ—ভদ্দর বংশের ছেলে—এত নিচেও নামতে পারে মা? নিজের চাকরকে ঘুষ দিয়ে শাল চুরি করিয়ে শরণের বাক্সে রেখে দেওয়া!—এ কি ভাবা যায়? বলো তো? (থামিয়া) : কিন্তু কী ক'রে তুমি বার করলে মা? দেখ দেখি, আসল কথাটাই শুধোতে গেছি ভুলে।

সুলতা : কী ক'রে আবার? হিতেশবাবুকে লুকিয়ে তাঁর চাকরকে বখশিশ দিয়ে হাত ক'রে—ভরসা দিয়ে যে, আমাদের এখানেই চাকরি পাবে। সঙ্গে সঙ্গে একটু পুলিশের ভয়ও দেখানো—যদি কবুল না করে।

জ্ঞানদা : তাকে হিতু বলল সত্যিই একাজ করতে! বলতে পারল!!

সুলতা : পারল বই কি বড় মা। মানুষ প্রতিহিংসায় যখন ক্ষেপে যায় তখন সে না পারে কী?

জ্ঞানদা (সহসা) : কিন্তু এত হিংসে ওর বেচারা শরণটার ওপর হল কেন বলো তো ? জানো কিছু ?

সুলতা (মুখ নিচু করিয়া) : জানি বই কি।

জ্ঞানদা (সকৌতূহলে) : কী মা ?—ও—মাপ কোরো মা—হয়ত কোনো গোপন কথা—

সুলতা (তেমনি ভাবে মুখ নিচু করিয়া) : না মা গোপন আর কি। তবে এসব কথা নিয়ে কেনাতে ইচ্ছে করে না, এসব ভাবলেও মনটা বড় ছোট হয়ে যায়। (থামিয়া) আসল কথা : হিতেশবাবুর হিংসে পড়ে···মানে—জানেনই তো—অমরদারই ওপর। কিন্তু—(থামিয়া)—বুঝছেনই তো যে-কোনো উপায়ে তাঁকে আঘাত করা আর কি।

জ্ঞানদা (স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ দৃষ্টিহীন নেত্রে সুলতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) : ও—কিন্তু—(থামিয়া) : কী বলব মা ? সব যেন ধাঁধা লাগছে !

সুলতা : জানি বড় মা, মনের মধ্যে-যে আপনার এতটুকু প্যাঁচ নেই কোথাও—(থামিয়া) : কিন্তু তাই ব'লে এতে এতটা দুঃখু পান কেন বলুন তো ? মানুষের মনের-যে কত অলিগলি তার কি কেউ দিশা পেয়েছে কোনোদিন ? না, কত জায়গার ধুলোয়-যে সে সব ঢেকে যায় প্রতি মুহূর্তে—তার কেউ খবর রাখে ?

জ্ঞানদা (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : এত সরল আমি নই মা যে, হিংসের রেষারেষিও বুঝতে পারিনে। কিন্তু (থামিয়া) : তাই ব'লে—নির্দোষীকে—ভেবেচিন্তে—মৎলব এঁটে—উঃ—এর নাম কি আঘাত মা ? না ছোবল ?—মানুষের মধ্যে কি সাপও থাকে লুকিয়ে বলবে ?

সুলতা : মানুষের মধ্যে কী যে থাকে আর কী না থাকে কেউ কি জানে বড় মা? আমরা সে সব চাপাচুপি দিয়ে সেজেগুজে বেড়াই শুধু সেই লজ্জায়ই বই তো নয়। (মুখ নিচু করিয়া) নইলে কি আমিই সব জেনেও হিতেশবাবুকে "যাও" বলতে নারাজ হতাম?

জ্ঞানদা : মানে—?

সুলতা (মুখ নিচু করিয়া খানিক চুপ করিয়া) : সব জেনেও হিতেশবাবুর প্রশংসা লাগত ভালো, আর—সে আমি বলতে পারব না বড় মা।

জ্ঞানদা : কি জানি মা, অতশত বুঝি না।—(যেন নিজের মনে) এখনো যেন পুরো বিশ্বেসই হয় না—মনে হয় যেন—কী বলব।—রূপকথার কুস্বপ্ন।

সুলতা (জ্ঞানদার চুলের মধ্যে বিলি কাটিয়া দিতে দিতে মৃদু সুরে) : আমরা চোখ চেয়ে দেখি না বলেই এমন ধারা মনে হয় বড় মা নইলে রূপকথার চেয়ে হাজারগুণ অবাক কাণ্ড-যে ঘটছে রোজই।

জ্ঞানদা (একটু চুপ করিয়া) : তা সত্যি মা। তবু—(থামিয়া) কী জানি—আমার যেন কেবল কেবলই মনের মধ্যে কোথায় কি-একটা সুর কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, যে, একটা তুচ্ছ আগুনের ফুলকিতে সাতমহলা সোনার বাড়ী বাগান উড়ে পুড়ে গেল ছারখার হয়ে!

সুলতা (ম্লান হাসিয়া) : তুচ্ছ বলেন কাকে বড় মা? একটা সোনার হরিণ ছুটে পালাল—আর স্বর্ণলঙ্কা পুড়ল; পাঁচটা তুচ্ছ গ্রামকে উপলক্ষ ক'রে বাধল কুরুক্ষেত্র। জীবনে তুচ্ছই-যে পদে পদে ঘটায় প্রলয় বড় মা। নইলে লোকের চোখে যে একটা তুচ্ছ চাকর বই আর কিছুই নয়—তারি জন্যে ঘরের ছেলে হয় ঘরছাড়া?

জ্ঞানদা : ঐ দেখ, শরণের জয়ের কথাটা জিজ্ঞেস করতেই গেছি ভুলে। কেমন আছে সে ?

সুলতা : ভালো বড় মা। বললাম না—পথ্যি করেছে কাল ?

জ্ঞানদা : আহা বেঁচে থাকুক। বাছা আমার কী সেবাটাই না করল এ সঙ্কট অসুখে ! কতদিন অচৈতন্য ছিলাম যেন ?

সুলতা : একুশ দিন প্রায়। কী বকানিটাই বকেছেন এ তিন হপ্তা !—আর সত্যি, কী সেবাটাই-না ও করেছে—আহার নিদ্রা রেখে—দিনের পর দিন। একরকম জোর ক'রেই ওকে রাতে দিতাম সরিয়ে। নইলে ও-ও যে ভেঙে পড়ত।

জ্ঞানদা (সুলতার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া) : আর তুমি মা-মণি, রাতের পর রাত জেগে—(থামিয়া গাঢ়স্বরে) তোমায় যে পেটে ধরিনি মা, তা ভুলেই গেছি, জানো ?

সুলতা : জানি বই কি বড় মা ? নইলে (হাসিয়া) কি ব্রেহ্ম মেয়ের হাতের জল মুখে রুচত।

জ্ঞানদা : ও-কথাটা ব'লে আর লজ্জা দিও না মা। দুপুর রোদের ঝাঁঝেই শুনি মরুভূমিতে মরীচিকা ওঠে জ্ব'লে। আমাদের অভিমানের ঝাঁঝের বেলায়ও তেমনি—সে-আঁচে কেবলই হয় ঠিকে ভুল, —খোসাকে মনে করি শাঁস। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তাইতো মরণের ছায়ায় না এলে অনেক সময় চোখই ফোটে না, নয় মা ?

সুলতা চুপ করিয়া রহিল

জ্ঞানদা (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) : আমার সঙ্কট অসুখের জন্যে একটুও দুঃখু নেই মা আর—নেই। এরই বরে-যে তোমাকে চিনতে পেরেছি—আচার-বিচার ডিঙিয়ে। কেবল—(পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) যদি দুলাল আমার ফিরত মা।

সুলতা : ফিরবে বড় মা, ফিরবে।—(থামিয়া) জানেন, শরণ কালই জর সারতে-না-সারতে সাইকে চেপে সারা সহরটা চুঁড়েছে। বলে : "ছোটবাবু এই পাটনায়ই কোথায় লুকিয়ে আছেন—আমি জানি।"

জ্ঞানদা (ভাবিত) : এ ভালো লক্ষণ নয় মা। দেখেছি : ঘাড়ে যখনই এই ধরণের এক-একটা ভূত চাপে তখনই ওর একটা-না-একটা শক্ত অসুখ করে।—ওর মেজাজ আছে কেমন আজকাল? খায়দায় তো?

সুলতা : খায়দায় বটে, তবে মিলিদি বলছিল (থামিয়া, ইতস্তত করিয়া) : ও ফের সেই নেশাগুলো ধরেছে। সেই জন্যেই নাকি জর হল ওর।

জ্ঞানদা : ওমা—সে কী! ডাক্তার যে পই পই ক'রে মানা ক'রে দিয়েছে—নেশা করলে ওর নাকি মাথার ভেতর কি সব শিরা টিরা যাবে ছিঁড়ে। বলে নি?

সুলতা (বিষণ্ণ সুরে) : বলেছে তো, কিন্তু শুনছে কে? তাছাড়া সেই থেকে রমেনদাও আর কথাটি ক'ন না—কি জানি কেন?—আর মিলিদিও ওকে কিছু বলে না—আপনাকে ওর বাঁচিয়ে তোলার জন্যে।

জ্ঞানদা : বললেই কি কিছু হত মা? ওকে বাগমানাতে পারত সেই একজন—যে ওকে চিনত। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) দুলাল আমার প্রায়ই একটা কথা বলত মা, জানো?—যে, ভিতরকার মানুষটাকে চেনে কেবল সে-ই যে বাসে ভালো।

সুলতা : জানি বড় মা। অমরদার একটা গানও আছে এই ভাবের —যার নাম দিয়েছিলেন তিনি মূল্যদাতা।

জ্ঞানদা : জানি। ও-গানটা আমি বড় ভালোবাসি মা! জানো ওটা?

সুলতা : আমি। গাইব ?

আনন্দ : গাও না, গাও। আহা, তোমার মুখে দুলালের গান—যেন টলটলে হ্রদের জলে রাঙা রবির ছায়া। তোমার গলায় যেন ফুলের মতনই ফুটে ওঠে—ওর প্রতি টান মিড় গমক—ছোট্ট কাঁপনটি পর্য্যন্ত। শুনলে মনে হয় দুলাল এত কাছে !…

সুলতা গাহিল :

আমি যে-ই গরবে ওগো মোহন,
চাই গাহিতে গান অতুলন—
সুরের পথে বেসুর যে দেয় বাধা !
আমি যেম্‌নি ভাবি : কী না পারি ?
দেখি—বীণার নেই যে তার-ই
অশ্রু রাগে হয় কি হাসি সাধা ?
পরে দেখি যবে মর্ম্মতলে
চিহ্নও নেই রসের-ঢলে
অম্‌নি গগন-গঙ্গা—কাটে আঁধা…
ছাড়ি আলোর অভিমান যখনই—
ছায়ায় ফোটে কায়াধ্বনি,
কাঁটার পথে দেখি : কুসুম পাতা !
এ-প্রাণ যে-দামে চায় কিনতে সবাই
সে দরে তার নয় তো যাচাই,
চাওয়ার নিকষ কষে—কেবল দাতা ‥
চির- সুখ-দুলালী আদরিণী—
সবাই হেসে কইত : "চিনি",
চিনত শুধু একজনা : কে রাধা।

জ্ঞানদা : আ-হা ! কী গানই শিখেছ মা—তার কাছে ! তার গলার প্রতিটি রেশ প্রতিটি দুলুনি যেন—(চোখে অঞ্চল দিলেন)

সুলতা : আপনি এরকম করলে কিন্তু আমি কক্ষণো আর গাইব না কোনো গান।

জ্ঞানদা : (মুখ তুলিয়া শান্ত স্বরে) আচ্ছা আচ্ছা মা, আর হবে না এরকম। বলো না তার আর একটি গান। যতক্ষণ শুনি তবু তাকে যেন পাই কাছে। গাওনা তার সেই "অন্তরে মোর রয় সে প্রিয়, তায় তবু হায় মিলন কই ?" গজলটি।

সুলতা : না বড় মা, ওটা বিষাদের গান—গাইব না।—অন্য একটা গান গাই অমরদার—যেটাতে বিষাদ নেই, আছে ভরসা।

জ্ঞানদা : তাই গাও মা, তাই গাও। তবে ওর সেই—সেই "অরিন্দমের" গানটা। সেই (প্রণাম করিয়া) ভয়ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরের ওপর। আহা—আসুন তিনি এ পোড়া প্রাণে মা—ভাঙুক সব ভয়।

সুলতা গাহিল : (ভৈরবী-ঝাঁপতাল)

(সে) প্রাণে সুতানে চলে গগন-গানে—কৃপাণ খরসানে—
সহস্র-ঝল-ফলক-খরসানে—
বিথরি' তম পরম বরদানে :
পলাল নিশি ঝাঁপি' মুখ জ্যোতি-অভিযানে।

আশা নব গুঞ্জরিল,
নীল-প্রিয় মুঞ্জরিল,
গ্লানি ক্ষত সুন্দরিল
অরুণ-অনুপানে :
পলাল নিশি ঝাঁপি' মুখ জ্যোতি-অভিযানে।

বিজন অম্বর মনে
বিরহ মন্থর ক্ষণে
হেমকর প্রেমশর সন্ধি'—
সে ধ্বনিল বন্ধনে
মুক্তি নত-স্পন্দনে
বিপুল রবি-রাগ অভিনন্দি'।
কণ্টকিত অন্ধতম
পন্থ নমি' কুসুম কম
ডালি' দিল অরিন্দম
উদয় জয়গানে :
পলাল নিশি ঝাঁপি' মুখ জ্যোতি-অভিযানে।

জ্ঞানদা চক্ষে আঁচল দিয়া কি বলিলেন শোনা গেল না

সুলতা : ঐ দেখুন দেখি—এ গানেও? নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না বড় মা। আনন্দের গানেও এমনি নাহক্ চোখের জল ফেললে চলবে কী ক'রে বলুন তো? ছি। মুখ তুলুন। ওসব ভাববেন না। দেব না ভাবতে।

জ্ঞানদা : (চক্ষু মুছিয়া মুখ তুলিয়া) ভাবি কি সাধ ক'রে মা? না, চোখের জল ফেলি ইচ্ছে ক'রে?—পোড়া চোখ দুটোর কী যে হয়েছে—যেদিকে চায় দেখে যেন তার ছায়া, রূপ যেদিকে ফেরে শোনে কান তার গান হাসি—সব চেয়ে তার ডাক : "বড় মা!" ঐ দেখ—ফের—(চোখে আঁচল দিলেন)—মানা কি মানে ছাই পোড়া—(ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

সুলতা : অমন করে কি বড় মা, ছি! কী হয়েছে বলুন তো :

যে, এমন অলুক্ষুণে ঢঙে কথা বলা ধরেছেন মা হয়ে। মনে করুন না কেন—আপনার দুলাল দুদিনের জন্যে গেছে বেড়াতে—ফিরবে দুদিন বাদেই ?

জ্ঞানদা : আহা, তাই বলো মা তাই বলো, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আর পড়বেও—সুরে যার মা-সরস্বতী, কথায় যার মা লক্ষ্মী (প্রণাম করিয়া) কেবল—অন্ধ আমরা—বুঝতে তো পারিনা মা তাঁর, লীলা সব সময়ে—তাই-না দিশেহারা হয়ে পড়ি : যখন রতি-প্রমাণ ধূলোটা পাহাড়-প্রমাণ আঁধিটা হয়ে সব আলো দেয় ডুবিয়ে···যখন ছুঁচও বেঁধে শেল হয়ে···

চামেলির প্রবেশ

চামেলি : মুখ শুকন কেন দিদি ? (কপালে হাত দিলেন) একটু যেন ছ্যাক্ ছ্যাক্—

জ্ঞানদা : কী রাতদিন কপালে হাত দিয়ে ছ্যাঁক্ ছ্যাক্ করছে ছ্যাক্ ছ্যাক্ করছে ব'লে ঘ্যান ঘ্যান করিস্ মেজ-বৌ! আমি কি কচি খুকি না কি ?

চামেলি : কচি খুকিরও বাড়া দিদি—(হাসিয়া) এতটুকুতে টাল সামলাতে পারোনা আবার চোপা ?

জ্ঞানদা : পড়েছিলাম একজন মানুষকে ব্যাং ব'লে ব'লে পাঁচজনে তার মুখচোখ ব্যাঙের মতন চাকাপানা ক'রে দিয়েছিল। তোরা তেমনি খুকি ব'লে ব'লে বুড়িকে ফের আঁতুড় ঘরে হামাগুড়ি দেওয়াবি দেখছি।

চামেলি : বেশি আর বলতে হবে না দিদি, কথায় কথায় যা আবোল তাবোল সুরু করেছ আজকাল যে, খুকিস্য খুকিও মানে হার! (লতাকে) ঠিক্ না ? বল্ তো লতা, দিদি বকছিল কি না ওই সব

প্রলাপ—দুলাল ওঁর আর ফিরবে না সোণার সংসার গেল উড়ে পুড়ে ছন্নছাড়া হয়ে—

জ্ঞানদা। না রে মা। আমি বলছিলাম মা-মণিকে ও যেন মেঘলা আগুনে সন্ধ্যাতারার পিদিমখানি হয়েই জ্বলছে। বলছিলাম: ভুলেই গেছি যে, ওকে পেটে ধরিনি। (সুলতার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল) আহা এই তিনকাল-গিয়ে-এককালে-ঠেকা বুড়ির অকেজো, ঠুনকো প্রাণটাকে নিয়ে মা আমার এই একুশটা দিন যেন যমের সঙ্গে করেছেন লড়াই। কী সেবাটাই—

সুলতা : কী যে বলেন বড় মা। ঐ যাঃ, দেখুন দেখি ভুলেই গেছি পায়ের সেই মালিশটার কথা। চলুন বারান্দায় একটু পা মেলে বসবেন—

জ্ঞানদা : থাক না মা আজ তো ব্যথাটা নেই—

সুলতা (দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়িয়া) : সে হবে না—রমেনদা আমার ওপরই দিয়েছেন আপনাকে দেখার ভার। কাজেই—

রমেন্দ্রের প্রবেশ

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, খুব কড়া ধাইমার হাতে সঁপে দিয়েছ বটে, পান থেকে চুনটি খসবে—যো কি ?

রমেন্দ্র (হাসিয়া) : খুব হয়েছে বৌদি, পরের জন্যে নিজের শরীরের দিকে কোনোদিন যারা না তাকায়—তাদের আখেরে এমনি সাজাই দেন ভগবান্। যেমন তোমার শরীরের কথা তুলতে-না-তুলতে উঠতে আগুন হয়ে, তেমনি ডাক দিয়েছি—তোমার দুলালের কাব্যিভাষায়—(সুর করিয়া) : বনলক্ষ্মীকে—যে দাবানল জানে নেভাতে।

সুলতা : আপনারা সবাই মিলে এরকম করলে আর কক্ষনো

এ-মুখো হব না কিন্তু রমেনদা। যাক এসব, শুনুন: অমরদার কোনো খবর পেলেন?

রমেন্দ্র: না, তবে দুচার দিনের মধ্যে পাবই। চরও লাগিয়েছি হৃষীকেশের ওদিকটায়, আর—বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে দিয়েছি ছেয়ে যেখানে যা কাগজ আছে। (হাসিয়া) কিন্তু জানো সুলতা, শরণটার মাথায় এক পোকা ঢুকেছে: ও বলে ছোটবাবু কোথাও যায়নি—এই দেহাতেই কোনখানে লুকিয়ে আছে।

সুলতা: জানি, আমাকে একথা ও ফিশ্ ফিশ ক'রে আজও সকালে বলেছে। কিন্তু এরকমটা তো ভালো না—এ যে প্রায় মনো ম্যানিয়ারই কাছাকাছি।

চামেলি: কাছাকাছি কি? ওদের গুষ্টিই যে ম্যানিয়াকের দল। ওর বাপ বলত সারঙ্গি বীণা বাজালেই লক্ষ্মী সরস্বতীকে দেখতে পায়। শরণটাও তো বদ্ধ পাগল প্রথম থেকেই। তার ওপর নেশাভাং ধরেছে,—আজকাল চোখ তো ওর চোপর দিনই জবাফুল হয়ে থাকে—পাগলা গারদেই ওর মরণ লেখা আছে এই ব'লে দিলাম লিখে রাখো।

জ্ঞানদা: অমন অলুক্ষুণে কথা বলিস্ নি মেজ বউ—সকালবেলা। (প্রণাম করিয়া) দুর্গে দুর্গে—দুর্গতি হারিণি। শেষরক্ষা যেন হয় মা।

সুলতা: কিন্তু ওকে একটু দেখতে হয় তো তাহলে রমেনদা। বুঝিয়ে বলাও অন্তত যে, নেশাভাঙ করলে—

রমেন্দ্র (ব্যঙ্গ হাসিয়া): তবেই হয়েছে—ঐ গোঁয়ার গোবিন্দ শরণটাকে বোঝানো—শুনছ বৌদি?

জ্ঞানদা: সত্যি, ওকে কথা শোনাবে কে আর? পারত একজন (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) সে—ঐ দেখ্ পোড়া চোখ দুটোয় যে—(চক্ষু মুছিলেন)

চামেলি (সুরেন্দ্রকে) : এসব কথা ভুলেই আমরা ভুল করি দিদির কাছে। অন্য কথা কই এসো।

জ্ঞানদা (ম্লান হাসিয়া) : ওরকম ছেলেভোলানো ঢঙে ভোলাবি কাকে মেজবউ ? মুখে অন্য কথা বললেই কি মন অন্য কথা ভাবে রে ? না, যে-মৌমাছির মৌচাক গেছে সদ্য ভেঙে তার সামনে কাগজের পদ্মপাতা ধরতে-না-ধরতে সে ভুলতে পারে—কত সাধের চাক তার গেছে ছত্রাকার হয়ে ? ঐ দেখ্, ফের চোখ দুটোয় (চক্ষু মুছিয়া আত্মসংবরণ করিয়া সুলতাকে) কিন্তু চোখকেই বা দুষি কী ক'রে মা ? কেমন যেন মনে হয় সংসারটা একটা ছেঁড়াপাল ভাঙাহাল নৌকার মতন পাক খেতে খেতে চলেছে···সব আনন্দের দেয়ালি যেন গেছে নিভে।

সকলেই নিস্তব্ধ

জ্ঞানদা : যখন সে ছিল মা, তার উপদ্রব আবদার ছিল কচি ছেলেরও বাড়া। হাজারো ঝক্কি—হাজারো দাবী—কথায় কথায় নতুন বৌয়ের মতন অভিমানে চোখ ছল ছল করা। দেহটা যেমন জোয়ান মনটা কি তেমনি ঠুনকো ! (আপন মনেই যেন বলিয়া চলিলেন) : সময়ে সময়ে —মানুষের মেজাজ তো—মনে হয়েছে ভালো জ্বালা—মা জগদম্বাকে ডেকে এমনও বলেছি : সয না আর—দে ওকে পাঠিয়ে অন্য কোথাও— হাড় জুড়োক সব্বাইকার। কিন্তু আজ (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) গেছে তো দূর হয়ে এ-সংসারের আপদ তার সব বালাই নিয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে গেছে চ'লে সব গান সব হাসি—যেন বাড়ি থেকে আনন্দকেও দিয়েছি ঐ সাথে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় ক'রে। (চক্ষু মুছিয়া সুলতাকে) : কেবল এই কথাই বলি মা দুর্গাকে : মাগো, শেষটায় আমার মুখের প্রার্থনাটাই কানে তুললি ?—কিন্তু ওর এতটুকু বেলা থেকে—যখন

চলতে টলত ওর পা, হাসিতে ফুটত ফুল, কান্নায় ঝরত মুক্তো তখন থেকে—ওর আনাচে-কানাচেই সমস্ত অন্তরটা-যে আমার ঘুরে বেড়িয়েছে—পাছে ওর ওপর অমঙ্গলের ছায়াও এসে পড়ে···ওর এতটুকু সর্দিকাশি হলেও বুকের ভেতরটা-যে উঠেছে সন্ধ্যেবেলাকার গঙ্গার বুকের মতনই কালো হয়ে · কুস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় ক'রে জেগে উঠে দেখেছি ওর নিশ্বেস বন্ধ হযে গেছে কি না···এসব দেখলি না মা?—তবে তুই কিসের অন্তর্য্যামী? (প্রণাম করিয়া): কিন্তু অপরাধ নিস্ নি ভগবতী, মায়ের প্রাণ অভিমানে তো কত কথাই বলে, সবার মা হয়ে তুই এটুকুও কি বুঝবি না মাগো? (প্রণাম)

চরণের প্রবেশ

চরণ: মা? (বলিয়াই সকলের মুখের ভাব দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল)

সুলতা: কী ভাই? (কাছে টানিযা লইলেন)

চরণ: শরণদার চোখ টক্‌টকে লাল—দেখে এলাম ঘরে ব'সে মদ খাচ্ছে—টক্‌টকে লাল রং।

জ্ঞানদা: অ্যাঁ!

রমেন্দ্র: শেষে বাড়িতে ব'সে মদ? বৌদি—এ-ও সইতে হবে?

জ্ঞানদা: চরণ, ডেকে দে ওকে।

চামেলি: তুমি ডাকলে এখন ও এল আর কি, মোদো মাতাল—

জ্ঞানদা: শ্—শ্—যা চরণ।

চরণের প্রস্থান

রমেন্দ্র: এখন ওকে শাসন করতে যাওয়া-যে বৃথা বৌদি।

জ্ঞানদা: না ঠাকুরপো, শাসন করব না আমি। সে-বল আর

কোথায় বলো বুকে ? তবে মানুষটা চোখের সামনে যাবে রসাতলে— আর মুখ বুজে দেখে যাব এ-ও তো পারিনে। ব'লে-ক'য়ে দেখতে হবে তো অন্তত—

চামেলি : কিন্তু ওর এ-অবস্থায় কি কিছু হবে ব'লে-ক'য়ে দিদি ?

জ্ঞানদা : হতে পারে—

সুলতা : কেবল আপনারা কেউ রাগারাগি করবেন না রমেনদা— জানেন তো এ অবস্থায়—

রমেন্দ্র : তা ব'লে মোদো মাতালকে সমীহ ক'রে কথা বলতে হবে না কি শুনি ? কিচ্ছু বলি না ওকে আজকাল—একবার ওর ওপর অবিচার হয়ে গিয়েছিল ব'লে—কিন্তু তাই ব'লে যে ও আমাদের মাথা কিনে রেখেছে—

চামেলি : থাক্ থাক্—চলো বরং তুমি—আমি যাই চ'লে।

রমেন্দ্র : কখ্‌খনো না। অত ভয় কিসের ? তাছাড়া মদ খেয়ে বেটক্কর হয়ে কী বা ক'রে বসে ও—আমার থাকা অন্তত দরকার এখানে। যদি ধরো—

সুলতা : শ্—শ্—

শরণের প্রবেশ—চক্ষু রক্তবর্ণ

জ্ঞানদা : এ কি রে শরণ ? কী চেহারা হয়েছে তোর এ দু-তিন দিনে ? ময়লা কাপড়, মাথা উস্কোখুস্কো, ছেঁড়া জামা—ঈ—শ্ চোখ যে জবাফুল ! জ্বর আসেনি তো ফের ?

শরণ : না।—কিন্তু ডেকেছেন কেন ?

সুলতা (নরম সুরে) : শরণ—তুমি নাকি আবার মদ ধরেছ ?

শরণ (চামেলির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) : নামে লাগানো

সুরু হয়েছে তো ফের ? জানি, হবেই। ছোটবাবুকে তো তাড়িয়েছেন। এখন আমাকে না তাড়ালে ঘুম হবে কেন ?

রমেন্দ্র : দেখ্ শরণ—অনেক সয়েছি—শুধু বৌদির জন্যে। কিন্তু তাই ব'লে বাড়ির বৌ-ঝির ওপর মোদো মাতালও চড়া চড়া কথা কইল সইব না ব'লে রাখছি।

শরণ : মেজবাবু, সইবেন কি না সে আপনি বুঝবেন—আমি এখান থেকে নড়ছি না—ছোটবাবুর ঘরদোর আগলাবই আপনার সব শ্বশুর শালা কুটুম্বদের শনির দৃষ্টি থেকে।

রমেন্দ্র : এত বড় আস্পর্দ্ধা !—জানিস্—বৌদি, আমার আর দোষ নেই কিন্তু—

সুলতা (বাধা দিয়া) : রমেনদা—লক্ষ্মীটি—(শরণকে) শরণ !

শরণ (ঈষৎ নিচু সুরে) : দিদিমণি !

সুলতা : তুমি না ছোটবাবুর পা ছুঁযে প্রতিজ্ঞা করেছিলে আর নেশাভাং করবে না—মদ ছোঁবে না ? পা ছুঁয়ে ?

শরণ চুপ করিয়া রহিল

সুলতা : সে কথা ভুলে গেছ ?

শরণ : ভুলিনি দিদিমণি।

সুলতা : তবে ?—(খানিক উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া) : কথা দিয়ে কথা রাখবে না ?

শরণ নিশ্চুপ

জ্ঞানদা : শরণ, বাবা ! কেন এমন ক'রে দণ্ডে দণ্ডে মারিস্ আমাকে বল্ তো ? একেই দুলাল আমার নেই, তার ওপর

তুইও—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া) : আর সহ্য হয় না আমার ; সত্যি—দে তোরা আমায় কাশী পাঠিয়ে কালই—তোরাও জুড়ো, আমিও জুড়োই।

শরণ : বড় মা, কাঁদবেন না। আর এমন হবে না—কথা দিচ্ছি।

চামেলি : সে তো তুই রোজ দুবেলা দিস্?

সুলতা : আহা—মিলিদি—

চামেলি : অত আহা উহুর ধার ধারে না কেউ। চাকর চাকরের মতন থাকবে—এই মাত্তর যে আমার জ্ঞাতগুষ্টি তুলে—ছোটলোক কোথাকার মোদো মাতাল—তার ওপর আবার—

জ্ঞানদা : আহা, ও কি সজ্ঞানে বলেছে রে—

শরণ : সজ্ঞানেই বলেছি বড় মা, আর এখন আরো সজ্ঞানে বলছি যে, মোদো মাতাল ছোটলোকও ঢের ভালো পাশকরা চোর ভদ্দর ভাই ভায়রার চেয়ে।

রমেন্দ্র : জুতিয়ে মুখ সোজা ক'রে দেব হারামজাদা—বেরো বাড়ি থেকে।

শরণ (অদ্ভুত একরকমের হাসি হাসিয়া) : বলেছি তো, ছোটবাবু না এলে আমি এক পা-ও নড়ব না। এ-বাড়ি যাতে আপনার সব শালা কুটুম্বদের আড্ডা না হয় সে-ও দেখব।

রমেন্দ্র (লাফাইয়া উঠিয়া) : কী বললি ? কুত্তা কোথাকার—

শরণ : মেজবাবু, গাল দেবেন না বলছি।

রমেন্দ্র (ভেঙাইয়া) : না, পায়েস খাওয়াব জামাই-আদরে।

শরণ (জ্বলিয়া) : যাদের বাড়ি ডেকে পায়েস খাওয়ান তাদের খাওয়ানোর চেয়ে ভালো হত—খাওয়ালে। অন্তত চোর ছ্যাচড় শালা-সুমুন্দির পেটে পায়েস-পোরার চেয়ে ভালো হত।

রমেন্দ্র : বৌদি, দেখছ—দরোয়ানকে ডেকে (দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া) : চাবকে—(জ্ঞানদা মুখ ঢাকিলেন)

শরণ (অদ্ভুত হাসিয়া) : মেজবাবু, দশটা দরোয়ানেরও সাধ্যি নেই লেঠেল শরণার ত্রিসীমানায়ও আসে যদি সে একবার লাঠি ধরে।

রমেন্দ্র (পা হইতে জুতা খুলিয়া) : তবে রে ! সুযার কি বাচ্ছা—নিকালো—

সুলতা : রমেনদা, কী করেন ? বড় মা কাঁপছেন দেখছেন না ?

রমেন্দ্র (জুতা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া) : আচ্ছা পরে—জুতিয়ে—ছোটলোকের—

শরণ (জ্বলিয়া) : মেজবাবু, কথায় কথায় এই সব নোংরা কথাগুলো ব'লে আর ফাঁশ না করলেও চলবে—ভদ্দরের ভদ্দর শিক্ষা কী চীজ্।

সুলতা : শরণ !—

শরণ (তপ্ত) : কেন উনি আমাকে কুকুর শুয়োর ব'লে গাল দেবেন ? আমি কি ওঁর ধার ধারি ? না এরি নাম ভদ্দরের রীতি ?

রমেন্দ্র (জ্ঞানদাকে) : বৌদি—শুধু তোমার প্রশ্রয়েই শেষটায়—

জ্ঞানদা : শরণ !

শরণ : বড় মা !

জ্ঞানদা : কে—র এই সব ? আমি যে আর বকাঝকি করতেও পারি না রে—ভুলে গেলি সব ?

শরণ নিশ্চুপ

সুলতা : শরণ !

শরণ : তাড়িয়ে দিন না দিদিমণি ছোটলোককে ? রাখেন কেন ?

সুলতা : শরণ! তুমি বেশ জানো : তুমি ছোটলোক—না জাতে —না শিক্ষায়। বড় মা কবে তোমায় বলেছেন ছোটলোক বলো তো?

শরণ : বড় মা না বলতে পারেন, কিন্তু হামেশা ওঁরা সব্বাই—

সুলতা : ওঁদের কথা যেতে দেও, বলো তো : আজকে তোমার ভাবা উচিত সবপ্রথম কার কথা?

শরণ : ছোটবাবুর।

সুলতা : না, বড় মা-র। কারণ ছোটবাবু এখানে নেই—তোমার সব ঝক্কিই সইতে হচ্ছে ওঁকেই একা।

শরণ (চোখ দুটি জ্বলিযা উঠিল, চামেলি ও রমেন্দ্রের দিকে বিদ্যুৎকটাক্ষ করিয়া) : ছোটবাবু নেই কার দোষে?

সুলতা : যারই দোষে হোক—এটুকু বুঝবার শক্তি তোমার নিশ্চয়ই আছে যে, চব্বিশ ঘণ্টা এরকম অশান্তি করলে তাঁকে ফেরানো যাবে না।

শরণ : বড় মা আমাকে ছাড়িয়ে দিলেই তো চুকে যেত—আপদ অশান্তি হত দূর।

সুলতা : শরণ, তুমি এত কিছু বোকা নও যে, এটুকু বোঝো না : তোমাকে বড় মা এক কথায ছাড়িয়ে দিতে পারেন না। আর বুকে হাত দিযে বলো তো : সেটা মনে মনে বিলক্ষণ জানো ব'লেই—খুঁটির জোর আছে এটা বোঝো ব'লেই এত উৎপাত করো কি না—অন্য সবাইযের ওপর?

শরণ নিশ্চুপ

সুলতা : কিন্তু এসব সমযে তোমার কি বিশেষ ক'রেই মনে রাখা উচিত নয় শরণ যে শুধু অসুখে সেবা করলেই বড়মার ধার শোধ হয় না? বুঝতে পারো না তোমার সব উৎপাতই শেষটা গিযে বেঁধে তাঁরই বুকে?

শরণ : দিদিমণি—(বলিয়াই থামিয়া গেল)

সুলতা : আর এই কি তোমার নেশাভাং করার সময় শরণ ?—বিশেষ ছোটবাবুর বাড়ীতে ব'সে—যিনি মদ তো দূরের কথা, চুরুটটি পর্য্যন্ত খেতেন না ? কোথায় এই সময়েই তোমার উচিত মাথা ঠাণ্ডা রাখা, না তুমি চোখরাঙিয়ে, গালাগাল দিয়ে, নিত্য নতুন হাঙ্গাম বাধিয়ে —সমস্ত সংসারে এক মূর্তিমন্ত শনির মতন ঘুরে বেড়াচ্ছ। আয়নায়ও কি কখনো পড়ে না নিজের এই চেহারা ?

শরণ (দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আত্মসংবরণ করিয়া) : দিদিমণি, আমি বুঝি সবই, চেষ্টাও করি মদ-টদ না খেতে, হাঙ্গামও আর না বাধাতে। কিন্তু—(পুনরায় দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া একটু চুপ করিয়া জোর করিয়া সংযত কণ্ঠে) : পারি না। বাইরের ঐ দুটো ঘরের দিকে তাকালেই বুকের মধ্যে যেন চিতা জ্বলতে থাকে—আর মদ-ভাং খেয়ে চাই সে-আগুন নেভাতে। কিন্তু—(পুনরায় আত্মসংবরণ করিয়া) : আপনি এ কথা বুঝবেন কী ক'রে দিদিমণি ? আপনারা যে হলেন ভদ্দর লোক—মানিয়ে চলা যাঁদের স্বভাব।

সুলতা : আর তুমি ছোটলোক ?

শরণ : ওঁদের দুজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন না একবার (রমেন্দ্র ও চামেলির পানে কটাক্ষ করিল)

রমেন্দ্র কথা বলিতে যাইতেই চামেলি হাতের ইঙ্গিতে বাধা দিল

সুলতা : শরণ ! বারবার ঐ এক কথা বলছ কেন ?—যখন বেশ জানো যে, তুমি ছোটলোক নও—না শিক্ষায়, না বংশে, না কথাবার্তায়, না সেবায়। আর এ-ও তুমি জানো যে, অন্ততঃ তোমার বড় মা তোমাকে ছেলের মতনই দেখেন। জানো না ?

শরণ : (ছল ছল চক্ষে) জানি দিদিম—(বলিয়াই দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হেঁটমুখ হইল)

সুলতা : আর এ-ও জানি যে, ছোটবাবু তোমাকে ভাইয়ের মতনই দেখতেন। নইলে শুধু তোমার কাছে বাজনা শেখা না—সবারই বিরুদ্ধে একলা তোমার হয়ে লড়তেই ঘর ছাড়তেন না।

শরণ (সহসা আর্ত্তকণ্ঠে) : আর বলবেন না দিদিমণি, তাঁকে ফিরিয়ে আনুন এবার। আপনার দুটি পায়ে পড়ি।

সুলতা (ম্লান হাসিয়া) : আমি কি জানি তিনি কোথায় আজ ?

শরণ : জানেন দিদিমণি, জানেন। এক আপনার কাছেই তিনি কোনো কথা লুকোতেন না। আপনি নিশ্চয় জানেন এই পাটনা সহরেই তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন। বলুন আমাকে—আমি তাঁরই মোটরটা হাঁকিয়ে বেরুই—তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে।

সুলতা (ঈষৎ অপ্রতিভ) : শরণ, তোমার মাথার ঠিক নেই, তাই তুমি এমন পাগলামি করো থেকে থেকে।

শরণ : পাগলামি নয় দিদিমণি (অদ্ভুত হাসিয়া) : সত্যি বলছি সময়ে সময়ে আপনার শোবার ঘরে যেন আমি তাঁর গলার স্বর শুনি—হাসি শুনি—তাঁর এস্রাজের মিড়ও শুনি।

জ্ঞানদা (উদ্বিগ্ন) : শরণ, আয় তো এদিক পানে একবার—তোর কপালটা দেখি। নিশ্চয় তোর ফের জ্বর এসেছে, নইলে এমন ভুল বকতিস্ না।

শরণ : ভুল বকছি না মা। সময়ে সময়ে (সুলতার দিকে চাহিয়া) আপনার বসবার ঘরে শুনি সেই সাপটার হিশ্ হিশ্ শব্দও। আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি।

সুলতা : কোন্ সাপটার ?

শরণ (চামেলির দিকে দেখাইয়া ও রমেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া অদ্ভুত হাসিয়া) : যাকে ওঁরা দুধ-কলা দিয়ে পুষতে চেয়েছিলেন—জামাই-আদরে পায়েস খাইয়ে আপনার গলায় ঝুলিয়ে দিতে। বড্ড বেঁচে গেছেন দিদিমণি, ছোটবাবুর প-য়ে।

জ্ঞানদা : ঠাকুরপো—ডাক্তার দেখাতেই হবে। রতীনকে পাঠাও ডেকে।

রমেন্দ্র : আমি পারব না বৌদি, তুমি না থাকলে চাবকে যার পিঠের ছাল ছাড়াতাম—সেই ছোটলোক চাকরকে নিয়ে অত আধিখ্যেতা আমার সয় না।

শরণ : তা সইবে কেন বলুন ? সয় কেবল সাপ যখন সুন্মুন্দি সেজে আসে।

রমেন্দ্র : দেখ বৌদি, বারবার সয়েছি তোমার খাতিরে।

সুলতা : শরণ, এইমাত্র না তুমি কথা দিলে যে, আর এমন ধারা ওঁদের মুখের ওপর চোপা করবে না ?

শরণ নিশ্চুপ

চামেলি (সবিদ্রূপে) : মোদো মাতালের আবার কথা ! হায় রে হায়—কালে কালে কতই শুনব !

শরণ : মেজ বৌমা—মোদো মাতাল ঢের ভালো—

সুলতা : শরণ—বড় মাকে তুমি না মেরে ছাড়বে না।

শরণ (চমকিয়া) : বড় মাকে ? আমি ?

জ্ঞানদা : আহা ওর জ্ঞান নেই মা—ওকে বুঝিয়ে কী হবে বলো ? আয় তো এদিক পানে দেখি তোর কপালটা।

শরণ (হঠাৎ গিয়া জ্ঞানদার পায়ে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া আর্তকণ্ঠে) : বড় মা—

জ্ঞানদা (তাহার মাথায় হাত রাখিয়া) : ওঠ্ শরণ—বাবা—ছি, অমন করে কি ?

শরণ (পায়ে পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) : আমাকে দূর ক'রে দিন বড় মা, ছোটবাবু এই আপদের জন্যেই ঘরছাড়া —আপনাকেও আমি ফেলব মেরে।

জ্ঞানদা : ওরে না রে না—তোকে আপদ বলে কে ? ওঠ্—অমন ক'রে কাঁদে কি ?

চামেলি : কাঁদে বই কি দিদি—অমন আহা উহু শুনলে আমাদেরই মনে হয় কেঁদে ভাসিয়ে দি। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাটিয়া কাটিয়া) : গেঁজেল পাঁড় মাতাল কোথাকার! আবার ধেড়ে-খোকা সাজা হচ্ছে। "কত সাধ যায় রে চিতে—গোদের আগায় চুটকি দিতে।"

শরণ (তড়িদ্বেগে উঠিয়া) : মেজ বৌমা, মদ গাঁজা যাই খাই নিজের রোজগারের পয়সায়ই খাই মনে রাখবেন—আপনার বাপের পয়সায় না।

রমেন্দ্র : কী ? যত বড় মুখ নয়—

কাছের টেবিলের উপর একটি চৌকোণা ভারি মার্বেল পাথরের কাগজ-চাপা ছিল—নক্ষত্রবেগে উঠাইয়া শরণের দিকে ছুঁড়িলেন—সেটি শরণের ডান রগে প্রহৃত হইয়া ঠিকরাইয়া গিয়া ঘরের একটি বড় আয়নায় লাগিয়া ছিটকাইয়া পড়িল, আয়নাটি ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। স্থলতা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, চামেলিও ভয়ে সে-কান্নায় যোগ দিলেন—শরণ টলিতে টলিতে পাশে জ্ঞানদার খাটের ছতরি চাপিয়া ধরিল—রগ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল, শরণ মাটিতে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া গেল।

জানুয়া (চিৎকার করিয়া) : ও মাগো—পরের বাছাকে খুন ক'রে ফেললে গো—

শব্দ—কান্না ও চিৎকার শুনিয়া চরণ ও সুনন্দা ছুটিয়া আসিল ও শরণের মাথার কাছে রক্তপ্রবাহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল মুহূর্ত্তকাল। রমেন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতন দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চরণ (সহসা সম্বিৎ পাইয়া) : এ কী? শরণদা—মরে গেল গো (শরণের দেহ জড়াইয়া কান্না)

সুনন্দাও কাঁদিয়া উঠিল

পটক্ষেপ

তৃতীয় অঙ্ক

সাতদিন বাদে—বেলা প্রায় এগারটা

অমরের সজ্জিত প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরের এককোণে পার্টিশন মতন দিয়া প্রকোষ্ঠ করা হইয়াছে, সেখানে শরণ শয়ান—মাটিতে। অপর কোণে—অনেকটা দূরে ডাক্তার রঙীন বটব্যাল, অমর, সুলতা ও জ্ঞানদা গালিচায় উপবিষ্ট।

অমর : আজ দেখলি কেমন ?

রঙীন : সীরিয়াস নয় তেমন। তবে, বুঝেছেন কিনা অমরদা, একটু সাবধানে থাকা ভালো—যদিও রুগীকে নিয়ে বেশি ফাস্ করা আমি পছন্দ করি না। তবে রোজই নেশা করেছে—কাজেই একটু অ্যাগ্রা-ভেটেড হয়েছে বৈ কি। তার ওপর কপালটা কেটেছেও বেশ ডীপ হয়ে—যদিও সেপটিক হবার ভয় আর নেই। তবে মুস্কিল এই ফীভারটাকে নিয়ে। ওটা কেন যে ছেড়েও ছাড়ছে না—

জ্ঞানদা : কী হবে বাবা রঙীন ? বাঁচবে তো ?

রঙীন (ডাক্তারি হাসি হাসিয়া) : বাঁচবে বৈ কি বড় মা, ভাবছেন কেন ? বিশেষ ছোটলোকের জান—প্রায় কৈ মাছের জানেরই কাছাকাছি—

জ্ঞানদা : ওকথা বোলো না বাবা—ছি—ও আমাদের ঘরের ছেলেরই সামিল।

রঙীন (ঈষৎ অপ্রতিভ): মাফ করবেন বড় মা—ভুলে গিয়েছিলাম—

অমর (রঙীনের রক্ষার্থে): কন্‌সাল্‌টেশনের দরকার আছে তাহলে?

রঙীন: নেই? বাঃ। ঘটা ক'রে চিকিৎসা করতে হ'লে কন্‌সাল্‌টেশন হল প্রধান উপকরণ যে। তাই তো আমিই রমেনদাকে জোর ক'রে পাঠালাম কলকাতায় কোনো বড় একটা সায়েবসুবো ডাক্তার আনতে। নৈলে আমাদের হাতে বড়জোর রোগই আরাম হতে পারে—রুগী আরাম করতে হ'লে—ইন্ এ ট্রাইস—চাই সায়েব ডাক্তার।

অমর: কী যে বলিস্ রঙীন!

রঙীন: বলি কি সাধে অমরদা? ডাক্তারেরাই যে নিত্যি তিলকে তাল ক'রে আরামকে দাঁড় করায় ব্যারাম। এখন ও করছে প্রলাপ—তখন করবে, বুঝেছেন কি না, বিলাপ।

সুলতা (হাসিয়া): বাজে বকা রেখে কেসটা একটু শুনবেন কি এখন? একটু জিজ্ঞাস্যও আছে।

রঙীন (হাসিয়া): অবহিত আছি। কেমন জিজ্ঞাস্যর উত্তরে বাংলাটা লাগসৈ হয়নি?

সুলতা (হাসিয়া): হয়েছে বৈ কি। কিন্তু ঠাট্টা রেখে শুনুন। প্রলাপ বলছিলেন, ও সব সময়েই কিন্তু ভুল বকে না। মাঝে মাঝে বেশ সহজ মানুষের মতনই কথা বলে।

রঙীন: তাই তো হবে মিস্ চাটার্জি। ম্যানিয়াকদের, বুঝেছেন কি না, রীতই যে এমনি। এই ধরুন না কেন, কিছুদিন আগেও ওকে পেয়ে বসেনি কি এই আইডিয়াটা যে ওর ছোটবাবু এই পাটনায়ই কোথাও লুকিয়ে আছেন? এ সব ধাতে ঐ এক-একটা ম্যানিয়া বাদে,

বুঝেছেন কি না, সে স্পীক লাইক নরম্যাল ম্যান—বলা যায় বাংলা ভাষায়।

জ্ঞানদা : এখন আবার বলছে কি (দুলালকে দেখাইয়া) : ও ওর ছোটবাবুই নয়, সেজে এসেছে।

রঙীন (স্তোৎসাহে) : ঐ দেখুন মিস্ চাটার্জ্জি, idée fixe যাকে বলে বলছিলাম না একটু আগে? মনো ম্যানিয়াকদের ধরণই ঐ যে—যাকে বাংলাভাষায় বলে, বুঝেছেন কি না, ওদের সেকেণ্ড নেচার।

সুলতা : বরফ কি বেশি দেব মাথায়?

রঙীন : খুব অস্থির করলে দেবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে, বুঝেছেন কি না, good nursing means half the battle; আর কেবল দেখবেন—কোনো রকম ইন্‌টেন্স ইমোশন যেন না হয। ব্লডপ্রেশার একটু বেশি কি না—বেশি ইমোশন হলে টলে খারাপ টার্ণ নিতে পারে—কোনো ব্লডভেস্‌ল্ রাপ্‌চার হযে। কেবল একটা কথা। আমরা এখানে কথাবার্ত্তা কইলে—

জ্ঞানদা : সে ভয় নেই বাবা। ও চিরদিনই ঘুমোয কাটের মতন—ঠেলে ওঠানো যায় না। এখানে নন্দা ও চরণ কুরুক্ষেত্তর বাধালেও ওর ঘুম ভাঙবে না। আবার জাগলেও একটু সময়েই নেতিয়ে পড়বে ঘুমে।

রঙীন (প্রীত) : এটা খুব ভালো—আমি তো ভাবছিলাম—এতটা দূরে হলেও—এই যে গল্পটল্প হচ্ছে রুগীর ঘরে।

সুলতা : তাতে কিচ্ছু হয় না ডাক্তারবাবু দেখেছি। ওর যখন ঘুম ভাঙবার ভাঙবে—যখন ঘুমোবার ঘুমুবে দু মিনিটে। কেবল মাঝে মাঝে বড্ড বকে কেন?—কম জ্বরেও?

রঙীন : ওটাও ওদের ধাত। কিন্তু কী বলে শুনেছেন?

সুলতা : সে কত সময়ে কত কী। কখনো বলে : বাঁচান

ছোটবাবু ;· কখনো : আমি আর বাঁচব না ছোটবাবু, দেখা হল না আর ; কখনো : ছোটবাবু, ফিরে আসুন। তাছাড়া অর্থহীন কত কথাই যে বলে তার সীমা নেই। তবে ঘুরে ফিরে আসে ঐ ছোটবাবুর প্রসঙ্গেই।

রঙীন (অমরকে) : সেই-যে বিউবনিক প্লেগে মর-মর অবস্থায় ওকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন, সেই থেকে আপনি হয়েছেন ওর হীরো অমরদা। আপনি এরকম, বুঝেছেন কি না, বেমক্কা বেড়াতে চ'লে না গেলে এটি হত না।

জ্ঞানদা (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) : সে যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই বাবা, এখন খুব ভালো ওষুধ দিযে ওকে সারিয়ে তোলো— মা দুর্গা তোমার মঙ্গল করবেন।

রঙীন : এসব অসুখে বড় মা, ওষুধ যাকে বলে ইউসলেস। তবে (সুলতাকে) বলেন তো খুব ভালো ভালো ওষুধের প্রেস্কৃপশন্ লিখে দিয়ে যেতে পারি—খুব দাম, কিন্তু, বুঝেছেন কি না, নো গুড্।

সুলতা (হাসিয়া) : তবু এমন মহামূল্য মাল এত সযত্নে প্রেস্ক্রাইব করেন কেন শুনি ?

রঙীন (হাসিয়া) : ঠাট ঠাট মিস্ চাটার্জি, দি হোল ওয়র্লড্ ইজ—বুঝেছেন কি না—ইরেক্টেড অন দি প্রিন্স অফ ঠাট। এই-যে গরম দেশে হ্যাটকোট চাপিয়ে, রসিক চূড়ামণি ডি এল রায়ের ভাষায়, "বিলিতি বাঁদর" সেজে ঘুরে বেড়াই, এ-ও যেমন ঠাট চঙ্ প্রিটেনশন—বড় বড় গালভরা বুলি কপচে টু ট্রাই টু ইম্প্রেস দি পেশেণ্টস্ও তেমনি। ঐ যে বললাম দি হোল য়ুনিভার্স,—বুঝছেন কি না মিস্ চাটার্জি, বলিনি কালও ?—বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে রাউণ্ড দি ফোকাস অফ ঠাটদেবী,— ঠাট, আর তাঁর বঁধুয়া রূপচাঁদ। বাট্ হোয়াই ব্লেম দি পুওর ওয়র্লড্ ? অমন-যে ইথিরিয়াল দেবতারা তাঁরাই কি হাই সাউণ্ডিং স্তবস্তুতির

চণ্ডীমণ্ডপে না চেপে বসলে, রাওতার গয়না পরতে না পেলে প্রসন্ন হতে চান?

সুলতা (হাসিয়া) : সবটবও বুঝি ঠাট?

রঙীন : নয়? এই বড়মাকেই জিজ্ঞেসা ক'রে দেখুন না : সেই শিশুকাল থেকে তো উনি ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে আসছেন, কখনো কি ঠাকুরকে একটা চালও দাঁতে কাটতে দেখেছেন? অথচ, বুঝেছেন কি না, তবু ভোগ দেওয়াই চাই। নইলে—ঠাকুর জন্ম-ফোগলা হলেও দাঁতের ঠাট বজায় থাকে না-যে। কেবল জগন্নাথ ঠুঁটো যখন হতে পারেন তখন ফোগলা-যে কেন হতেই পারবেন না—

জ্ঞানদা (হাসিয়া) : রঙীন, মা-লক্ষ্মী আমার ব্রহ্মজ্ঞানীদের ঘরে মানুষ হয়েও কিন্তু দেবতাদের নামে এমন কুচ্ছো করেননি বাবা, যা তুমি করতে সুরু করেছ হিঁদুর ছেলে হয়ে।

অমর : তবে এ-ও যে ঠাট বড় মা। উনি সাক্ষাৎ ডক্টর আর, ডি, বটব্যাল-যে, চব্বিশ বছরেই সাক্ষাৎ লণ্ডনের এম-বি, হয়েছেন—বেপরোয়া হয়ে সব কিছুরই হাটে-হাঁড়ি-ভাঙা-যে ওঁর পেশা—এ-ঠাটটাকে বজায় রাখতে হলেও তো এমনি সব চটকদার বুলিই কপচাতে হবে।

রঙীন (খুব হাসিয়া) : অমরদা, টিট ফর ট্যাট দিয়েছেন বটে পালটে। তবে এটা আমার শুধু বুলিই নয়। আমি সত্যিই—বড় মা রাগ করবেন না, একটু ক্ষ্যামাঘেন্না করবেন এহেন দুর্ভাগাদেরকে—আমি সত্যিই আপনাদের ঐ স্বাবাদেবীর হালচাল, বুঝেছেন কি না, ঠিক ঠাউরে পাই না—আপনাদের লীলা কথাটাও ঠেকে—যাকে বাংলাভাষায় বলে নেবিউলাস্—ঝাপসা। (অমরকে) : এই বেচারা শরণটাকেই দেখুন না—আপনি গেলেন তোফা বেড়াতে—ও বেচারা হীরো-হীন হয়ে বসল

শিঙে ফুঁকতে। ইট মে বি প্লে টু দি হিরোজ, বাট ইট ইজ ডেথ টু দি ওয়ার্শিপর্স—না মিস্ চাটার্জ্জি?

শরণ (উঠিয়া বসিয়া) : ছোটবাবু, ছোটবাবু, মেজবাবু আসছেন মারতে। ওঁকে ব'লে দিন : আপনার ভাই ব'লে ঢের রেয়াৎ করেছি, কিন্তু ছোটলোকের গায় হাত তুললে সে ছাতু ক'রে দেবে তাঁর মতন দশটা ফোতো বাবুকে।

সুলতা (শরণের কাছে দ্রুতপদে গিয়া) : শরণ!

শরণ (খানিকক্ষণ বিহ্বল ভাবে সুলতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) : দিদিমণি?

সুলতা (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) : হ্যাঁ শরণ। মেজবাবু তোমায় আর মারতে আসবেন না কোনোদিন।

শরণ (জ্বালার হাসি হাসিয়া) : ছোটবাবু দিয়েছেন কলকাঠি টিপে—সাধ্যি কি ফের মারতে আসবেন?

জ্ঞানদা (কাছে গিয়া) : শো দিকি শরণ। তোর ঘুমনোই সবচেয়ে ভালো ওসব হিজিবিজি না ভেবে। তাহলেই শীগ্গির উঠবি সেরে।

শরণ (বিহ্বল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) : বড় মা?

জ্ঞানদা : হ্যাঁ—তুই কেন অমন থেকে থেকে মারল মারল ব'লে ক্ষেপে উঠিস্ বাবা! দেখছিস্ না সবাই তোকে কত আদর যত্ন করছে! তোকে কেউ কোনোদিনই আর মারতে আসবে না—ছোটবাবুর হুকুমে।

শরণ (সহসা) : বড় মা, ছোটবাবু কবে আসবেন!

অমর (কাছে গিয়া) : এই যে আমি এসেছি শরণ! (মাথায় হাত দিয়া) চেয়ে দেখ্।

শরণ (ফ্যাল ফ্যাল করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) :

মেজবাবু! কেন মিথ্যে ফের ছোটবাবুর ছাই রঙের আলোয়ানটা জড়িয়ে এসেছেন! ও কি আপনাকে মানায়! না, দেব্‌তার মুকুট মানুষের পরা উচিত?

সুলতা (অমরকে ইঙ্গিত করিয়া সরাইয়া দিয়া): শরণ! শোও —লক্ষ্মীটি।

একরকম জোর করিয়াই শোওয়াইয়া দিল ও সকলে দূরে আসিয়া বসিল। খানিকক্ষণ সবাই নিশ্চুপ

জ্ঞানদা (মৃদু সুরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) বাছা আমার পাগল হয়ে যাবে না তো রঙীন?

রঙীন: দ্যুৎ! ওর হয়েছে কী বড় মা? মাত্র একটু ভুল বকছে —ওর বিকারের ঘোর একটু রয়েছে ব'লে। তবে ভুল কে না বকে বলুন?

সুলতা (হাসিয়া): বিশেষ ধন্বন্তরীরা। (সকলের হাস্য) কিন্তু সবটা ভুল নয় ডাক্তার বাবু—আপনাদের মতন কিছু কিছু বেশ বুঝছে —ধরতেও পারছে। অমরদার ছাই রঙের আলোয়ানটা চিনল, অথচ আশ্চর্য্য!—অমরদাকে কিছুতেই ওর ছোটবাবু ব'লে চিনতে পারছে না।

রঙীন (হাসিয়া): অর্থাৎ ধন্বন্তরীদের মতন মনোম্যানিয়াকদের পুরো বিকার নয় মিস্ চাটার্জ্জি, এ-ও বুঝলেন না?—আধা-বিকার —হাফ ডেলিরিয়াস আর কি। (সকলের হাস্য): আর এমনিই হয় ওদের, ঠাট্টা নয়। শুনুন বলি: আমি একটি রুগী দেখছি আজকাল। ছেলেমানুষ বউ, টির‍্যানিক্যাল শাশুড়ীর অত্যাচারে অত্যাচারে পড়ল শক্ত অসুখে। সেরেও উঠল, কিন্তু কোত্থেকে এক ভূত চাপল মাথায়: যে, তার স্বামীর, বুঝেছেন কি না, সব ভালো কেবল এক শাঁকচুন্নির পেটে জন্ম। সব বিষয়েই খাসা নর্মাল—লোক

লৌকিকতা—ম্যানার্স—সবই একেবারে আইডিয়াল—বুঝেছেন কি না—স্বামীর সেবা করে, যত্ন করে. বাড়ির সবাইয়ের আদর করে—কেবল শাশুড়ীকে দেখলেই (হাসিয়া) বঁটি নিয়ে যায় তেড়ে। বলে: "ও তোর পেটে হয়েছে ব'লেই না দিন রাত স্বস্ত্যয়ন করছি তবু তুই দূর হবি না?" ঐ কুঁদুলে শাশুড়ী—শেক্সপীয়রের শ্রু-র চেয়েও দজ্জাল—সে-ও, বুঝেছেন কি না, ভয়ে একেবারে কাঁটা! ছেলের মহল থেকে গত শনিবারেই নিজের মহল নিলেন আলাদা ক'রে মধ্যে পাঁচিল তুলে দিয়ে।

স্নলতা (হাততালি দিয়া): বেশ হয়েছে—ডেলিশাস্! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

জ্ঞানদা (হাসিয়া): দেখলে বাবা দেবতাদের লীলা! কথনো কথনো আবার বেশ বোঝাও যায়, ও মনে হয় তাঁরা শুধু-যে অমানুষ তাই নয়—দেবতাও বটেন।

রঙীন (হাসিয়া): কিন্তু সে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ ঠিক তা বলেন না বড় মা!

স্নলতা: কারুর পোষমাস কারুর সর্ব্বনাশ যে এ জগৎটারও ঠাট ডাক্তার বাবু। তাই দেখুন, মনো ম্যানিয়ার ভূতও কথনো কথনো দজ্জাল ভূতিনীকে দূর করে—ভূতনাথের লীলায়।

রঙীন: মিস্ চাটার্জ্জি, এ ধরণের মতামত আপনার—বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড মী—একটু রয়ে সয়ে ফাঁশ করলেই ভালো নয় কি! শুধু গানের খুঁটির চেয়ে বিয়ের খুঁটি—বুঝেছেন কি না—বেশী, যাকে বাংলা ভাষায় বলে, রিলায়েব্ল। সেটা যতদিন গাড়া না হচ্ছে ততদিন একটু অবলাই সাজুন—আই গিভ ইউ দি টিপ্ অ্যাজ অ্যান ওল্ড ফ্রেণ্ড।

অমর: কী যে হয়েছিস্ তুই রঙীন, বিলেত থেকে ফিরে এসে অব্ধি—বড় মা-র সামনে—ইনকরিজিবল—

জ্ঞানদা (সুলতার গাল টিপিয়া) অত লজ্জায় রাঙা হবার দরকার নেই মা নেই। (রঙীনকে) আর বাবা, আমরা সেকেলে বুড়ো হাবড়া মানুষ হলেও বঁটি পর্ব্বের আগে শাশুড়ি-রূপ খুঁটি পর্ব্বের গঙ্গাযাত্রা করাতে জানি—মা লক্ষ্মীকে অত ভয় না-ই বা দেখালে।

সুলতা : বড় মা, আপনি ভা—রি—

জ্ঞানদা : মা-মণি, এককালে আমাদেরও যৈবন ছিল গো ছিল—যখন আমরাও জানতাম কাঁটা ফুলের তফাৎ—যখন আমাদেরও মনের সঙ্গে তোমাদেরই মতন হত কানে-কানে কথা।

সুলতা (জোর করিয়া হাসিয়া) : কী রকম একটা নমুনা দিনই না মা একবার।

জ্ঞানদা : শুনবে মা ?—শোনো তবে। আমাব বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে তখন সবে। সেই সময়ে মনকে নানা কথা চুপি চুপি শুধোতাম ও তার জবাব লিখে রাখতাম ছড়ায়। সেই সময়কার বউ-মন-সংবাদ ছিল এই :

চাস বিয়েতে কী মন আমার ? শ্বশুর গদীয়ান ?
দুর্—দেখে বৌ-ঘোড়া যাঁর হয় খোঁড়া পাদুখান ?
তবে কি তুই চাস ঢল ঢল রসাল ননদী ?
দুর্ দুর্—ঠাকুঝি আবার হয় কবে দরদী ?
চাস কি তবে তুই শাশুড়ির—?—দুর্ দুর্ দুর্ ভূত !
বলব কানে কানে ?—শুধুই চাই ওঁয়াদের পুত।

রঙীন (হো হো করিয়া হাসিয়া) : বড় মা, আপনার ছড়া আগেও শুনেছি দু-চারটে, কিন্তু এটা একেবারে, বুঝেছেন কি না, রঙের টেক্কা।

জ্ঞানদা : এসব ব্যাপারে টেক্কারও টেক্কা আছে বাবা—সে সব তোমাদের বলব পরে—ওকে সারিয়ে তুললে পর।

রঙীন : শুধু এই বখশিশ বড় মা ?

জ্ঞানদা : বাবা, নেমকহারাম হোয়ো না।

রঙীন : মোটেই না মা—তবে (স্থলতাকে) আচ্ছা মিস্ চাটার্জি আপনিই বিচার করুন তো : একেই কি বলে নেমকহারামি ?—এই বাড়িতেই উনি ওঁর এক বকুলফুল না সাগর-মুন সইয়ের অর্দ্ধেক-রাজত্ব-হীন কেশোবতী রাজকন্তের সঙ্গে, বুঝেছেন কি না, আমায় ইন্‌ট্রোডিউস করিয়ে দিয়ে ফাঁশালেন। এখন সেই কন্তে ও বাঁধভাঙা প্রবল বন্তেদের জন্তে খেটে খেটে লালচে রঙীন নীল মেরে গেল—তবু নেমক-হারাম হলাম আমি ?—আমি তো আমি বড় মা, রোজ তাঁতে-আমাতে যখন, বুঝলেন কি না, ষ্টর্ম ইন এ টী কাপ বাধাই, তখন বাড়ীশুদ্ধ ভুক্তভোগীর দল গায় আপনারই গুণ—কাকে কার স্কন্ধে চাপাতে হয় তার অব্যর্থ সন্ধান জানার দরুণ।

জ্ঞানদা (হাসিয়া) : বাবা রঙীন, বাঘের কাঁধ শোয়ারীর জন্তে তৈরি নয় ব'লেই না ঘোড়ার সৃষ্টি—জানো তো সবই বাবা—কেন আর ? দেখতে-না-দেখতে যাঁদের মাথায় তুলে নাচা দাও সুরু ক'রে—তাঁদের পা যদি পরে আর ভুঁয়ে ঠেকতে না-ই চায় তবে সে-দোষ কি তাঁদের পা-র না তোমাদের মাথার বাবা ? (স্থলতাকে) তবে কি জানো মা, তোমাদের শ্রীচরণ যখন ওঁদের মাথায় জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে, তখনই ওঁরা সব চেয়ে সহজে টাল সামলাতে পারেন।

রঙীন : শুধু স্বীকার করেন না চরণ-হারাম হতে চেয়ে—এই বলতে চাচ্ছেন তো ?

জ্ঞানদা : না—বাবা—শুধু ঠাট বজায় রাখতে চেয়ে, বুঝলে না ?

সকলের হাস্ত

রঙীন (সুলতাকে) : বড় মা হচ্ছেন যাকে বাংলা ভাষায় বলে : রিয়ালিস্‌ট্‌ নম্বর ওয়ান্‌, জানেন ? প্রিয়ভাষিণী না হতে পারেন কিন্তু অসত্যনাশিনী।

অমর : তা হতে পারেন কিন্তু যাকে এসব সত্যি-কথায় তালিম দিচ্ছেন তার পরকালটি—

জ্ঞানদা : ভয় নেই রে দুলাল ভয় নেই, যা সত্যি তাতে তালিম দিলে পরকাল ঝর্ঝরে হয় না—বরং আখেরে ইহকালেরও একটা সুরাহা হয়! (সুলতাকে) : মা, আমি বলি কি জানো, তোমাদের ঐ প্রথম দেখার পরেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা, চাঁদের-দিকে-চেয়ে-থাকা,—এমন কি সময়ে সময়ে মূর্চ্ছো যাওয়াও খুব মন্দ না—যদি শেষটায় ওদেরকেই ফাঁপিয়ে না তোলো।

সুলতা (হাসিয়া) : তুললে এমনই কি ক্ষতি বড় মা ?

জ্ঞানদা : শুধু এই যে, দুদিন যেতে না যেতে ও সব রংঢঙের হয় আকাশ পিদিমের অবস্থা—না দেয় আকাশে আলো, না হয় ঘরের বাতি। বামধনুকে নিয়ে কাব্যি-লেখাও খাসা জিনিষ মা, তার নিজের জায়গায়—কেবল যেখানে শেকলের দরকার সেখানে বিনি সুতোর মালা দিয়ে কাজ গুছোনো যায় কি ?

রঙীন (সোৎসাহে) : তাইতো আপনাকে বার বার বলি অমরদা, যে, ছড়ার ফুলঝুরি কেটে মেয়েদেরকে ড্রীমী ঢঙে পেণ্ট করবেন না, করবেন না। রিয়ালিসমে ওঁরা, বুঝেছেন কি না, ডাক্তারকেও দেন হকচকিয়ে। তবে ভাগ্যে বিয়ে-না-করার নামই পোইট্‌—তাই, বুঝেছেন কি না, কবির দলের আজও ক্লায়েণ্টের অভাব হয়নি।—আরে, এই যে রমেনদা। কী হল ?

রমেন্দ্রের প্রবেশ

রঙীন : মিলল ?—

রমেন্দ্র : না, ডক্টর হালদারের এখন নিশ্বেস ফেলার সময়—এ কী !—অমর ! কবে এলি রে ?

অমর : পরশু মেজদা—তুমি রওনা হবার ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই। (প্রণাম করিয়া) শুনলাম তুমি কলকাতায় গিয়েছিলে ডক্টর হালদারকে কন্‌সাল্‌টেশনে ডাকতে ? কী হ'ল ? এলেন না তিনি ?

রমেন্দ্র : না কত বললাম—চতুর্গুণ ফী হাঁকলাম—কিছুতে না।

রঙীন : তখনই বলিনি কি রমেনদা ? তিনি-যে সাক্ষাৎ গম্ভীরপুরের জমিদার মহীরাবণ পাকড়াশির শালার ভায়রাভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরের পিসতুত ভগিনীপতির চিকিৎসার ভার নিয়েছেন।—সে ছেড়ে, বুঝেছেন কি না, কোথাকার-কে এক চাকরের ট্রিটমেণ্ট করতে আসেন কোন্ লজ্জায় বলুন।

রমেন্দ্র : সত্যি, তাঁর নাক-উঁচু টোন ও গোঁফ-ওঁচানো ভঙ্গি দেখলে—

রঙীন : মনে হয় একটি বিরাশি শিক্কা ওজনের ব্যাকহাণ্ডার দিই বসিয়ে, এই না ?—কিন্তু তাতে ফল নেই রমেনদা। Men may come and men may go, but snobs will go on for ever ; রাসেল বলেছেন : তিনি বাইব্‌লের কেবল একটি মহাপ্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন—তাঁর নাম শয়তান। আমিও তেমনি, বুঝেছেন কি না, সমাজে একটি দলকে মনে করি ইটার্নাল—যাদের বাংলাভাষায় বলে স্নব্‌। কিন্তু থাক্ তাহলে কন্‌সাল্‌টেশনে ডাকলেন কাকে ?

রমেন্দ্র : মেডিকাল কলেজের পিয়ার্সন সাহেবকে। তিনি এক্ষুনি

যে-এক্স্‌প্রেসটা আসছে তাতে এলেন ব'লে। কিন্তু কিছু মনে কোরোনা রঙীন তুমি থাকা সত্ত্বেও অন্য একজন ডাক্তারকে—

রঙীন : যাকে বাংলাভাষায় বলে নট্‌ অ্যাট্‌ অল্—রমেনদা। সত্যিই তো আমি এখন ডাঁশিওনি—মোটে পঁচানব্বইটিকে পটল-তুলিয়েছি। অবিশ্যি মাত্র দশমাসের প্র্যাক্টিসে এ-হেন রেকর্ড প্রমিসিং—কিন্তু (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) : হাজারের কোঠায় উঠে চিকিৎসক হওয়া—

অমর : তোর এ-বিলাপ শুনে কাল আমি বৈদ্য-বিলাপ কাব্য লিখেছি জানিস্?

কাঁদিল সীজর সেকন্দর শা বীর্য্য স্মরি'
"কচুকাটা"—যার রটিল সুনাম পঁচিশে, মরি!
তেমতি বৈদ্য কাঁদিয়া কহিল বুক চাপড়ি' :
"চিকিৎসকের কীর্ত্তি যে হায় আলেয়া-পরী!
আর কতদূর—ধন্বন্তরি?—ড্রাগ্ বিতরি'
কবে—কবে হব লাখোমারী—বল্, চরণে ধরি।"

রঙীন (হো হো করিয়া হাসিয়া) : সাবাস অমরদা! বড় মার সুপুত্তুর বটে—যাকে বাংলাভাষায় বলে "এ চিপ্ অফ্ দি ওল্ড ব্লক্— কিন্তু মাভৈঃ, ধন্বন্তরি বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—যে-রেটে কলেরা দেখা দিয়েছে, বুঝেছেন কি না, তাতে তাঁর ম্যাণ্ট্‌ল পড়ল ব'লে এ-কাঁধে। জানেন—দুটো কলেরা রুগী এখনো হাতে।

সুলতা (সত্রাসে) : আর আপনি এখানে ব'সে বাজে গল্প ক'রে— হাউ হার্টলেস!

রঙীন : অন দি কনট্রারি, মিস চাটার্জ্জি, আমি হার্টফুল ব'লেই না গিয়ে তাদের একটা চান্স দিচ্ছি—বাঁচবার! এতদিন তবু রক্ষে

ছিল—আমাদের ডেড্‌লি ড্রাগ্‌রা রক্তের মধ্যে ঢুকতে একটু, বুঝলেন কি না, টাইম নিত। তাই ধন্বন্তরি মূলমন্ত্র দিয়ে দিয়েছেন—দাও ইনট্রা-ভেনাস—আর দেখতে হবে না—হুঁ হুঁ—এবার ইঞ্জেক্‌শন শিরাস্থ শিরা ফুঁড়ে, বুঝলেন?—দেখতে না দেখতে রুগীর রোগলীলা সাঙ্গ।

অমর : যাঃ, সিনিক কোথাকার। পালা—কলেরা রুগী হাতে, আর সত্যিই বকরবকর ক'রে মোলো।

রঙীন (টুপি লইয়া) : আরে, অমরদা—আপনি কি ভাবছেন : আই ডোণ্ট মীন হোয়াট আই সে?

জ্ঞানদা : তামাশা রাখো বাবা, যাও—মা গো মা. কী ছেলে বাবা তুমি!—(তর্জ্জনী তুলিয়া) : না, আর কথাটি না। তাড়াতাড়ি হবে আমাদের মটর গাড়িটা চেপে যাও। আহা, সে বেচারারা আছে তোমার পথ চেয়ে।

রঙীনের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

জ্ঞানদা (গালে হাত দিয়া) : কী ছেলে গো!

অমর : ওটা সত্যিই বিশ্বেস করে না মা ওষুধ পত্রে। বলে রুগীদের কচ্ছপের জান তাই ওষুধ খেয়েও বাঁচে।

রমেন্দ্র : যেতে দে ও হতভাগা সিনিকটার কথা। কিন্তু কোথায় ছিলি এতদিন বল্‌ তো?

অমর (হাসিয়া) : থাকিনি কোথাও-ই মেজদা—ভ্রাম্যমান হয়ে টহল মেরে বেড়াচ্ছিলাম—আজ এখানে কাল ওখানে পরশু সেখানে ক'রে। সেই-যে ধূলোপায়ে বেরুলাম রাগের মাথায়—তো বেরুলামই। মোটরে সোজা কিউল। সেখান থেকে ট্রেনে কাশী। কাশী থেকে

এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ মোরাদাবাদ পয়লা নম্বর। দোসঁরা নম্বর দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন। তেসরা—এইটেই যা গোপন কথা—হরিদ্বার কনখল হয়ে হৃষীকেশ পেরিয়ে সোজা লছমনঝোলা। সেখানে ছিলাম প্রায় পনের দিন।

সুলতা : কোথায় ?

অমর : ও বাবা, সে কথা বলতে পারি মেজদার সামনে ?

জ্ঞানদা : আহা, দেখলি টেখলি বাবা (প্রণাম করিয়া)—তাঁদের ? কোনো নাগা সন্নিসি টন্নিসি ?

অমর : নাগা নয় মা, তবে দেখেছি একটি মানুষ। সে সব বলব পরে তোমায় কানে কানে।

জ্ঞানদা : বল্ না বাবা শুনি একটু। সংসারে যে কী আষ্টেপিষ্টেই বেঁধেছেন মা—ওসব মহাপুরুষদের কথা শুনলেও যেন একটু ছাড়া পাই। বন্ধ ঘরে আসে সমুদ্দুরের হাওয়া।

রমেন্দ্র : হ্যাঁ, দাও ওকে এতেই দাও আস্কারা প্রাণ ভ'রে। কেবল যখন ও-পাগলা ব্যোম ব্যোম ক'রে দেড়হাত্তা উকুনভরা দাড়ি নিয়ে তোমার-ঐ "মহাপুরুষ"দের গাঁজার আড্ডায় নাক টিপে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ ব'লে বুঁদ হয়ে ব'সে থাকতে চাইবে তখন বুক চাপড়ে কেঁদে বোলো না—"আমার দুধের বাছার এ-হাল কে করলে গো ?"

জ্ঞানদা : ছি ছি, অমন কথা তামাশা ক'রেও বলতে নেই! (প্রণাম করিয়া উদ্দেশে) শাপমন্যি যেন লেগে যায় না বাবারা—এরা হল অবুঝ—গায়ে মেখো না এসব! না ঠাকুরপো, বলো, এসব ঠাট্টা আর কখখনো করবে না সাধুসন্তদেরকে ঠেশ দিয়ে। কথা দাও।

রমেন্দ্র (হাসিয়া): আচ্ছা গো আচ্ছা, এবার থেকে দৃষ্টি রাখব যাতে দূরে থেকে এ সব ঠাট্টা শুনতে পেয়ে সাধুসন্তেরা ভস্ম ক'রে দেবার ছুতোও খুঁজে না পান। কেবল ভাবি: দুলাল তোমার অমন গোঠ থেকে ফিরলেন কী দুঃখে?

অমর: অমন গোঠেও খবরের কাগজ পৌঁছয় ব'লে মেজদা। দেখলাম শরণের অসুখ—বড় মার শরীর খারাপ—

শরণ (বিছানায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া): ছোটবাবু, ছোটবাবু,—মেজবাবু দশটা লাঠিয়াল নিয়ে আসছেন। গুঁড়ো ক'রে দেব কিন্তু, আর আমার দোষ নেই। লেঠেল-সর্দার শরণ যদি লাঠি ধ'রে মহড়া নেয় তবে দশটা তো দশটা পঞ্চাশটা মরদের সাধ্যি আছে—

অমর (কাছে গিয়া): কী হয়েছে শরণ? কোথায় লাঠিয়াল?

শরণ (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া): কে তুই? কেন এইছিস্ এখানে ছোটবাবুর মুখোষ প'রে?

জ্ঞানদা: সত্যিই ছোটবাবু যে রে।

শরণ: বড় মা, মাঠে ছোটবাবুর ছায়া পড়লেও আমি আধকোশ দূর থেকে ব'লে দিতে পারি—আর তোমরা আমায় ছেলেভোলাচ্ছ—ছোটবাবুর মুখোষ পরিয়ে একটা রাস্তার লোককে এনে?

সুলতা: রাস্তার লোক নয় শরণ—চাও তো মা কালীর নাম নিয়ে বলতে পারি।

শরণ: উঁহুঃ। ওতে হবে না।

সুলতা: তবে কিসে হবে বলো?

শরণ: প্রমাণ দিতে হবে যে, ও ছোটবাবু।

সুলতা: কী ক'রে?—বলো।

শরণ (সহসা) : হয়েছে হয়েছে—বাজাক তো দেখি ও ছোটবাবুর সেই "কৃষ্ণের মঞ্জীর মায়" গানটা—(সানন্দে) হুঁ হুঁ, সেটি হবার জো নেই দিদিমণি—ও গান, ছোটবাবু আর আমি ছাড়া কেউ এস্রাজে তুলতে শেখেনি—একটি মেড় তুলেছে কি ধ'রে ফেলেছি।

সুলতা : আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু শুধুই বাজনা? না সঙ্গে গাইব আমিও?

শরণ (সাগ্রহে) : গাইবেন দিদিমণি? আহা, আপনার গলায় তাঁর শেখানো প্রতি খোঁচটি ওঠে ফুটে। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) : কিন্তু আপনারা তামাসা করছেন : ছোটলোক চাকরকে কখনো ভদ্দর-লোকে—তা আবার মনিবে—গান শোনায়? ঐ মেজবাবুকেই জিজ্ঞেসা ক'রে দেখুন না—

রমেন্দ্র : শরণ, যা হয়ে গেছে—রাগের মাথায়—তাকে মনে রেখোনা।

শরণ (ম্লান হাসিয়া) : মনে রাখবে কে মেজবাবু? চাকরে?—কিসের জোরে? সে কি ভদ্দর?

সুলতা : যেতে দাও ওসব শরণ। (অমরকে) : ধরুন তবে এস্রাজটা—ঐ যে—আপনার ডান দিকে—শরণের বালিশের পাশেই আছে।

অমর (এস্রাজ হাতে তুলিয়া) : বাজালে বিশ্বাস হবে তো শরণ?

শরণ : হবে, কিন্তু একটি ভুল পর্দায় হাত পড়েছে কি ধ'রে ফেলেছি। হুঁ হুঁ—বুঝেছিস্ : সে যে-সে-হাত নয়—তার জোড়া ভুনিয়া ঢুঁড়লেও মেলা ভার—ফাঁকি চলবে না সেখানে।

সুলতা : ধরুন—না, আর এক পর্দা খাদে নিন—কোমল ধা-য়। ক'দিন রাত জেগে গলাটা একটু ধ'রে আছে।

অমর বাজাইল স্থলতা গাহিল :

কুঞ্জের মঞ্জীর মাঝ সুরহীন স্বর পায় লাজ,
অন্তর গায় : "সাজ্ সাজ্
উৎসব-রব-ছন্দে ;"
মন্থর প্রাণ-কুঞ্জে মূর্চ্ছন-মিড় মুঞ্জে
ভৃঙ্গের আশ গুঞ্জে—
ফাল্গুন-স্তব-গন্ধে।

"দোল্ দোল্"—গায় মর্ম্মে : "দূর্ কর্ দায় কর্ম্মে,
তোল্ নর্ত্তন-নর্ম্মে
সঙ্গীত-স্রোত চঞ্চল
ভক্তির রং দীপ্ত, বিশ্বের হৃদ্ তৃপ্ত,
স্বপ্নের দল রিক্ত
ভরপুর রস-উচ্ছল।"

অম্বর ঐ গলল, অঙ্কুর লাখ ফলল,
খঞ্জন-মন টলল—
পাথনায় নীল নৃত্য!
সুপ্তির ঘোর টুটল, সিন্ধুর বাঁধ ছুটল,
চিত্তের ফুল ফুটল
বিহ্বল প্রেম-সিক্ত!

আজ সুন্দর বল্লভ! শিঞ্জন-রূপ-সৌরভ-
বায় পাণ্ডুর—বৈভব,
ঐহিক সাজ সজ্জা!

সংশয় সব কাটল। নন্দন-বন জাগল,
মুক্তির ভয়ে ঝাঁপল
মুখ—বন্ধন লজ্জা।

শরণ চোখ মুদিয়া দুলিয়া দুলিয়া শুনিতেছিল—চক্ষে ধারা। গান থামিতেই

শরণ : ছোটবাবু, ছোটবাবু! (অমরের পা জড়াইয়া ধরিল)

অমর : ওঠ্ ওঠ্ শরণ! ছি, অমন করলে ফের—(শরণ হঠাৎ গড়াইয়া পড়িয়া গেল, : এ কী! সুলতা—পাখাটা—বড় মা, ঐ জলের ছিটে—

জ্ঞানদা (কাঁদিয়া) : মা দুর্গা, রক্ষে করো মা—

রমেন্দ্র : কিছু না বৌদি. কোনো ভয় নেই, কেঁদো না (বলিয়া জ্ঞানদার হাত হইতে জলের গেলাসটি কাড়িয়া লইয়া শরণের মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন)

সুলতা (হাওয়া করিতে করিতে) : বড় মা, বরফের ব্যাগটা দেবেন আমায় একটু সরিয়ে?

জ্ঞানদা : আমিই দিচ্ছি মা। (শরণের মাথায় ব্যাগটা সরাইয়া সরাইয়া দিতে লাগিলেন। শরণের নিঃশ্বাস দীর্ঘচ্ছন্দে শোনা যাইতে লাগিল)

অমর (ভীত) : ব্লড্ ভেস্‌ল্ টেস্‌ল্ কিছু ছিঁড়ে গেল না কি মেজদা? স্‌টের্টোরাস ব্রীদিং যে!

রমেন্দ্র (উদ্বিগ্নমুখে) : হতেও পারে, পিয়র্সন সাহেব বিশেষ ক'রেই বলেছিলেন কোনো রকম এক্সাইটমেণ্ট যাতে না হয়। এসব ক্ষেত্রে একটু ইমোশনেও না কি স্ট্রোক হতে পারে।

সুলতা : ডাক্তারবাবুকে—

রমেন্দ্র : তার আগেই পিয়র্সন সাহেব এসে পড়বেন। (হাতের কবজি-ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) : বড় জোর আর আধঘণ্টা। কাজেই অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে কী আর হবে ?

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ—কেবল সুলতার পাখার শব্দ সামান্য শোনা যায়

* * * *

সুলতা : অমরদা, নিশ্বেসটা এবার বেশ প্রশান্ত হয়ে এসেছে, না ?

অমর : হ্যাঁ—এটা ঘুমেরই চিহ্ন। মূর্চ্ছার পরেই ঘুমটা অনেক সময় গাঢ় হয় কি না।

জ্ঞানদা : আহা ঘুমুক ঘুমুক। দাও তো মা আ—স্তে আ—স্তে মাথার নিচের বালিশটা ওর সমান ক'রে। হ্যাঁ, বেশ হয়েছে।

অমর : এবার তোমরা সব যাও বড় মা। পাখাটা দাও আমাকে সুলতা।

সুলতা : না, আপনারাই একটু জিরুন গে যান, আমি বসছি।

রমেন্দ্র : তা কখনো হয় ? যাও তোমরা, হাওয়া করা ও আমিও পারব।

জ্ঞানদা : হাওয়া করা কি তুচ্ছ কাজ ঠাকুরপো, যে, পুরুষ মানুষেও পারবে ? সবাই যাও, এখন আমিই পাখা করছি।

সুলতার হাত হইতে পাখা লইতে গেলেন

সুলতা : এ দুর্ব্বল শরীরে এ সব সেবা-করার কাজ—(বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া) : আপনাকে দেওয়াই যায় না বড় মা।

জ্ঞানদা (হাসিয়া) : না মা না, আমি বেশ পারব—সত্যি বলছি। তুমি যাও এখন বাড়ি, জিরোও গে। ক'দিন যা রাত জেগেছ মা লক্ষ্মী। (পাখা জোর করিয়াই কাড়িয়া লইলেন)

রমেন্দ্র : হ্যাঁ, সুলতা, রাস্তায় বিশ্বম্ভর বাবুর সঙ্গে দেখা তিনি বললেন : আজ তোমায় একটু সকাল সকাল পাঠিয়ে দিতে। চলো, আমার মোটরে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

জ্ঞানদা : কেবল তুমি শুধু মেজ বউকে ব'লে যাও মা, ঘণ্টাখানেক বাদে আসতে এখানে—যখন আমি দুটি খেতে যাব।—না দুলাল, পাখা আমি দেব না তোকে। তুই এখনো দুর্ব্বল আছিস্—পাহাড়-পর্ব্বতের ঠাণ্ডা-লাগা তো সোজা নয়।—তা ছাড়া এসব কি তোদের কাজ রে? তোরা যা পারিস্ তাই কর্ গে—মোটরে চেপে সুলতার ওখানে গিয়ে তাকে বক্তৃতা দে : মেয়েদের কী কী করা উচিত—যা পারবি।

অমর (হাসিয়া) : বড় মা, সাহেবরা হামেশাই মড়াকান্না কাঁদে : হিঁদুবাড়িতে ছেলেরা মেয়েদের মনে মনে যা হেনস্থা করে ব'লে। তোমাকে দেখলে তাদের চৈতন্য হত, দেখত : রঙীনের বাংলা ভাষায় "টেবিল উল্‌টো।"

জ্ঞানদা : মানে ?

সুলতা : মানে আর কি বড় মা, মানে : আপনারাই হেনস্থা ক'রে ক'রে বাঙালী পুরুষদেরকে কেরাণী ক'রে দাঁড় করিয়েছেন। তারা আপনাদের মুখে নিত্যি নিজেদের "অপদার্থ" শুনে শুনে শেষটায় সেইটেই ক'রে বসেছে বিশ্বাস। (সকলের হাস্য)

বাহিরে হর্ণ বাজিল

সুলতা : ঐ যে আমাদের মোটর। তবে আপনাকে আর পৌঁছে দিতে হবে না রমেনদা। (উঠিলেন)

অমর : কেবল যাবার আগে বড় মাকে জোর ক'রে শুইয়ে ঘুম

পাড়িয়ে রেখে যাও সুলতা। আমরা অপদার্থ পুরুষ মানুষ—আমাদের কথা তো ওঁকে শোনানো যাবে না।

সুলতা : হ্যাঁ, চলুন বড় মা।

জ্ঞানদা : তা কখনো হয়? রোগা ছেলের ওপর সেবার ভার দিয়ে?

রমেন্দ্র : চলো বৌদি, চলো তক্‌রার রেখে, মিলিকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি 'খনি : তোমার দুলালকে সে-ই পাঠিয়ে দেবে শুতে।

সুলতা : সেই ভালো বড় মা. উঠুন।

জ্ঞানদা : আঃ, তোদের আধিখ্যেতার জ্বালায় আর পারি না—চল্‌ (উঠিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) : দরকার হলেই আমায় ডাক দিস্‌ কিন্তু দুলাল।

সুলতা : দেবে বড় মা, দেবে; আঃ, রাজ্যির ভাবনা মাথার মধ্যে পুরে বড় মা চলেছেন কী করতে? না—একটুখানি শুতে।

সকলের মৃদু হাস্য—অমর ছাড়া সকলের প্রস্থান।
অমর একাকী চিন্তিতমুখে হাওয়া করিতে লাগিলেন। সহসা সন্তর্পণে শরণের নাড়ী টিপিয়া দেখিতে লাগিলেন—এমন সময়ে চরণের প্রবেশ

চরণ : এ কী? কাকাবাবু, মা না তোমায় হাওয়া করতে মানা করেছে।—তোমার না পাহাড়ে সর্দ্দি কাশি হয়ে জ্বর হয়েছিল?

অমর (হাসিয়া) : হয়েছিল। কিন্তু আমি পাখা না করলে করবে কে শুনি?

চরণ : আমি করব, দাও।

অমর (হাসিয়া) : বিষ্ণুবাবুর মতন বাবুরাম মহারাজ পারবেন কেন এসব কাজ? তাঁর রাজকার্য্য হল নন্দাটন্দার মতন তুচ্ছ প্রজাদেরকে অষ্টপ্রহর শায়েস্তা রাখা।

চরণ : আহা, আমি আর নন্দার সঙ্গে ঝগড়া করি বুঝি ?

অমর : করো না।

চরণ (সজোরে ঘাড় নাড়িয়া) : কক্ষনো না ; শরণদাকে মেজকাকা যেদিন মারল সেদিন থেকে সব দিয়েছি ছেড়ে।

অমর : মেজকাকা মারল ! সে কি রে ? কী দিয়ে ?

চরণ (সাশ্চর্যে) : তুমি জানো না ? বাঃ—সেই বড় মার জন্যে জব্বলপুব থেকে সেবার যে-মার্ব্বেলপাথরের কাগজচাপাটা এনেছিলে না ? তাই ছুঁড়ে মারতেই তো ওর এ দশা। উঃ—সে কী রক্তগঙ্গা কাণ্ড কাকাবাবু ! মা কাঁদছে, কাকীমা চেঁচাচ্ছে—শরণদার চারপাশে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে—

অমর : যাঃ, আমায় সবাই যে বলল খাটের কোনায় ওর কপাল কেটেই এই অবস্থা ?

চরণ (সবিস্ময়ে) : কে বলল ?—শরণদা মদ খেয়ে মাৎলামি করেছিল তাই না মেজকাকা মারল—

অমর : ও মাৎলামি সুরু করল কবে রে ? আজকাল আর ও মদ তো খেত না।

চরণ : খেত না আবার ! তুমি চ'লে যাবার পর থেকে ও কী না খেত শুনি ? ভাং, গাঁজা—আর—কী নয় ? আমি কত বারণ করতাম, বলত : ছোটবাবু ছাড়া কারুর মানা কানেই তুলবে না।

অমর নিশ্চুপ

চরণ (গোপনে) : যদি কাউকে না বলো তবে আরও একটা কথা বলতে পারি কাকাবাবু।

অমর (হাসিয়া) : আচ্ছা রে আচ্ছা, তিনভুবনে কেউ কোনোদিন টেরটি পাবে না।

চরণ (চুপি চুপি) : শরণদার মাথা খারাপ হয়েছে নেশা ভাং ক'রে না—ওর মাথা খারাপ হল শুদ্ধু তোমার জন্যে।

অমর (হাসিয়া) : এই কথা?—তা তুই জানলি কেমন ক'রে? কে বলল তোকে?

চরণ (আহত সম্ভ্রমে) : আমাকে বুঝি এসব কেউ না বললে বুঝতে পারিনে? শোনো না (আরও চুপি চুপি) : আমি রাত্তিরে শুতাম তো ওর কাছে? এক এক সময়ে ঘুম ভেঙে যেত তো? দেখতাম কি জানো? লণ্ঠন জ্বলছে, আর ও ব'সে ঠায় তোমার ছবির দিকে রয়েছে চেয়ে। কখনো কখনো বা আপন মনে কত কী বকছে বিড় বিড় ক'রে—তার মধ্যে শুধু তোমার নামটা ধরতে পারতাম।

অমর কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল

চরণ (উৎসাহ পাইয়া আরও অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায়) : হয়েছে কি জানো? ওর কেউ নেই যে—মা না, বাবা না, মাসি না, পিসি না—সুলতা দি-ও না : ও ছিল এখানে শুদ্ধু তোমার জন্যে।

অমর (হাসিয়া) : কী ক'রে জানলি?

চরণ : আমি জানিনে? বাঃ! আমি স—ব জানি। শুনবে তবে? জানো তো সুলতাদিকে ও আগে দেখতে পারত না?—বলত : বেহ্মজ্ঞানী, বলত : মেমসাহেব? কিন্তু যে-ই শুনল হিতু মামাকে লড়াই ক'রে হারিয়ে দিয়ে তুমি নেবে ওকে ছিনিয়ে—সে-ই আমার কাছে রোজ ও তাঁকে বলত "ড্যাম্" ও সুলতাদিকে—দিদিমণি, দিদিমণি, দিদিমণি।

অমর (হাসিয়া) : এবার আমার ঘাট হয়েছে বিষ্ণুবাবু, মানছি—তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল শ্রীশ্রীসবজান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চামেলির প্রবেশ

অমর : এই যে বৌদি—খবর রাখো কি : আমাদের শ্রীশ্রীসবজান্তা-বাবুর বিয়ে দেওয়ার বয়েস হয়েছে ?

চরণ : ধেৎ।

অমর : আবার ধেৎ ? জানো বৌদি সবজান্তাবাবু বলেন কি ?

চরণ (ভৎ´সনার সুরে) : কাকা—(ঠোঁটে আঙুল দিয়া)—বললে না —?

অমর : আহা, আমি কি হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারি রে ? আমি শুধু বলতে যাচ্ছিলাম ওর হাতে দাও দিকি একবারটি তীরধনুক, দেখবে : ও চক্ষের নিমেষে ও-পাড়ার রামরাবণবাবুর চোখে বাণ মেরে তাঁর মেয়ে মণিমালাকে ছিনিয়ে আনবে—তার যত সব নেওটো হবু-বরদের লড়াইয়ে হারিয়ে।

চরণ : যাঃ। (পলায়ন)

চামেলি (হাসিয়া) : কী বলছিল ও ?

অমর (খানিক চুপ করিয়া চামেলির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া) : বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, খোলাখুলি উত্তর দেবে ?

চামেলি : দেব—আগে পাখাটা দিলে।

অমর : থাক না।

চামেলি (হাসিয়া) : না ঠাকুরপো, হাওয়া কি একটুও হচ্ছে ভাবছ ? (পাখা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া) এ কি ছাই তোমাদের কর্ম্ম ?—যাক্, কী বলছিলে ?

অমর (ভাবিয়া) : না, থাক্ গে।

চামেলি (রাগ করিয়া) : তোমাদের—পুরুষদের ঐ ভারি অন্যায়।

কথা পেড়ে বলো থাক্ গে। জানো কি না আমাদের দুর্ব্বলতা—কৌতূহলে দিনে হয় না ভাত হজম, রাতে আসে না চক্ষে ঘুম।

অমর : কথাটা শ্রুতিমধুর নয় বলেই ইতস্তত করছিলাম।—চরণ বলছিল : শরণকে মেজদা মেরেছিল বলেই ওর এ-অবস্থা। সত্যি এ-কথা ?

চামেলি চুপ করিয়া শরণকে হাওয়া করিতে লাগিল

অমর : কিন্তু এ-কথাটা আমার কাছে গোপন করেছিলে কেন ?

চামেলি তবুও কথা কহিল না

অমর : বৌদি, এ-সবই জানানো ভালো।

চামেলি : তুমি পাছে—

অমর : জানি বৌদি, বুঝি সবই. কিন্তু তবু আমি বলব : অজ্ঞানের চেয়ে সর্ব্বদাই জ্ঞান ভালো. মিথ্যের চেয়ে সত্য। মেজদা-যে এমন ক'রে কোনো চাকরকে মারতে পারে সেটা পাঁচজনের জানতে-পারা তাদের পক্ষেও ভালো—মেজদার পক্ষেও।

চামেলি : ওঁকে ও-ভাবে একচোখো হয়ে বিচার কোরো না ঠাকুরপো : শরণ এখন পড়েছে ব'লেই ভুলো না—ও কী রকম বেয়াড়া হয়ে উঠছিল দিন দিন—তুমি চ'লে যাওয়ার পর থেকে।

অমর : জানি বৌদি, তবু···কি জানো ?···যে মার ফিরিয়ে দিতে পারে না—তাকে মারাটা—

চামেলি : উনি মেরেছিলেন ও আমার বাপ তুলে গাল দিয়েছিল ব'লে।

অমর কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল

চামেলি : ঠাকুরপো, চাকর-বাকরকে ভালোবাসো—বেশ কথা, কিন্তু তাই ব'লে কি মনিব বেচারীরা বানের জলে ভেসে এসেছে বলতে হবে ?

অমর (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : এ চাকর-মনিবের কথা নয় বৌদি—এ হল —কিন্তু—না থাক্—তুমি বুঝবে না।

চামেলি : তোমারও কি বোঝা উচিত নয় ঠাকুরপো একটা কথা ?

অমর : কী ?

চামেলি : যে, কর্ত্তব্যও একতরফা হয় না ?—অবিচার কোরো না। শুধু মনিবেরই কর্ত্তব্য নেই, আছে চাকরেরও।

অমর : তুমি বারবাব চাকর-মনিবের লেনদেনের প্রশ্ন তুলছ বৌদি। কিন্তু যদি বলি : এ বিচার-অবিচার কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের প্রশ্নই নয় ?

চামেলি : তবে কিসের প্রশ্ন ?

অমর (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : দরদের।

চামেলি : দরদের ? মানে—?

অমর : মানে, ও বড় দুঃখী বৌদি। তবে এটা বোঝা যায় প্রাণ দিয়ে—মন দিয়ে না তো।

চামেলি : মন দিয়ে যায় না বলতে—

অমর : বৌদি, ঐ একরত্তি ছেলে চরণ—তার প্রাণ-ও এটা বুঝেছে, তাই বলছি শুধু মন দিয়ে বোঝা যায় না এসব। নইলে কি মেজদা বা তুমি এত বেগ পেতে এ-কথাটা বুঝতে ?

চামেলি : ঠাকুরপো—এ তোমার—(বলিয়াই থামিয়া গেল)

অমর : বৌদি, রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। বা ভেবো না আমি তোমাদের দুষছি—এ-কথা ব'লে। তা ছাড়া আমাদের এ যুগের শিক্ষাই-যে হল মনের—প্রাণের তো নয়। আমি নিজেও-যে এই

আবহাওয়ার মধ্যেই উঠেছি বেড়ে, তোমাদের দুষব কোন্ অধিকারে বলো ?

চামেলি চুপ করিয়া রহিল

অমর : তাই তো আমরা নিক্তির ওজনে প্রতি খাতকের পাওনা-গণ্ডা চুকিযে দিতে পারলেই বলি বাঁচার-মতন-বাঁচা হল। (ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) : কিন্তু বৌদি, জীবনের সবচেযে বড় যে-পাওনা তাকে দাবীদাওয়ার চৌহদ্দির মধ্যে খুঁজলে তো মেলে না ভাই—এমন কি, "কেন" প্রশ্নের সে উত্তরও দিতে জানে না। এ পাওনা যেন অপরের পাওনাই নয় বৌদি—অথচ মজা এই যে, এ—আমাদের দেনা ; একে বোঝানোও যায় না ;—যে এ-পাওনা চায় মিটিয়ে দিতে, সে মেটাতে চায়—মিটিয়ে দিযেই তৃপ্তি পায ব'লে ,—আর যে চায় না ? তার কাছে দেওয়া উচিত ব'লে হাঁক দিলেও শোনায় বেসুরো যে। (ম্লান হাসিয়া) : তাই বলছিলাম বৌদি, এ সুবিচার-অবিচারের কথাই নয়—অন্য গজকাটি দিয়ে যেতে হবে একে মাপতে—যদি নিতান্ত মাপতেই চাও একে।

চামেলি : আমি মাপতে ঠিক চাই না ঠাকুরপো—তবে—

অমর : ঐ তবে-তেই ফুটে ওঠে বৌদি যে, চাও।

চামেলি : না ঠাকুরপো—তবে বুঝতে চাই যে—

অমর : তা'হলে শোনো দুটো কথা বলি আজ, কিন্তু তর্কাতর্কি নয়—

চামেলি : তর্কাতর্কি আমিও চাই না ঠাকুরপো। (চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল) : আমি সত্যিই পাষাণী নই ঠাকুরপো, বিশ্বাস করো।

অমর (চামেলির একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া) : করি বৌদি, আমি যে জানি আসলে পাষাণী হল এই বুদ্ধি-ঝোঁকা

শিক্ষা—যার আমরা এত গর্ব্ব করি। সেই তো রাখে সব প্রাণের ধারাকে জোর ক'রে অন্তঃশীলা ক'রে। তাই মা সময়ে সময়ে আসে ভূমিকম্প—সব যুগের-জড়ো-করা পাহাড়প্রমাণ বাধকে দিতে হটিয়ে।

চামেলি (চক্ষু মুছিয়া) : ঠাকুরপো, এ-কথা কত সত্যি তা জানি এক আমি, আর জানেন আমার অন্তর্যামী। শরণকে উনি যেদিন পাথর ছুঁড়ে মারলেন সেদিন আমার প্রথম চৈতন্য হয়—রক্তের নদী বওয়া দেখে। তিন রাত্তির চোখের পাতা মুদিনি। কেবলই মনকে শুধিয়েছি কেমন ক'রে এটা সম্ভব হল—যাতে ক'রে একটা মানুষকে আর একজন যমের দোরগোড়ায় ঠেলে দিতে পারে রক্তগঙ্গা ক'রে ?

অমর (ম্লান হাসিয়া) : কেন যে নীল মেঘের নরম বুক থেকে বাজ ফেটে পড়ে—কত কী-ই যে আমাদের নিয়ে পুতুল নাচ নাচায় কেউ কি জানে বৌদি ?—শরণ নানা সময়ে আমাকে যখন বলত ওর জীবনের নানা কাহিনী তখন এই কথাই আমার মনে হত বার বার।

চামেলি প্রশ্নোৎসুক নেত্রে চাহিল

অমর : শুনবে ?—বড় দুঃখের কাহিনী কিন্তু।

চামেলি : তা হোক, বলো।

অমর : ও ছিল ভালো ঘরের ছেলে জানোই তো, ওর কথাবার্ত্তা থেকেও বুঝে থাকবে হয়ত। বাপ মারা যায় অল্প বয়সে—মানুষকে বিশ্বাস করত : এক বন্ধুর কাছে কয়েক হাজার টাকা গচ্ছিত রেখেছিল, সে হল উধাও। অল্প কিছু জমিজমা ছিল—সকলে নেয় ঠকিয়ে।

চামেলি : আহা। তাই বুঝি চাকরি করতে হয় ওকে ?

অমর : তাই। নইলে ও চাকর হতে পারত না। কিন্তু শোনো—আরও আছে। এক জমিদারের ঘরে চাকরি নেয়। তাঁকে ভালোবাসত

নিজের বড় ভাইয়ের মতন। তিনিও ওকে স্নেহ করতেন আন্তরিক। কিন্তু হলে হবে কি—এখানেও ঐ যে-মন্ত্রীকে যায় না দেখা সে দিল মন্ত্রণা : জমিদার ওকে একটা কাজের ছুতোয় বিদেশে পাঠিয়ে রাত্রে ওর ঘরে ঢুকে ওর যুবতী স্ত্রীর ওপর করলেন অত্যাচার। সেই শক্-এ—রক্তস্রাবে— বেচারী যায় মারা। ও ঘৃণায় গেল পুরী চ'লে। সেখানে পাগলের মতন রাস্তায় রাস্তায় বেড়াত ঘুরে। ভোগ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও সাধু সন্নিসীদের আড্ডায় গাঁজা মদ ভাং সেবা। একটু সুস্থ হলে জামাল-পুরে একটা মিল্-এ কাজ পায়। নেশা-ভাঙে তবু একটু ভুলে থাকে—তাই ছাড়তে পারে না।—কিন্তু কর্তব্য যারা চায়—মাইনে দিয়ে তারা এসব শুনবে কেন বলো?—তাই দিল ওকে তাড়িয়ে। এমন সময় এল প্লেগ। রাস্তায় ওকে দিল সবাই ফেলে। তারপরে—তুমি জানো সবই।

চামেলি (ছল ছল চক্ষে) : জানি ঠাকুরপো—তুমিই ওকে দিলে আশ্রয়—আমাদের সবাইকার আপত্তি সত্ত্বেও। (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) : আহা···এত সব যদি···আমরা আগে জানতাম ঠাকুরপো!

অমর : বৌদি, অবিকল এই কথাটাই এ-দুদিন আমার মনে ঘোরা-ফেরা করেছে কেবলই। মনে হয়েছে···যদি আমরা একটু কম আমল দিতাম এই বিলিতি সুবিচারের জপ মন্ত্রকে—জাসটিস্ জাসটিস্ ক'রে!

চামেলি : ঠাকুরপো, ওর সঙ্কট অসুখের সময় কেঁদে কেঁদে যখনই ভগবান্‌কে ডেকেছি তখনই আমার মনেও এই ধরণেরই একটা সুর উঠেছে ঠেলে। মনে হয়েছে যেন আমরা বিলিতি শিক্ষার বশে শিখছি কেবল অপরাধটাকেই দেখতে—অপরাধীকে না।

অমর (প্রীত সুরে) : বৌদি, কত বড় কথা যে তুমি ব'লে ফেলেছ জানো না। কেবল দুঃখ এই যে, এটা-যে বড় কথা তা-ই বোঝা যায় না

এ-যুগের দেনাপাওনার মন্ত্রদীক্ষায়। হৃষীকেশে এই কথাই বলেছিলেন সেদিন আমাকে একজন মহাপুরুষ।

চামেলি : কী ?

অমর : যে, গল্পলেখকরা প্রচারকরা ও সংস্কারকেরা মানুষকে তার কাজের জন্যে যতটা দায়ী করেন সে ঠিক ততটা দায়ী নয়। তবে এটুকু বোঝার শক্তি আলো প্রেরণা—আসে প্রেম থেকে, দরদ থেকে—বুদ্ধি থেকে তো নয় বৌদি, কাজেই এ যে আপ্‌না থেকেই না বুঝেছে ব্যথার আলোয় —তাকে তর্কের হাজারো মশালেও দেখানো যায় না—ঠিক-বোঝার পথটি কোন্ দিকে।

চামেলি : খুব সত্যি কথা ঠাকুরপো। আর এ-কদিন আমার কেবলই মনে হয়েছে কী—জানো ? মনে হয়েছে : এ-দরদ বোধ করা তবু সহজ হয় নিজেদের জাত বা শ্রেণীর লোকের 'পরে—কিন্তু যে-ই শুনি : "ছোটলোক"—অম্‌নি যেন হৃদয়টা চোখ বোঁজে—দেখেও দেখতে চায় না।

অমর : কত সত্যি কথা বৌদি, অথচ কত মিথ্যা বলো তো ?—কারণ যে-মুহূর্তে দুটো মানুষ কাছে আসে সেই মুহূর্তেই তারা দেখে যে, বাইরের আভরণকে ডিঙিয়েও জন্ম-পরকে চেনা যায় জন্ম-আপন ব'লে।

চামেলি : ঠাকুরপো, কিছু মনে কোরো না, তুমি হাজার হলেও ছেলেমানুষ—এসব কথা জানলেই বা কী ক'রে আর ভাবলেই বা কিসের তাগিদে ? তুমি ওকে কিছু প্রথম থেকেই আপন ব'লে চিনতে পারোনি ?

অমর : না বৌদি, পারিনি, স্বীকার করছি। তবে·· কি জানো ? —ওর দোষগুলো যখন তোমরা দেখাতে তখন আমার দৃষ্টি পড়ত তার ওপর যে দোষ করে। ভাবতাম : কেন করে ও এসব দোষ ?

চামেলি (বিস্মিত) : ভাবতে ?

অমর : ভাবতাম। আরি কেন ভাবতাম শুনবে ?

চামেলি : ওর ওপর প্রথম থেকেই তোমার একটু মাথা প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে ?

অমর : না বৌদি—একটু ঠেকে দেখতে শিখেছিলাম ব'লে।

চামেলি : ঠিক বুঝলাম না ঠাকুরপো।

অমর (ম্লান হাসিয়া) : বুঝতে—যদি শুধু একটা গৌণ দোষের বিচারেই তোমায় স্কুল থেকে দিত তাড়িয়ে—যার ফলে পড়াশুনা যেত তোমার বন্ধ হয়ে, আর রটত গণ্ডমূর্খ বয়াটে আরও কত-কী সুযশ।

চামেলি : শুনেছি সে কথা ওঁর কাছে। কিন্তু (ইতস্তত করিয়া) : কিছু মনে কোরো না ঠাকুরপো, তুমি যে হেডমাষ্টারের—(বলিয়াই থামিল)

অমর : হ্যাঁ, হাত দিয়েছিলাম কামড়ে—গুরুতর মেলোড্রামা বই কি। (মৃদু হাসিয়া) : সাক্ষাৎ কৃতান্ত হেডমাষ্টারের কব্জির কাছ থেকে আধ পোয়া টাটকা দগ্‌দগে মাংস !—অমানুষিক কাণ্ড—কে না বলবে ? কাজেই তার দণ্ড হিসেবে ইস্কুল থেকে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়াটা অন্যায় বলা চলে না—মানি। অথচ সব মেনেও মানতে বাধে যে, দণ্ডটা আমার প্রতি সুবিচার হয়েছিল।

চামেলি : কিছু মনে কোরো না ঠাকুরপো, কিন্তু ভুক্তভোগী কবে দণ্ডদাতার বিচারকে সু বলে ? সুবিচারকে আমরা যতই ভালোবাসি না কেন, নিজেকে কি তার চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসি না ?

অমর : বাসি বৌদি,—কিন্তু তবু একটা মাত্রা আছেই, অপরাধকে যে-দণ্ড নরকের মতন কালো দাঁড় করায় সে-দণ্ড—কিন্তু না, শোনো আগে কেন ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল—তা'হলে হয়ত বুঝবে।

চামেলি : শুনেছি ঠাকুরপো, ওঁর কাছে : হেডমাষ্টারের বাগানে

ঢুকেছিলে তুমি আম চুরি করতে, ধরা প'ড়ে বেদম মারখেয়ে দাও কামড়। এই না?

অমর: শুধু অপরাধটুকুর ওপর আলো পড়লে বোপদেবের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে অবিকল এই-ই বটে: কিন্তু যেটুকুর ওপর আলো পড়েনি—অর্থাৎ অপরাধীটা কেন ও-অপরাধ করেছিল সেটুকুর ওপরে দৃষ্টি পড়লে—ব্যাপারটা ফলত একটু অন্য রঙে। শুনবে সেটা?

চামেলি: বলো না ঠাকুরপো। আমি তো বলেই'ছ: আমার খানিকটা চৈতন্য হয়েছে সেদিন থেকে—আমি এখন সত্যিই বুঝতে চাই—বিচার করার আগে।

অমর: তবে শোনো বৌদি। (থামিযা): আমার বযেস তখন সবে পনের—অর্থাৎ যে বয়সে (ঈষৎ হাসিযা):

ঘরের চেয়ে বাইরে আলো,
মলয় চেয়ে তুফান ভালো,
কলঙ্ক দেয় বক্ষে হানা:
প্রাণ মানে না মনের মানা—

আর-কি—বুঝলে না?

চামেলি (হাসিয়া): বুঝলাম, কেবল একটা প্রশ্ন: প্রাণ কবে মনের মানা মানে ঠাকুরপো?

অমর: দুদিন বাদেই মানে নাকি বৌদি? জগৎ জুড়ে কী দেখতে পাও?—প্রতিপদে মানুষ মানুষকে পিষে মারে, অথচ সে-দেখে প্রাণের ভেতরটা হাহাকার ক'রে মরলেও মন বলে না কি: "চুপ চুপ, তোর এত কী মাথাব্যথা রে বাপু—তুই শুধু বুঝে নে তোর পাওনাটুকু—কড়াক্রান্তিতে?" যদি মনের এ-সুবিধের-উপদেশ শেষটায় প্রাণ মেনে না নিত তবে—জগতের রংটাই কি যেত না বদলে বৌদি?

চামেলি : কিন্তু—

অমর : কিন্তু আমার প্রাণ মানেনি—আমার নিজের গুণে নয়, বয়সের দোষে। এখন হ'লে মানত, ও তা'হলে ও-দুর্বিপাকও যেতাম এড়িয়ে।

চামেলি : এমন কী ঘটেছিল?

অমর : বলি শোনো।—সে সময়ে আমাদের আস্তাবলের ওপাশে একটা কুঁড়েয় থাকত এক বুড়ো মাতাল। তার ছিল এক চোদ্দ পনের বছরের মেয়ে—রোগা, খোঁড়া, পরনে শত তালি দেওয়া এক গেরুয়া-রঙের শাড়ী। তাকে কখনো অন্য কোনো শাড়ী পরতে দেখিনি—সম্ভবতঃ ছিলও না। কারণ কত দিনই দেখেছি : ঐ ভিজে শাড়ীটিই সে বছরের পর বছর গায়ে শুকোতো—গঙ্গাস্নান ক'রে।

অমর একটু থামিল—চামেলি উৎসুক নেত্রে তার দিকে চাহিয়া রহিল

অমর : তার সেই ক্লান্ত মুখ, সদা-বিষণ্ণ কাজলকালো চোখ, ঝাঁকড়া একরাশ রুক্ষ চুল—না পারে খোঁপা ক'রে সামলাতে, না পায় এলো ক'রে রেখে সোয়াস্তি; প্রায়ই—মনে পড়ে—তাকে দেখতাম ব্যস্ত : হাঁটু-অবধি-লুটিয়ে-পড়া সেই চুলের ঝরণা নিয়ে। তার ওপর মায়া প'ড়ে যায়ও আমার প্রথমে ঐ জন্যেই। মন কেবলই বলত : আহা—বেচারী! সে যে খেতে পেত না প্রায়ই—এসব জেনেছিলাম—তার সঙ্গে ভাব-হওয়ার বহু পরে। কিন্তু প্রথম তাকে চেনা মনে হয়, আপনার মনে হয়—ঐ অর্থহীন একরাশ চুলেরই জন্যে। আশ্চর্য্য নয়?

চামেলি : আশ্চর্য্য বই-কি ঠাকুরপো, অথচ এই ধরণের নাম-না-জানা কারণেই তো ছেলেবেলায় ভাব করি আমরা—কতজনারই সঙ্গে।—কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার কি ভাব হয়েছিল সেই সময়েই?

অমর : না, ভাব হয় পরে—যখন ও ওর কথা সাহস ক'রে বলা সুরু করে। প্রথমটায় ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, শুধুই ভিক্ষের—ও চাইত, আমি দিতাম—প্রায়ই জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে।

চামেলি : বড় মার কাছে চেয়ে দিলেই হত।

অমর : হত, আর অসুবিধেয় পড়লে মনও আমার ঐ-উপদেশই দিত। কিন্তু প্রাণ বলত : সে যে হয়ে যাবে বড় মা-রই দেওয়া। কিন্তু জলখাবারের পয়সা—বুঝলে না?—ও হল একান্ত ক'রেই আমার নিজের সম্পত্তি; আর দিতে হয় তো নিজের তহবিল থেকেই—নইলে দেওয়ায় গৌরবের থাকে কী বলো না?—আমাদের দানের তৃপ্তির মধ্যে অন্ততঃ বার আনা তো গর্ব্ব?

চামেলি (মৃদু হাসিয়া) : এতটা? না ঠাকুরপো—কিন্তু তর্ক থাক্, বলো তার পরের কথা : ও বুঝি প্রায়ই আসত ভিক্ষের জন্যে?

অমর : না, কি জানি কেন খুব দায়ে না পড়লে ও আমার কাছে হাত পাতত না। ওর কিশোর মনে বোধ হয় আবছাভাবে জাগত এই সংশয়টি যে, যার কাছে ভিক্ষের চেয়ে বড় জিনিষ পাওয়া যায় তার কাছে ছোট জিনিষ চাইতে নেই।

চামেলি : এ কথা তোমার মনে হবার কারণ কী?

অমর : কারণ এই যে, কত দিন ও রাস্তায় আমার সঙ্গে কত কথাই বলেছে—ওর বাপ ওকে মারে ভিক্ষে কম হলে—মদ খেয়ে এসে উৎপাত করে—আরও কত কী—অথচ আমি কিছু দিতে গেলে বলেছে : আজ দরকার নেই বাবুজী। (ম্লান হাসিয়া) : তবে পেটের জ্বালা এম্‌নিই জিনিষ বৌদি, দেহ এম্‌নিই চীজ্, হায় রে, যে, মন প্রাণ সম্ভ্রম সবই লুটোয় ধুলোয় যখন সে হেঁকে বলে : সরো। তাই কুমুও—ও ছিল আধা বাঙালী—এক সময়ে—যখন

নেহাৎ পারত না ক্ষিধে সামলাতে—এসে বলত : বাবুজী, দুদিন খাইনি কিচ্ছুটি।

চামেলি : আহা !

অমর : আমি দিতাম—কখনো চেয়েচিন্তে, কখনো ধার ক'রে—কখনো-বা সৌখীন কিছু বিক্রি ক'রে। কারণ কি জানি কেন লজ্জা করত বড় খাকে বলতে—বুঝলে না ?

চামেলি : বুঝেছি ঠাকুরপো। কিন্তু সত্যিই কি ওকে—(বলিয়া থামিল)

অমর : না বৌদি—তা নয়। (থামিয়া) : তবে ঐ যে বললাম : যখন আমাদের এমন কোনো একজনকে মনে হয় বড় বেশি চেনা—যার জাত মাবাত্মক—তখন বাধেই সেটাকে প্রকাশ করতে—পাছে সমাজের কুলীনরা হাঁ হাঁ ক'রে ওঠেন গেল গেল গেল গেল ব'লে।

চামেলি : তা ব'লে অত বোঝাতে হবে না গো ঠাকুর, হবে না। বলো এখন তাবপরে কী হল।

অমর : একদিন দুপুর বেলা ক্লাস থেকে জল খেতে বেবিযেছি, এমন সময়ে হঠাৎ মাথায় ভর কবলেন আমার সদাসদয়া দুষ্টু সরস্বতী—পাশেই মণ্ডলদের বাগানে ঢুকলাম—পাখীর বাসা খুঁজতে। চড়েছি একটা বকুল গাছে এই সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে—এমন সময় দেখি নিচেই শুযে কুমু—কাঁদছে। নেমে এলাম। ওর মাথায় হাত রেখে বললাম : "কাঁদছিস্ কেন রে কুমু ?" বেচারা মেয়ে! কেউ তো ওকে কখনো জিজ্ঞাসা করেনি এ-প্রশ্ন—কান্না আসে—কাঁদে—এইটুকুই ও জানে।—

আমি ডাকতেই ও ভেঙে পড়ল। চাপা কান্না ওর বাঁধভাঙা জলের মতন সারা দেহে ডাকিয়ে তুলল বানের জগদ্দল তোড়···

গত দুদিন ওর অসুখ করেছিল—জ্বর। তাই ভিক্ষে করতে

পারেনি। ওর বাপ মদ চায়—ওকে জোর ক'রে পাঠায় অর গায়েই—বাজারে। বাজারে হঠাৎ দম্‌কা দু আনা উপায় ক'রে গরমে ডাব কিনে খেয়েছে। হবি তো হ'—বাপ দেখে ফেলেছে কী ক'রে। বাড়ি ফিরতেই যা মার রোগা মেয়েটাকে—তার মদ-যোগাবার তহবিল-তছরুপের দরুণ।

চামেলি : আহা!

অমর : কান্না ওর আর থামে না। আমার পকেটে ছিল একটা আধুলি দিলাম ওর হাতে। ও ফিরিয়ে দিল : "কী হবে বাবুজী? কাজে আসবে না, বাবা মাতাল হয়ে রেগে টং হয়ে আছে, গেলেই যা আছে সব কেড়ে নিয়ে মদ খাবে। তবে বড় ক্ষিদে পেয়েছে—যদি সামনের বাগানটা থেকে দুটো আম পেড়ে দাও।"

"সর্ব্বনাশ! ও যে কৃতান্ত হেডমাষ্টারের বাগান রে—ধরা পড়লে রক্ষে আছে?"—ওকে কত বোঝাই। উহুঁ:, অসুখে প'ড়ে আবার ওর লোভও হয়ে উঠেছে দারুণ, বলে কি : "তিনি তো এখন ইস্কুলে বাবুজী! আর দুটো আম বৈ তো নয়—ফেলাছড়ায় কত আমই তাঁর নষ্ট করছে—বাঁদরে পাখীতে"—বলতে বলতে আবার হু হু ক'রে ফের কাঁদতে লাগল, বলল : ক্ষিধেয় ও চোখে আঁধার দেখছে।

আর পারলাম না : প্যারালাল বার করা অভ্যেস—এক লাফে ব্রেসটিং দিয়ে পাঁচিল-টপ্‌কে পড়লাম কৃতান্ত মাষ্টারের আমবাগানে।

গাছে চড়ায় আমার জুড়ি ছিল না ও-মুলুকে : চক্ষের নিমেষে এ-ডাল ও-ডাল সে-ডাল থেকে দশ বারোটা বড় বড় আম পেড়ে মাটিতে দিলাম ফেলে। নামতে মাটিতে দিয়েছি পা—এমন সময়ে—চক্ষুস্থির! —সামনেই সাক্ষাৎ কালান্ত—খোদ কৃতান্ত মাষ্টার! হাতে সরু লিকলিকে বেত।

দে দৌড়। কিন্তু—অদৃষ্টে লিখিতং ধাতা—গেল আমার কোঁচা আটকে একটা ডালে।—শপাং শপাং শপাং—পিঠে পায়ে—শেষটায় একটা ঘাড়ে। কেটে গেল ঘাড়। কৃতান্ত মাষ্টারের রাগলে জ্ঞান থাকে না : বজ্জাত ছেলে—জানো না কার বাগানে আম চুরি করতে এসেছ?—শপ্‌পাং—এবার কপালে। যন্ত্রণায় উন্মাদের মতন হযে ওর কব্জির ওপর ধরলাম মোক্ষম কামড়ে—ইঁদুরদেবের কৃপা-শানায়িত পেয়ারা-কাটা-দাঁত—এক খাবল মাংস উঠে এল। "ওরে বাবারে" ব'লে কৃতান্ত মাষ্টার আমায় দিল ছেড়ে।

নোটিস এল : রাসটিকেটেড ফর টু ইয়ার্স।—বড় মার নন্দদুলাল আদুরে গোপালও বেঁকে ব'সে শুধু সামান্য-একটু অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিলেন যোগ ক'রে : "ফর এভার।"

চামেলি (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে) : তার পর?

অমর : তার পর আর কী? বড় মার বৃন্দাবন-খেদানো নন্দদুলাল হয়ে রইলেন সারাজীবন ঐ মথুরারই মুখথু মুরুব্বি—পড়াশুনোর ধড়াচূড়া তাকের ওপর উঠিয়ে রেখে : "আর তো ব্রজে যাব না ভাই"-রূপ কৈবল্য অবস্থা আর কি! (থামিয়া) : পাড়ায় রটল বড় মার অন্ধের-নড়ি গেলেন ব'য়ে—আর অপরাধও তো সামান্য নয়—কোন্ ভদ্দর বাড়ির সুবোধ ছেলের মা-মাসি না শিউরে উঠলেন দস্যি ছেলের কথা ভেবে! সব সুছেলেরাই সভয়ে ছেড়ে দিল এমন নখীদন্তী কুসঙ্গীর সঙ্গে মেশা। কেউ জানলও না…

চামেলি (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গাঢ়স্বরে) : ঠাকুরপো, না বুঝে না জেনে—(থামিয়া) : মাপ কোরো—তোমাকে কতবারই-যে বিচার—

সুলতার প্রবেশ—হাতে আইস ব্যাগ

সুলতা : অমরদা—এ কি মিলিদি ! চোখে জল !—কী ? কিছু—

অমর : না না কিচ্ছু না—ও খুব ঘুমুচ্ছে—অঘোরে। কিন্তু তুমি ফিরে এলে যে এরই মধ্যে ?

সুলতা : জ্যাঠামশায় তাঁর রিফ্রিজারেটর থেকে আরও বরফ পাঠিয়ে দিলেন—ওর মূর্চ্ছা যাবার কথা শুনে—কী জানি যদি দরকার হয়। আর তাঁর নতুন আইসব্যাগটাও।

জ্ঞানদার প্রবেশ

অমর : এ কী বড় মা ? তুমিও ! তোমার না জিরুনোর কথা ছিল ?

জ্ঞানদা : জিরুতে তো চাই দুলাল—পারি কই বল্ ? একটু তন্দ্রা এসেছিল যদি-বা—একটা কুস্বপ্ন দেখে ধড়মড় ক'রে এলাম ছুটে। ও আছে তো ?

অমর : আছে বই কি, কী যে—

জ্ঞানদা : না না, দেখ্ তবু ওর নাকে হাত দিয়ে—নিশ্বেস বইছে তো রে ?

সুলতা (কথাবৎ করিয়া) : বইছে বই কি বড় মা—কেন ভয় পাচ্ছেন ?

জ্ঞানদা : স্বপ্নটা-যে মা বড্ড অলুক্ষুণে, তাই তো বুকের-মধ্যেটা কেমন-যেন ক'রে উঠল—(শরণ কাতর শব্দ করিয়া পাশ ফিরিল) ঐ দেখ্—বলিনি ? দেখ্ না দুলাল নাড়িটা—তুই নাড়ি দেখতে জানিস্—বুঝতে পারবি। লক্ষীটি—

অমর সন্তর্পণে নাড়ি দেখিতে যাইতেই "উঃ" বলিয়া শরণ হাত সরাইয়া
লইল ও পরক্ষণেই চোখ খুলিয়া পর পর প্রত্যেকের
মুখপানে তাকাইল—শূন্য দৃষ্টিতে যেন

জ্ঞানদা (শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) কী বাবা? কষ্ট?

শরণ: হুঁ।

জ্ঞানদা: একটু দুধ খাবে?

শরণ: উ হুঁঃ।

সুলতা: কোথায় কষ্ট হচ্ছে শরণ?

শরণ: কে? (খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া): দিদিমণি?

সুলতা: হ্যাঁ শরণ। মাথায় কষ্ট হচ্ছে?

শরণ (সহসা): দিদিমণি, আমি আর বাঁচব না।

জ্ঞানদা: বাঁচবি বই কি বাবা, একটু বরফ দেব মাথায়?

শরণ: না মা! বরফে কী করবে বলুন—যখন একটু খাদেই—সব যাবে শে—(থামিল)

জ্ঞানদা: বালাই, ওরকম সব অলুক্ষুণে কথা বলতে আছে? ডাক্তারে ব'লে গেছে তুই ফের সেরে উঠবি।

শরণ (ক্ষীণ হাসিয়া): ডাক্তারে কী জানে বড় মা?—(থামিয়া অসংলগ্নভাবে): বাঁচতাম হয়ত—যদি ছোটবাবু ফিরতেন।

চামেলি: সে কি শরণ? ঐ তো ছোটবাবু তোমার ডান দিকেই ব'সে—চিনতে পাচ্ছ না?

শরণ (অমরের পানে একবার চাহিয়াই চামেলির মুখের 'পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া): কাকে ভোলাচ্ছেন মেজ বৌমা? আমি কি পাগল?

না, আপনি অন্ধ ? আমার ছোটবাবুর অমন ময়লা রং ? অমন বড় বড় রুক্ষ চুল ? (ম্লান হাসিয়া) : খানিক আগে ওঁরা সবাইও আমাকে ভোলাতে চেয়েছিলেন অমনি ক'রে !—ওতে কি আমি ভুলি ?

চামেলি : সে কি শরণ ?

সুলতা (মৃদুস্বরে) : ওর মাথায় ঐ কী যে এক পোকা ঢুকেছে—যে, আমরা কাকে ছোটবাবু সাজিয়ে এনেছি—

শরণ (বাধা দিয়া) : দিদিমণি, অত চুপি চুপি কেন ? শুনতে পেয়েছি আমি। কিন্তু ওসব হালচাল আমি জানি-যে। ছোটবাবু যদি থাকতেন তবে আমায় কেউ মারবে ব'লে ভয় দেখাত আজই সকালে ? সাধ্যি ছিল কারুর ?

সুলতা : সে কি শরণ ? কে ভয় দেখালে ?

শরণ : কে আবার ? মেজবাবু।

জ্ঞানদা (কোমল কণ্ঠে) : না শরণ, না, সে ভয় দেখায়নি, তোকে সে এখন থেকে খুব ভালোবাসবে।

শরণ (সন্দিগ্ধ) : ভালোবাসবেন ? তবে ভয় দেখাল কে—আজ সকালে ?

সুলতা : কেউ না শরণ—হয়ত স্বপ্নে দেখে থাকবে। বিকারের ঘোর এখনো তো সবটা কাটেনি তোমার—তাই বুঝতে পারছ না—ভুল দেখছ। বুঝলে ?

শরণ : মেজবাবু ভয় দেখাননি ?

চামেলি : না শরণ, তিনি যে তোমারই জন্যে ভালো ডাক্তার আনতে কল্‌কাতা থেকে এইমাত্র ফিরেছেন।

শরণ : আমায় আর মারবেন না ?

জ্ঞানদা : না রে না—পাগলা কোথাকার—বলছি—

শরণ (অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া) : কেন ফের ভোলাচ্ছেন বড় মা ?—আমি সেরে উঠলেই মারবেন—চাকর-যে কুকুর—না মারলে শায়েস্তা হবে কেন ?

জ্ঞানদা (সাগ্রহ ধমক দিযা) : এখন পাগলামি রেখে ঘুমবি ? না বকেই চলবি ?

সুলতা : একটু ঘুমও দেখি শরণ—এসব হিজিবিজি না ভেবে।

শরণ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) : আর ঘুমিয়ে কী হবে দিদিমণি ? যা দু-একটা কথা বলবার আছে—ব'লে নিতে দিন। (চামেলির উপর চোখ পড়িতেই) : মেজ বৌমা, তোমাকে অনেক কড়া কথা বলেছি, মনে পুষে রেখো না মা,—যে মরতে বসেছে—তার ওপর—কেন আর ?

চামেলি : মনে পুষে রাখার কিচ্ছু নেই শরণ। আর ওসব ভুল-বকা ছেড়ে একটু ঘুমোও তো—জেগে দেখবে তোমার কিচ্ছুই হয়নি—সব গেছে সেরে। ডাক্তারেও বলেছে : তোমার কিচ্ছুই হয়নি—যা একটু জ্বর আছে—এই। ছাড়লেই চ'লে হেঁটে বেড়াবে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

শরণ (ম্লান হাসিয়া) : ঠিক হয়েই যাবে মা সব—আপদ দূর হলে।—কাল ভোরের আগেই।

জ্ঞানদা (অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া) : কী পাগলামি করছিস্ বাবা ? তোকে আপদ বলে কে ?

শরণ : কে নয় বড় মা ? কেবল একজন বলত না। তাই তো সে-ই হয়ে দাঁড়াল আপদ। চ'লে গেল। রাজার ছেলে—হয়ত ধুলো পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক কোথাকার কে আপদ—চাকরের জন্তে। (ম্লান হাসিয়া) : আমি যেখানে যাই এমনি আপদই হয়ে উঠি বড় মা—

ভাই (দম লইয়া) আমার যাওয়াই ভালো।—হয়ত আমি চ'লে গেলে ছোটবাবু ফিরবেনও।

চামেলি : তুমি কি ছোটবাবুকে সত্যিই চিনতে পারছ না শরণ? কিন্তু—(অমরকে) : সব্বাইকে চিনতে পারছে, শুধু তোমাকে—

অমর : ওসব বলা বৃথা বৌদি। ডাক্তারে বলে : এ নাকি মনোম্যানিয়ার সগোত্র, জ্বর না ছাড়লে কোনোমতেই কেউ ওকে বোঝাতে পারবে না—

শরণ (সুলতাকে) : দেখেছ দিদিমণি?—যেন আমার মাথায় কোনো রোগ হয়েছে।—আমি পষ্ট দেখছি ও মুখোষ প'রে—

চরণের প্রবেশ

চরণ : কাকীমা, নন্দা বড্ড কাঁদছে—শরণদাকে দেখবে ব'লে।

চামেলি : কোথায়?

চরণ : দোরের কাছে দাঁড়িয়ে—বলছে : সব্বাই আসছে শরণদাকে দেখতে, শুধু—

চামেলি : আচ্ছা আসুক—কেবল একটুও যদি গোলমাল করে—

সুনন্দার প্রবেশ দৌড়িয়া

সুনন্দা (সচিৎকারে) : একটুও গোলমাল করব না মা—

চামেলি : শ্—শ্—অত চেঁচায়?

শরণ : যত ইচ্ছে চেঁচাক—বারণ কোরো না। ওতে আমার কিচ্ছুটি হবে না। আর কতক্ষণের জন্যেই বা। এসো দিদি, এসো দাদা—বোসো দুজনা : তুমি দিদি আমার মাথার কাছে, আর তুমি দাদা এ—ই—আমার কোলের কাছে।

ওরা আবিষ্টবৎ বসিল, সুনন্দা চামেলির ইঙ্গিতে শরণের মাথায় হাত
বুলাইয়া দিতে লাগিল, চরণ তাহার হাতের উপর
হাত বুলাইতে লাগিল

শরণ (চরণকে) : দাদামণি, আমার তোরঙ্গের মধ্যে যে-বাঁশিটা আছে না ?—সেটা তুমি নিও—আমি চ'লে গেলে।

চরণ : তুমি কোথায় যাবে শরণদা ?

শরণ (ম্লান হাসিযা) : অ—নে—ক দূরে দাদামণি—তত দূরে আমি কক্ষনো যাইনি।

সুনন্দা : আমি তোমার সঙ্গে যাব শরণদা।

শরণ : দূর্ পাগলি, সেখানে একেবারে একলা যেতে হয়।—তুমি এখন অতদূর যেতে পারবে না।—হ্যাঁ, তুমি আমার ঐ এস্রাজটা নিও, কেমন ? একটু বড় হলে ছোটবাবুর কাছে শিখবে—তিনি ফিরে এলে।

সুনন্দা (সবিস্ময়ে) : সে কি শরণদা! কাকাবাবু তো ওই ব'সে জলজ্যান্ত !

শরণ : দূর্ পাগলি ! ও আমায় ভুলোতে এসেছে,—দেখতে পাচ্ছিস্ না ও মুখোষ প'রে এসেছে ?

একত্রে {
চরণ : মুখোষ !!
সুনন্দা : শরণদা, চোখের মাথা কি খেযে ব'সে আছ নাকি ?

অমর : শ্—শ্—

সুলতা : চরণ অল্প কথা কও। (সুনন্দাকে) : তুমি কী বেশি ভালোবাসো ঢিপশিমণি ? বাঁশি, না এস্রাজ ?

চরণ (বাধা দিয়া) : আমি বাঁশি—কেমন জোর গোল আওয়াজ—না কাকাবাবু ?

সুনন্দা : ধেৎ—এস্রাজ ঢে—র ঢে—র ভালো—কেমন কান্না কান্না সুর!—ঠিক যেন বালিশে মুখ গুঁজড়ে মা কাঁদছে বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে।

সকলের মৃদু হাস্যগুঞ্জন,

চামেলি : হাবা মেয়ে কোথাকার—

শরণ : না দিদি, একটুও হাবা নও—এস্রাজের সত্যিই অমনি কান্না কান্না সুর। তাই তো ওকে এত ভালো লাগে।

চরণ : যাঃ, কান্না বুঝি ভালো? আমি চাই শুদ্ধু হাসতে।

শরণ : যখন বড় হবে দাদাবাবু তখন ওকথা আর বলবে না।

সুনন্দা : দেখলি? খা—লি আমাকে বোকা বোকা করবি—এখ—ন? কে বোকা?

চরণ : তুই—তুই—তুই। কান্নার সুর বুঝি ভালো?—মিষ্টি?—দূর্, ও তো বেসুরো।

সুনন্দা (শুধু প্রতিবাদের খাতিরেই): ক—ক্ষনো না। বেসুরো—শরণদা?

শরণ : সব কান্না নয় দিদি। তবে সুরেলা কান্না চেনা যায় কান খু—ব তৈরি হলে। এক ছোটবাবুর কাছে শিখলে তবে এস্রাজে সে-কান্নার মিড় বেরুবে—শিখো তিনি ফিরলে।

সুনন্দা (অমরকে): কাকাবাবু, আমি তোমার কাছ থেকে ঐ-কান্না শিখব।

শরণ : দূর্ পাগলি—কাকে কাকাবাবু বলছিস্?—তিনি যে কোথায় আজ!…(দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

সুনন্দা (চামেলিকে): মা, শরণদা কি চোখে দেখতে পায় না আর?

শরণ : তুই ই পাস্ নে দিদি, ও যে সেজে এসেছে।

সুনন্দা : ওমা, সে কি গো ! ও যে সাক্ষাৎ কাকাবাবু।

শরণ (হাসিয়া) : দূর্ পাগ্‌লি, এত সহজে ভুললি ? আমার কথা বিশ্বেস না হয় বল্ দেখি ওকে এস্রাজটা ধরতে—আগাগোড়া বাজাবে বেসুরো। হুঁ হুঁ—ঐখানে নকল চলে না দিদি—মুখের মুখোষ তৈরি করা যায়—কিন্তু হাতের টিপ সুরের কান—ও কি হয় ?

সুনন্দা (অসহ্য বিস্ময়ে) : কী বকছ মাথামুণ্ডু শরণদা ? দেখতে পাচ্ছ না—

অমর : শ্—শ্—

চরণ : শ্—শ্ না কাকাবাবু—দেখিয়ে দাও না ওকে বাজিয়ে।

অমর : শ্—শ্!—বলছি অন্য কথা পাড়্।

শরণ : দেখেছ চরণবাবু ? বাজাতে বললেই কি-রকম ভয় পাচ্ছে ? হাতে হাতে ধরা প'ড়ে যাবে কি না !

চরণ (হতবুদ্ধি) : ধরা প'ড়ে যাবে কি শরণদা ?

সুনন্দা : না কাকাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বাজিয়ে দেখিয়ে দাও—এ কী পাগলামি গো ? শরণদার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল অসুখে।

অমর (ধমক দিয়া) : বলছি—ওকথা ছাড়্—ফের অমন করলে দেব নিচে পাঠিয়ে।

শরণ (বিজয়ীর মতন হাসিয়া) : দেখলি ? সাহসই পাচ্ছে না এস্রাজটা ছুঁতে ? পার কখনো ?

চামেলি : বাজাও না ঠাকুরপো, গানবাজনা তো ভালো জিনিষই।

অমর (মৃদু স্বরে) : না বৌদি, তুমি আসবার একটু আগেই আমি বাজিয়েছিলাম কিন্তু উল্টো উৎপত্তি হল। সেটা ও ভুলে গেছে ফের।

শরণ : মোটেই ভুলিনি। ধ'রে ফেললাম না তোর বেপর্দার হাত-পড়া ?

অমর (সুলতাকে) : দেখেছ ?

শরণ (ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া) : ওসব ঢং ভালো লাগে না আমার। হয় বাজা, নয় যা চ'লে। ছোটবাবুর মুখোষ প'রে থাকিস্ নে আমার সামনে।

জ্ঞানদা : বাজাবে কি শরণ ? বাজালেই যে-কান্নাকাটি করিস্— উঠিস্ ক্ষেপে !

শরণ : অবাক করলেন বড় মা ! গান বাজনা শুনে কান্নাকাটি আবার আমি কখন করলাম !!

জ্ঞানদা (সুলতাকে) : শোনো কথা একবার ছেলের !!

শরণ (আরও উত্তেজিত হইয়া) : বড় মা, আমাকে আপনিও ভাবছেন পাগল ?—আমি বলছি আমার কিচ্ছু হয়নি—

জ্ঞানদা : তোর মুখে ফুল চন্নন পড়ুক বাবা, তাই যেন হয়।— বাজা দুলাল—একটা খুব আনন্দের গান বাজা—সব ঠিক হয়ে যাবে এবার। ওর কিচ্ছু হয়নি-ই তো।

অমর : আচ্ছা, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখবে তো ও ? জিজ্ঞাসা করো আগে।

শরণ (বিরক্ত) : বলছি রাখব। তবু—ঐ এক কথা—

সুলতা (স্নিগ্ধস্বরে বাধা দিয়া) : আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না— কোন্‌টা শুনবে শরণ ? শুধু বাজনা, না গান শুনবে ঐ সঙ্গে আমারও ?

শরণ : গাইবে দিদিমণি ? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) না, তুমি তামাশা করছ। চাকরের জন্যে ছোটলোকের জন্যে আবার কবে ভদ্দর মেয়েরা গান গায় ?

অমর : দেখেছ—সে-ই যে মাথায় ঢুকেছে—

সুলতা : শ্‌ শ্‌—ওসব কথা তুলবেন না—দেখছেন না ?

মাথা উঠ্‌ছে গরম হয়ে?—বাজান বরং এসব রেখে সেই জন্মাষ্টমীর গানটা। সেটা ও ভারি ভালোবাসে।

অমর (বিস্ময়ে): মাত্র কাল শেখালাম ওর তানগুলো—এর মধ্যে তালে ব'সে গেছে? ওটা যে সুরফাঁকতাল!

শরণ (সহসা): কী ক'রে জানলি তুই? ও গানটা-যে আমিই ঐ তালে বসিয়ে দিয়েছিলাম! তবে কি—(নিজের মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া যেন কি একটা স্মরণে আনিতে চেষ্টা করিতে করিতে): কী যেন—ভেসে ভেসে—(অমরকে): দেখি—ফের্‌ তো এদিক পানে। মুখটা অনেকটা—কিন্তু নাঃ, সে রাজপুত্তুরের মতন কাঁচা সোনার রং কই?—অথচ তবু যেন—চোখ দুটো অনেকটা—(থামিয়া): উঁ হুঁঃ, হবে কী ক'রে?—আচ্ছা—বাজাও তো—বাজালেই সব বোঝা যাবে—সেই ভালো—(চিন্তাক্লিষ্ট মুখ যেন একটু পরিষ্কার হইয়া আসিল): বাজাও বাপু—কিন্তু সাবধান একটি বেপর্দ্দায় হাত পড়েছে কিম্বা তাল কেটেছে কি আমি—

অমর: বেসুর বেতাল হবে না রে শরণ, হবে না—শোন্‌ই না অত ধম্‌কা ধম্‌কি রেখে। গাও সুলতা:

অমর বাজাইল সুলতা গাহিল:

অন্তর-বন মঞ্জিল
মন্থর মন ছন্দিল
পলাল হেমন্ত দূরে…
বন্ধন-ভয়-খণ্ডিয়া
নন্দন-জয় ডঙ্কিয়া
বাজিয়েছিং নিখিলে বসন্ত ঝুরে!

কান্ত অনিল-ভঙ্গিমা

পাণ্ডুরে দিল রক্তিমা—

ধূলিবুকে বহালো সুধা···

সন্ধ্যায় বুনি' স্বপ্নে সে

চন্দ্রমা মণিলগ্নে—এ

আঁধারের মিটালো ক্ষুধা !

চন্দন-নতি অর্চ্চনে

বন্দনারতি-মূর্চ্ছনে

গাঁথিল সে মিলন সুরে

চুম্বন,—ক্ষমি' শূন্যতা :

জন্মাষ্টমী পুণ্যদা

লজ্জিল মরণ-পুরে !

গান শুনিতে শুনিতে শরণের ধীরে ধীরে ভাবান্তর ঘটিতেছিল। প্রথম দিকে সে চাহিয়াছিল একদৃষ্টে অমরের পানে। গানের মাঝামাঝি উঠিল বসিয়া—উদ্ভাসিত মুখে। শেষের দিকটা যখন সুলতা আঁখর দিতে সুরু করিল

গাঁথিল সে মিলন সুরে—

(গাঁথিল—গাঁথিল চুম্বনমালা—মিলন সুরে)

(কুঙ্কুম চন্দনঢালা—মালার সুরে)

(চুম্বন-আলো-জ্বালা—মিলন-পুরে)

(তিরপি' বিরহী-বিধুরে)

গাঁথিল সে মিলন সুরে

(মন্থর অন্তর সে

মর্ম্মর-গন্ধ-রসে

উছলিল মায়া-নূপুরে—নূপুরে !)

ঝরালো গো মিলন-সুরে—

চুমন—ক্ষমি' শূন্যতা,

জন্মাষ্টমী পুণ্যদা—

(এলো রে শ্যামল !)

(এলো জন্মাষ্টমী-দিনে জীবন করিয়া উজল !)

(এলো মরণ বিদলি'—অমল !)

(পেলো লাজ—

(শ্যাম জনমে মরণ পেল লাজ !)

(সে যে পেল মধু-শ্যামল-জনম-রূপে লাজ !)

(যুগ- মরণ-বেসুর যত লাজ পেল—জনম সুরে !)

লজ্জিল মরণ-পুরে—

(পুণ্য সুরে)

—শরণ ধীরে ধীরে চোখ মুদিয়া শুনিতে থাকে…ক্রমে চক্ষে বহে ধারা- মুখ হয় রক্তবর্ণ…গান থামিল। অমর ও শরণের দৃষ্টিবিনিময় হয় অবশেষে। সেই মুহূর্ত্তে শরণ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়ায়, ও কেহ বাধা দিতে-না-দিতে অমরের পায়ে গিয়া পড়ে। রুদ্ধ কান্নায় তাহার দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

শরণ (মুখ না তুলিয়া) : ছোটবাবু—মাপ করবেন—আপনাকে আমি চিনতে—

কান্না আসিয়া তাহার স্বর পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল

অমর (বিচলিত স্বরে তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া) : তাতে কী হয়েছে শরণ—

শরণ : হয়নি ?—আপনাকে করেছিলাম সন্দেহ—(থামিয়া থামিযা কান্নার ফাঁকে ফাঁকে)—যে-আপনি আমাকে বাঁচাতে ঘর ছেড়ে—রাজার ছেলে—ধুলো পায়ে—(বাকি কথা বোঝা যায় না)

একত্রে {
সুলতা : শরণ—শরণ—অমন করে কী ?
জ্ঞানদা : শরণ ! ডাক্তারে বলেছে—ছি বাবা—

হঠাৎ "উঃ, মাগো !" বলিয়াই শরণের উন্নত অধোমুখ দেহ যেন কুঞ্চিত হইল—পর মুহূর্ত্তেই সে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল

জ্ঞানদা (আর্ত্তকণ্ঠে) : শরণ—ও শরণ

চরণ (কাঁদ কাঁদ মুখে) : মা, শরণদা—অমন করছে কেন ?

অমর : শ্—শ্ (বলিয়া পাংশুমুখে শরণের নাড়ী টিপিয়া ধরিল)

জ্ঞানদা (গভীর উদ্বেগে) : কী রে ?

একত্রে {
চামেলি : বেঁচে আছে তো ?
সুলতা : ডাক্তার ডাকতে পাঠাব দরোয়ানকে ?

রমেন্দ্রের প্রবেশ পিয়র্সন সাহেবের সহিত

রমেন্দ্র (ভূলুণ্ঠিত শরণের দিকে চাহিয়া) : এ কী ?

অমর : Doctor, please—

ডাক্তার পিয়র্সন হেঁট হইয়া নাড়ী বুক একটু পরীক্ষা করিয়াই
ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জ্ঞানদা (কাঁদিয়া) : শরণ—বাবা—

চরণ ও সুনন্দা (একত্রে) : শরণদা—

পটক্ষেপ

জলাতঙ্ক

প্রহসন

SHAKESPEARE :

If this were played upon a stage now, I could condemn it as an improbable fiction……

শেক্সপীয়র :

যত কিছু ঘটেছে রে ভাই এই জীবনে নিত্যি—তায়
দেখি যখন—কে না মানে তারে ?
তবু সে-সব রঙ্গমঞ্চে দেখলে রটাই জোর গলায় :
"দূর্ ! কখনো এ কি হ'তে পারে ?"

EMERSON :

The perpetual game of humour is to look with considerate
good-nature at every object in existence *aloof* .....The
perception of the comic is a tie of sympathy with
other men, a pledge of sanity......A rogue
alive to the ludicrous is still convertible.
If that sense is lost, his fellowmen
can do little for him.............

এমার্সন :

ঘটেছে যত কিছু—তাদের স্নিগ্ধ চোখে দূর থেকে
দেখলে তবেই হাসির আসর জমে ;
হাসি যখন—হই দরদী, পাঁচজনারে নিই ডেকে—
রটিয়ে : "পড়িনি গো মতিভ্রমে।"
পাষণ্ডও তরতে পারে হাসির কিছু দেখলে—বেশ
মন খুলে সে হাসতে যদি পারে ;
কেবল যদি হাসতে না কেউ চায়—জেনো তার সঙীন কেস :
বাঁচাতে কেউ পারবে না আর তারে। .....

উৎসর্গ

শ্রীমতী প্রতিভা সোম
কল্যাণীয়েষু

রাণু

ঢাকায় তোমার সাথে দেখা
ক'টা দিনেরই বা তরে ?
তবু তোমার সে-গান-শেখা
আমার আজও মনে পড়ে।

এমন উৎসাহিনী ছাত্রী
কি যায় ঘোর কলিতে পাওয়া ?
নয় ছাড়বার যে পাত্রী—
চলে কণ্ঠ যেন হাওয়া !

দেখি তার পরেতে—ও মা !—
তুমি লিখতেও বেশ পটু !
দু'যে সব্যসাচী সমা—
(হ'ল ব্যাকরণটা কটু ?

কিন্তু সব্যসাচিনী-যে
হ'ত আরও গুরুপাক,
ছড়া-য় অর্থ ছাড়িনি-যে—
ভেবে বোলো : "আহা, থাক্।")

ঐ যাঃ—হারালো খেই !
কিন্তু সেটা মিলের দোষে,
যে-ভাব জমছিল—আর নেই ;
না না শাপ দিয়ো না ক'ষে ;

এই সামলে নিই এক্ষুনি
ব'লে : "তুমি সাহিত্যিকা,
জানো চলতে স্বপন বুনি
তুমি কোয়েলা বাসন্তিকা।"

তুমি এ সবার উপরে
আমায় যাওনি আজও ভুলে,
এতেই সবচেয়ে মন ভরে,
তাই প্রহসনটি তুলে'

দিলাম তোমার কমল করে,
শুধু এই কথাটি ভেবে
যদি না-ও বা মনে ধরে
হয়ত খুসি হয়েই নেবে।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি
চৈত্র পূর্ণিমা, ১৩৪০

স্নেহশুভার্থী—
দিলীপ দা

স্বরলিপি

মিশ্র জৌনপুরী তোড়ি—কাওয়ালি

+ ৩ ০
II া পদা ণর্সা ণদা | পা দদা মা দা | পা মজ্ঞা রা জ্ঞা |
০ আ - লো হে অন্ - ত রে আ - -

১ + ৩ ০
রসা রা মা পা | র্সা -া -া মা | মপা দা পদা ণা | ধণা র্সা
লো আ - - লো - - - আ - লো - আ -

১ +
র্সা ণা | ণর্সা র্রজ্ঞা রর্সা ণদা | পা পদা র্সণা ণদা |
লো - আ - - - জি আ - লো

৩ ০ ১
পা মপা ণা দা | পা মজ্ঞা রা জ্ঞা | রসা রা মা পা |
হে অন্ - ত বে আ - - লো আ - -

+ ৩ II ০ ১
সা র্সা -া -া | -া -া -া -া | র্সণা র্সা ণর্রা র্সা | র্সণা র্সা
লো - - - - - - - - মন্ - জু ল বন্ -

+ ৩ ০
পণর্সর্রা র্সা | ণদা ণদা ণদা মদা | পা -া -া সা | সা রা
ন শং - - - থে - - - লা ন্

১ + ৩

মা মা | পা দা পমা পা | পা দা ণা র্সা | র্সণা দা পা দমা |
ছি অ সু ন্ দ র কা - - - গো - - -

। পদা ণর্সা র্রজ্ঞা | র্রসা ণদা পমা পা | II
০ আ - - জি - - -

১ +

মা পা পা দা | মর্সা -া র্সা র্সা | ণর্সা র্রা র্সণা র্সা
হো ক হি য়া স্ব প্ নে র ডা - লা

৩ ০ ১

ণধা ণা ধণা র্সা | র্সণা র্সা র্রা র্জ্ঞা | র্সর্রা -া র্সা র্সর্রা |
- - - - ত ব ধ্যা ন র ত্ ন উ

+ ০

ণর্সা ণর্সা র্রর্সা ণর্সা | পদা পদা পদা পা | পা জ্ঞা
জা - - - লা - - - প্রা ণ

১ + ৩

র্রা জ্ঞা | র্রর্সা র্রা র্সণা র্সা | ণধা ণা দপা দা | পমা পা
ত ব মূ র্ ছ না ম ন্ জু যা হো ক

মগা মা | মা পা ণা র্সা | র্রা র্মজ্ঞা র্রা র্সা | ণর্সা র্রর্মা
হা সি ম রু বু কে জা ন্ হ বী ঢা -

৩ ০
জ্ঞর্রা র্সণা | র্সজ্ঞা র্রর্সা ণদা পমা | পা পদা র্সণা দা |
- - লো - - - - আ - লো

পা দা মা দা | পা দা ণা র্সা | ণর্সা র্রা র্সণা র্সা |
হে অ ন্ ত রে - - - আ - লো -

০ ১ + ০
ণর্সা র্রর্মা জ্ঞর্রা র্সণা | পণা র্সজ্ঞা র্রর্সা ণদা | মা II মা
আ - - - জি - - - - ভো

১ + ৩
মা মগা মা | পা পা পমা পা | ণদা ণদা পা ণদা | পা -া
মা বি না বৃ থা র ব বং - - - । -

০ ০ +
দা মা | মা পা পা পা | ণদা ণদা দা দা | পা দা ণা -া |
- - বৃ থা ম ধু বল্ - ল ভ সং - - -

৩ ০ ১ +
ণা -া -া -া | দণা ণা ণধা ণা | ণর্সা -া র্সনা র্সা | র্রা -া
গ - - - ত ব চ র ণা ম্ বু জ রা -

-া র্সনা | র্সা -া -া -া | র্সনা র্সা র্রা জ্ঞা | র্সর্রা -া
- গে - - - কং - ক রে নন্ -

+
র্সা র্সা | ণর্সা ণর্সা র্সা ণর্সা | ণদা ণদা ণদা পা
দ ন জা - - - গে - - -

১ +
পা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা | র্রর্সা র্রা র্সণা র্সা | ণপা ণা ণর্রা র্সা
ম লি ন ম ব্ম বা ঙে নি র্ ম ল

৩ ০ ১
ণদা পা দা মা | মা পা ণা র্সা | র্রা র্মর্জ্ঞা র্রা র্সা
চু ন্ র নে ধূ লি বা সে অ ম্ ব রে

+
ণর্সা র্রমা র্জ্ঞর্রা র্সণা | র্সর্জ্ঞা র্রর্সা ণদা পমা
ভা - - - লো

০ +
পা পা দা ণা | র্সা ণা দা পা | মা II
আ - জি - - -

স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

জলাতঙ্ক

পট-উত্তোলনে দেখা গেল আসীন যথা :

(১) ভূতপূর্ব্ব শ্রীবাঞ্ছারাম ঘোষ। অধুনা ভিনসেণ্ট ঘোষ বি-এ (ক্যাণ্টাব), এল-এল-ডি (ডাবলিন), বার-এট-ল। এলাহাবাদের পাবলিক প্রসিকিউটর। জন্মলব্ধ বাঞ্ছারাম নাম তথা ধুতিচাদর বয়কট-কারী। পসারবৃদ্ধির সঙ্গে Ghosh হইতে Goss ও তা'হতে Gosh-এ উন্নীত—সর্ব্বসাধারণ্যে গশ্ সাহেব নামে প্রখ্যাত। স্থূলকায়, শ্যামবর্ণ, শীর্ষে কেশাভাব, কিন্তু ললিত মনোহর তরঙ্গিত গুম্ফ। পায়ে সিত ছাগচর্ম্ম-পাদুকা, পরণে নেভি-ব্লু লাউঞ্জ স্যুট, গলায় উচ্চ কলার ও রক্তবর্ণ নেকটাই। একচক্ষে চশ্মা—Monocle. না—চোখ খারাপ নহে। গশ্ সাহেব চশ্মাপন্থী নহেন চশ্মা-বিলাসী।

(২) অধ্যাপক শ্রীঅভিজ্ঞচন্দ্র মীমাংসাবাগীশ। গশ্ সাহেবের ৺মাতৃদেবীর কুলগুরু। সেই হইতেই "বাবাজীবনকে" পণ্ডিতমহাশয় বড়ই ভালোবাসেন—এবং আশ্চর্য্য এই যে গশ্ সাহেবও তাঁহাকে পক্ষপাতের চক্ষে দে'খয়া থাকেন। বয়স পঁয়ষট্টি। প্রকাণ্ড টাক, দীর্ঘ শ্মশ্রু (কাঁচায় পাকায়), শিখা হৃদয়স্পর্শী ও চিত্তাকর্ষী :—ঘন সংবদ্ধ, গ্রন্থিযুক্ত, পবিত্র ও বৈদ্যুতিকী। বসিবার ভঙ্গী প্রায়ই উবু হইয়া—তা কী চেয়ারে কী মাটিতে। কথার ভঙ্গি সংস্কৃত-ঘেঁষা।

(৩) নিম্নতর কোর্টের সবজজ—শ্রীসর্বেশচন্দ্র প্রামাণিক। কিন্তু ব্রহ্মণ্যদেব অপিচ গো-ব্রাহ্মণে একান্ত ভক্তিহীন। সাহেব-সুবোই তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা। সাহেবিভাবাপন্নেরাও—ডিটো। প্রোমোশনের তারকা এখন উর্দ্ধগা—তাই গশ্ সাহেবের বাড়ীতে এত গতিবিধি। সম্প্রতি খবর পাইয়াছেন তাঁহার উপরওয়ালার সহিত মিষ্টার গশ্ দুই দিন টেনিস খেলিয়াছেন।

(৮) স্থানীয় ব্যারিষ্টার-গৌবীশঙ্কর শ্রীউর্ব্বশীকান্ত কারফরমা ওরফে W. Q. Karforma ; পরণে সাদা ফ্লানেল পেন্ট্লুন, পায়ে টেনিস শু, গায়ে নীল ব্লেজার, হাতে এখনো টেনিস র‍্যাকেট। (ক্লাব হইতে আর্জেণ্ট টেলিফোনে সদ্য-আগত। কারণ?—যথাস্থানে) মুখে পাইপ, সুপুরুষ দোহারা, গৌরবর্ণ, চোখে টর্টইস শেলের নীলাভ ফ্রেমযুক্ত বাইফোকাল চশ্মা। বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। মিঃ গশের সমবয়সী। বাল্যবন্ধু, বিলাতে এক ইনে পড়িতেন—এখন একই কোর্টের দুই দীপ্ত গ্রহ।

(৫) মিস্ সোহাগিনী নাইটিঙ্গেল চাটার্জ্জি বি-এ, বি-টি। বিপত্নীক সিভিল সার্জ্জন পিতা হঠাৎ খৃষ্টান হ'ন কন্যার দশবৎসর বয়সে—এক শ্বেতাঙ্গিনী রোগিণীর প্রেমে পড়িয়া। বিমাতার কাছেই "সুহা"র শিক্ষা। দেহগঠনে ও ভঙ্গীতে একান্তই ভারতীয়া। এমন কি, তাঁহাকে দেখিলে উত্তরমেঘের "তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" মনে পড়ে। অর্থাৎ এককথায় "পিক্যাণ্ট্"। বয়স সাতাশ আটাশ, সুবেশা, স্কার্ট-করিয়া-পরিহিত শাড়ী, কি বলে যেন?—হেলিয়োট্রোপ রঙের। অসম্ভব উচ্চ-'হীল'।

স্থান—এ-হেন মিঃ গশের ড্রয়িংরুম। ফিট্ফাট্ পূরো বিলাতী কায়দায় সাজানো : ফায়ার প্লেস, ম্যাণ্ট্ল্ পীস, জাপানী স্ক্রীণ—বটেই তো। সোফা

ডাইভান, আর্টম্যান, টেবিল চেয়ার, বেতের চেয়ার, কার্পেট, এখানে ওখানে কয়েকটি ফুলদানীতে নানারঙা ফুল—এক কথায় যাহা যাহা না হইলে নিখুঁৎ অলট্রা-মডার্ণ হওয়া অসম্ভব—সবই। এমন কি ম্যাণ্টল-পীসের উপরেই প্রতি ঘণ্টায় পাখী-ওয়ালা ঘড়িও ডাকে—কুক্, কুক্, কুক্ করিয়া—যতবার ডাকা কর্ত্তব্য। মিঃ গশ্ 'ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড' পড়িয়াই লেডলর ওখানে এটি কিনিতে ছুটিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশ। পূর্ব্ববর্ণিত কয়জনই মিঃ গশ্‌কে ঘিরিয়া। মিঃ গশ্ সোফায় পাণ্ডুর মুখে এলায়িত। মিস্ চাটার্জি কাছেই একটি কাউচে উদ্বিগ্ন কোমলমুখে অথচ ঋজু (bolt upright) ভঙ্গীতে আসীনা। প্রামাণিক মহাশয় তাঁহার দক্ষিণে একটি আর্ম চেয়ারে ন্যুব্জভাবে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণে পণ্ডিত বাগীশ একটি বেতের চেয়ারে উবু হইয়া প্রম্লানত। গুড়গুড়ি : আবাল্য-যে সে কুণ্ডলীকৃতধূমরাশি-সমুদগারিণী"-মূর্ত্তির পূজারী তিনি। তাঁহার দক্ষিণে—ঠিক্ মিঃ গশের শিয়রে মিঃ কারফরমা পাইপমুখে টেনিস ব্যাকেট হাতে দণ্ডায়মান। যবনিকা উঠিলে সকলে এইভাবে দেখা দিবেন। মিঃ কারফরমা একটু পরে বসিবেন অবশ্য। কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াই থাকিবেন। এবং যবনিকা উঠিলেই প্রায় মিনিটখানেক মেঘমন্দ্রস্বরে গুড়গুড়ি অশ্রান্ত ডাকিবে।

পণ্ডিত বাগীশ : নক্ষত্রবেগে হাতটা অপসৃত ক'রে নিতে পারলে না বাবাজী ?

মিঃ গশ্ (হতাশসুরে) : কেমন ক'রে জানব বলুন ? এই সেদিন কিনলাম। আর ছোট্ট বাচ্চা কুকুর—জাপানী পুড্‌ল্—এক রত্তি। ট্রেচারাস হবে—কামড়াবে—ওইটুকু জীব—এ কি ভাবা যায় ?

প্রামাণিক : আরও কাকে কাকে—ওর নাম কি—কামড়িয়েছে না ?

মিঃ গশ্ : কিন্তু সে আমাকে কামড়ানোর পরে। সইসটাকে আর যে নেপালী বয়টা স্নান করাত—তাকে।

মিস্ চাটার্জ্জি (উদ্বিগ্নস্বরে) : তারপর ?

মিঃ গশ্ (অন্ধকার মুখে) : তারপর আর কি ? কুকুরটা আজ বিকেল চারটের মারা গেছে।

মিস্ চাটার্জ্জি (সোৎকণ্ঠে) : ও ডিয়ার, ডিয়ার ! বলেন কি !

মিঃ গশ্ (ততোধিক সোৎকণ্ঠে) : নইলে কি আর পরামর্শ করতে আপনাদের ডেকে পাঠাই—কষ্ট দিযে ? এখানে দু-একটা ইঞ্জেকশন্ নিলেই হয়ে যেত। কিন্তু শুনলাম যে কামড়াবার পর কুকুর যদি মারা যায়, তা'হলে—

মিঃ কারফরমা (আরও উৎকণ্ঠিত) : তা'হলে মানুষও ঠিক ঐ কুকুরপন্থী হয়—কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। স্মৃতিতে নেই পণ্ডিত মশায় ? (পণ্ডিত মহাশয় "হুম্" বলিয়া নড়িয়া বসিয়া গুড়গুড়ি সেবনে নিবিষ্টতর) হুঁম্ বৈ কি কথাটা অত্যন্ত মেঘলা, গশ্। সীরিয়াস ! কি বলেন সর্ব্বেশবাবু ? (তিনিও নয়ন নত করিয়াই রহিলেন) চূড়ান্ত কেয়ার নেওয়া —কি বলেন মিস্ চাটার্জ্জি ?

মিস্ চাটার্জ্জি : তাতো বটেই—One must be careful like—

মিঃ কারফরমা : The devil if one doesn't want to tempt the fellow—বটেই তো মিস্ চাটার্জ্জি, বটেই তো। জানেন তো প্রভু বলেছেন Satan finds some mischief still for dog-bitten men to do. আমি চিরদিনই আপনাদের প্রভুর parable ও epigramগুলির পক্ষপাতী জানেনই তো।

মিস্ চাটার্জ্জি (ঈষৎ রক্তিম—বিরক্তিতে, এ শ্রেণীর ঠাট্টা তিনি

কোনো দিনই পছন্দ করিতেন না) : কে—র ? (বলিয়া মিঃ গশের দিকে ফিরিয়া) : না না মিষ্টার গশ্ you needn't take it so seriously as all that.

সর্ব্বেশ : কিন্তু—ওর নাম কি—কেয়ার একটু নেওয়া উচিত নয় কি ?—

মিঃ গশ্ : কেযার তো নিচ্ছিই। তক্ষুনি যেখানে কামড়েছিল সেখানটা কস্টিক দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি। পরে অ্যাসিডও। এধারে কুকুরটার ব্রেনের খানিকটা দাদা এখানকার ডাক্তার নাগের ল্যাবরেটরীতে পাঠিযে দিয়েছেন।

বাগীশ : কেন ?

মিঃ কারফরমা : আর কেন ? তার মধ্যে জলাতঙ্কের বীজাণু পাওয়া যায় কি না জানতে। জানা খুবই দরকার the utmost care old fellow—

মিস্ চাটার্জ্জি : ধন্যি আপনার প্রেসেন্স অফ মাইণ্ড্ মিষ্টার গশ্। সাধারণে এ-সমযে কেবল হা হুতাশ করেই মরত। না প্রামাণিক মশায় ? বলুন তো ?

প্রামাণিক : তাতে আর সন্দেহ আছে ? কিন্তু—ওর নাম কি (হঠাৎ থামিয়া চমকাইলেন)—দুর্গা—দুর্গা—

বাগীশ : কী বাবাজী ?

প্রামাণিক : নাঃ—তেমন কিছু নয়।

মিঃ গশ্ (উদ্বিগ্নতর) : না না—বলুন—please do.

প্রামাণিক (অনিশ্চিত সুরে) : এই বলছিলুম কি—যদি—অর্থাৎ ধরুন জলাতঙ্কের বীজ যদি—ওর নাম কি—পাওয়াই যায় ল্যাবরেটরিতে ? তা'হলে—ওর নাম কি—কী ভয়ঙ্কর ! (মিঃ গশ্ ঢোঁক গিলিলেন)

বাগীশ (বিজ্ঞস্বরে) : আগে থাকতেই 'যদি'-রূপ শব্দভেদী বাণে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে লাভ কি বাবাজী ? যদি জলাতঙ্কের বীজাণু পাওয়াই যায় তা'হলে 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে'। না, মা বাবাজীবন! ঢোঁক গিলবার আশু প্রয়োজনীয়তা তো দেখছি না। ভয় কি ?

মিঃ গশ্ (পাণ্ডুর মুখে) : না, ভয় আর কি ?—আচ্ছা উঠি, কুকুরে কামড়ালে শুনেছি মানুষও না কি শেষটায়—(থামিলেন)

মিঃ কারফরমা : কী ? তার মতনই ঘেউ ঘেউ করে কি না ?

মিঃ গশ্ (আরও পাণ্ডুর মুখে) : অ্যাঁ। করে না কি সত্যিই ? ঘেউ ঘেউ ?

মিঃ কারফরমা (তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া) : বাঃ, সত্যি না ? এইমাত্র তো তোকে স্বয়ং পণ্ডিতমশায়ই বললেন রে। (বসিলেন)

মিঃ গশ্ (শুষ্কস্বরে) : হ্যাঁ বললেন বটে, বললেন বটে। কি জানেন প্রামাণিক মশায়, এখন যেন—কী জানি কেন—কোনো কথাই মনে থাকছে না।

প্রামাণিক : তা তো না থাকবারই কথা গশ্ সাহেব। ওর নাম কি—ব্যাপারখানি কি সোজা ? একটা আস্তো জলজ্যান্তো মানুষ পরিপাটি কুকুর হয়ে যাচ্ছে—উঃ !

মিঃ গশ্ (ঈষৎ কম্পিত স্বরে) : বটে ? পরিপাটি কুকুর ? তারই সিম্‌টম ?

প্রামাণিক : নয় ? জল দেখলে ভয় পায়—ঘেউ ঘেউ করে—ওর নাম কি—লোককে না-হক্ কামড়াতে ছোটে। কুকুর বলে আর কাকে ?

মিঃ গশ্ (সন্ত্রাসে) : না না।

প্রামাণিক (মৃদু বিনীত সুরে) : আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু।

মিঃ গশ্ : আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন কাউকে কামড়াতে ছুটতে ?

মিঃ কারফরমা : আমি স্বচক্ষে দেখেছি। (পাইপ মগ্ন)

মিঃ গশ্ : কী উর্বি ?

মিঃ কারফরমা : নাঃ, থাক্।

মিঃ গশ্ : লক্ষ্মীটি ভাই—বল্ আমাকে। কী দেখেছিস্ তুই স্বচক্ষে ?

মিঃ কারফরমা : ঐ প্রামাণিক মশাযকে মিস্ চাটার্জি যেকথা ফাঁস কবতে নিষেধ ক'রে দিলেন এইমাত্র—শুনলে তুই এত নার্ভাস হয়ে পড়িস্ ব'লে।

মিঃ গশ্ (ঈষৎ বিরক্ত) : অর্থাৎ মানুষে মানুষকে কামড়াতে যায় ? যাঃ—কথনো হয় ? Can a man in his senses believe such a cock-and-bull story ?

মিঃ কারফরমা : ওবে হোবেশিযো, there are more things in heaven and earth জানিস্ তো—যার কোনো পাত্তাই পায় না তোর ঐ man in his senses. সরল রেখাকে দুধারে অনবরত লম্বা ক'রে ক'রে চললে সে দুটো ধার ঘুরে ঘরে ফিরে আসে আইনষ্টাইনের একথা কি man in his senses-এর বিশ্বাস হয় না ব'লে মিথ্যে সাবুদ হয় ?

মিস্ চাটার্জি : কিন্তু তাই ব'লে, মিষ্টার কারফরমা, মানুষ মানুষকে কামড়াতে ছুটবে এ-ও কি একটা কথা হল ?

মিষ্টার কারফরমা : কিন্তু অনেক অকথ্য জিনিষই যে জলজ্যান্ত সত্য হয় মিস্ চাটার্জি, করি কী বলুন দেখি ? এ যে হল একটা

অকাট্য সত্য—ফ্যাক্ট—যে, ক্ষেপা কুকুর যাকে কামড়ায় সে ক্ষেপে অন্যকে কামড়ায়—সে আবার ক্ষেপে অন্যকে—সে আবার পাশের লোককে—এইভাবে ad infinitum—মানে থিওরেটিকালি অবিশ্যি। ধরুন, ভগবান্ না করুন, গশ্ যদি আমাকে কামড়ায়, আমি কামড়াব ঘ্যাক্ ক'রে পাশেই প্রামাণিক মশায়কে—(প্রামাণিক নড়িয়া বসিলেন)—উনি আবার এক থাবল তুলে নেবেন পণ্ডিত মশায়ের ঐ নধর হাঁটু থেকে—

একত্রে {
বাগীশ : থাক থাক বাবাজি আজ মঘা নক্ষত্র—তার ওপর ব্র্যাহস্পর্শ—
মিস্ চাটার্জ্জি : ও ডিয়ার ডিয়ার, এমন কথা তো সাত জন্মেও শুনিনি মা !
}

মি: গশ্ : কী হবে তা'হলে উর্বি ? (রুমালে মুখ মুছিলেন)

মি: কারফরমা : হবে আর কি ? দিনকতক বক্‌লশে বাঁধা থাকবি—মন্দ কি for a change ? কি বলেন পণ্ডিত মশায়, আপনাদের অষ্টাবক্র সংহিতায়ও তো আছে : "জলাতঙ্কে সমুৎপন্নে শৃঙ্খলীয়া হি বান্ধবা:"—না ?

বাগীশ (সরোষে) : কী যে পরিহাস শিখেছ তোমরা সব আজ-কালকার ছেলেরা—

মিস্ চাটার্জ্জি (ভৎ´সনার সুরে) : সত্যি মি: কারফরমা, আপনার জিভ যেন অবাধ্য ঘোড়া ! ছি !

মি: কারফরমা (ম্লান হাসিয়া) : ক্ষমা মিস্ চাটার্জ্জি, ট্যাক্টলেস এগেন্। না রে গশ্, ভাবনা কেন ? হয় ত টেমির ব্রেনে কিছুই পাওয়া যাবে না—অথচ তবু আমার···কি জানি কেন···মনে কি যেন একটা ছায়া···মনে হয় যে, টেমি—না থাক্।

মি: গশ্ : না না বল্ উর্বি। লক্ষীটি ভাই।

মিঃ কারফরমা : কি আর বলব ? শুধু মনে হয় যেন টেমি হাইড্রোফোবিয়াতেই মরেছে।

মিস্ চাটার্জ্জি : না না। ওঁর অমূল্য জীবন ! প্রভু কখনো টেমিকে হাইড্রোফোবিয়ায় মারতে পারেন ?

মিঃ কারফরমা : প্রভু ওঁকে এই সান্ত্বনাই যেন দেন মিস্ চাটার্জ্জি, প্রাণপণে প্রার্থনা করুন।

মিঃ গশ্ : পণ্ডিত মশায়, খানিক আগে বলছিলেন না ?—কিন্তু সে কি আপনার শোনা কথা, না স্বচক্ষে কাউকে দেখেছেন ?

বাগীশ : দেখেছি বাবাজী, দেখেছি। মিথ্যা বলব না। সে বড় ভয়ানক—"দংষ্ট্রাকরাল"। (গশ্ অল্প শিহরিলেন) শাস্ত্রে পুন্নাম নরকের যে স-ডাঙশ চিত্র আছে তার চেয়েও ভীষণ এ। ভাবো তো সাক্ষাৎ মানুষটা—যার দেহের মধ্যে স্বয়ং ভগবান প্রকট হন—যাঁকে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ব'লে নিজে শ্রীকৃষ্ণ আক্ষেপ করেছেন—এ-হেন দেবাধাব কি না—ভাবো—চুরাশী হাজার জন্ম উল্লম্ফন ক'রে আসুরী যোনিকে আশ্রয় করল—

মিঃ কারফরমা (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রচণ্ড স্বরে) : ও—: !

মিস্ চাটার্জ্জি (অন্য সকলেব সহিত চমকিয়া) : ও কি ?

মিঃ গশ্ : How horrible, my God ! উঃ মাথা আমাব ঘুরছে—(দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

মিস্ চাটার্জ্জি : রাবিশ্। (পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে বিরক্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) : কেন মিথ্যে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন ওঁকে ? ভয় পাবেন না মিষ্টার গশ্। চুরাশী হাজার জন্ম ডিঙিয়ে কুকুর হওয়া—ন—ন্—সেন্স। প্রভু বলেছেন মানুষের জন্ম একবারই হয়।

বাগীশ (উদ্দীপ্ত) : সে তোমাদের প্রভুদের দেশে মা লক্ষ্মী।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দেশে মানুষ অহরহ চুরাশী হাজার জন্ম উল্লম্ফন ক'রে কুকুর যোনিতেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে—

মিঃ গশ্ : সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মহিমার কথা এখন থাক্ পণ্ডিত মশাই—দোহাই। আমাকে আজ সব বলুন—কুকুরের বিষয় যা জানেন সব।

মিঃ কারফরমা (তৎক্ষণাৎ) : A dog is a mammal of the bovine—থুড়ি—canine species. ও—মাফ করবেন পণ্ডিত মশায। কুকুর হইতেছে একটি চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী জীব গৃহলালিত, প্রভুভক্ত, লম্বকর্ণ, অথচ গর্দ্দভাপেক্ষা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর—

মিঃ গশ্ : আঃ, থাম্ না উর্বি। কী যে তুই হযে উঠছিস্ দিন দিন।

প্রামাণিক : সত্যি কারফারমা সাহেব···কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এহেন সময়ে ··ওর নাম কি···আপনি কি না···

মিঃ গশ্ (বাধা দিযা) : পণ্ডিত মশায়, বলুন না জলাতঙ্ক হলে কী রকম হয়। সে কি সত্যিই howl—মানে—আর্ত্তনাদ করে ? না—

মিস্ চাটার্জ্জি : কেন যত সব আষাঢ়ে গল্প শুনে মিছিমিছি মন খারাপ করছেন মিষ্টার গশ্ ? তার চেয়ে যতক্ষণ না কুকুরটার ব্রেণ-পরীক্ষার ফল আসে অন্য গল্প করি আসুন।

মিঃ গশ্ (দীর্ঘশ্বাসে) : হায, মিস্ চাটার্জ্জি! যদি সে শক্তি আজ থাকত! ওঃ—। আমি আজ সব মুখেই কুকুরের দাঁত, সব স্বরেই কুকুরের ডাক শুনছি।—প্রামাণিক মশায়, আপনারই এক আত্মীয়ের জলাতঙ্ক হয়েছিল বলছিলেন না ?

প্রামাণিক : আজ্ঞে না—পণ্ডিত মশায়ের। ওঁর আপন মামা। তাই এ-বিষযে ওঁর কাছেই···ওর নাম কি···ফাষ্ট-হ্যাণ্ড খবর পাবেন—বিশেষতঃ (চকিতে হাসির ছটা গোপন করিয়া) · যথন তিনি ওঁকে...ওর

নাম কি·· নাভিশ্বাসের সময় একটি গালভরা কামড় দিয়ে গিয়েছিলেন —ওর নাম কি—কিম্বদন্তী আছে পণ্ডিত মশাযের ভাষায।

বাগীশ (প্রজ্জ্বলিত) : দেখ বাপু—যদি পরিহাসের মাত্রাজ্ঞান না-ই থাকে (উঠিলেন--হাত হইতে নলটি মাটিতে পড়িয়া গেল) তা'হলে—

হঠাৎ তাঁহার কাছা খুলিয়া গেল, যেমন রাগিলে তাঁহার প্রায়ই হইত, তিনি কাছা আঁটিতে আঁটিতে কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

মিঃ কাবফবমা : আহা—হা—পণ্ডিতমশায, বসুন বসুন। চটেন কেন? আপনি কি "মা কালী" যে "ঠাট্টা" বুঝছেন না?

বাগীশ : নাঃ—এসব দেবদ্বিজে ভক্তিহীনদেব সামীপ্যও বর্জ্জনীয—আমাব খডম? তুমিও মা কালীকে নিয়ে ঠাট্টা কবছ যখন—কৈ একপাটি তো হল—অন্য পাটি?

মিঃ গশ্ : আহা—হা—পণ্ডিতমশায়, এ ঘোব দুঃখেব সময়েও আমাব হাসি পাচ্ছে আপনাব ভাবগতিক দেখে। উর্বি, প্লীজ্—ডোণ্ট্।

মিঃ কাবফরমা (অনুতপ্ত সুবে) : পণ্ডিতমশায়, শত সহস্র অর্ব্বুদ বৃন্দ পরার্দ্ধ ক্ষমাপ্রার্থনা। ব্রহ্মরোষে আমাব পরকাল ঝর্ঝবে ক'বে দিয়ে চ'লে যাবেন না—চারটি—থুড়ি—দুটি পাযে পড়ি। বসুন (বলিয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের দুই স্কন্ধে ভীষণ চাপ দিলেন)

বাগীশ : উহু হু ছাড় ছাড—

বলিতে বলিতে ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মিস্ চাটার্জ্জি রুমালে হাস্য গোপন করিলেন, প্রামাণিক তাঁহার হস্তে তৎক্ষণাৎ ভূলুণ্ঠিত নলটি গুঁজিয়া দিলেন ও পণ্ডিত মহাশয় মুহূর্ত্ত 'জল হইয়া' নিবিষ্ট মনে ধূমপানে মগ্ন হইয়া গেলেন, যেন কিছুই হয় নাই। তাঁহার রাগ চড়িতেও যেমনি পড়িতেও তেমনি কি না। সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু যেন চক্ষের নিমেষে ঘটিয়া গেল।

মিস্ চাটার্জ্জি : ঠাট্টা যাক্। মিষ্টার গশ্, টেমির ব্রেণ পরীক্ষার ফল আসবে কখন ?

মিঃ গশ্ : এতক্ষণ তো আসা উচিত ছিল—(জানালার দিকে তাকাইলেন)

মিঃ কারফরমা : আশা করি কিছু পাওয়া যাবে না—পরীক্ষার ফলে—buck up, old fellow.

একত্রে {
বাগীশ : দুর্গতিহারিণী দুর্গে—তাই কোরো মা।
মিস্ চাটার্জ্জি : প্রভু নিশ্চয় তাই করবেন।
প্রামাণিক : আমারও মন ··ওর নাম কি · তাই বলছে।
}

মিঃ গশ্ : আচ্ছা পণ্ডিতমশায, আপনার মামাবাবুকে ছোট কুকুরে কামড়েছিল না বড় কুকুরে ?

বাগীশ : সেটা কুকুর ছিল না বাবাজী—ছিল ঐবাবত—

বলিয়া নিজের রসিকতায় দন্তহীন হাসি একাই হাসিলেন—তাঁহার রসিকতা ছিল স্বয়ংনন্দী অপরে হাসুক বা না হাসুক

মিঃ গশ্ (ঈষৎ আশ্বস্ত) : আমাকে কিন্তু ছোট্ট কুকুরে। এতটুকু কুকুবেব দাঁতে কতখানি বিষই বা থাকতে পারে ?

বাগীশ : তাতে কিছু যায় আসে না বাবাজী। সুশ্রুত লিখে গেছেন—

বামনত্বং ন বিচার্য্যং কৌটিল্যগণনে কলৌ।
শিশুসর্পস্য দন্তে কিং বিষং ন্যূনং ভবেৎ ভবে ?

মিঃ কারফরমা (চক্ষু মুদিয়া) : আহা—হা !—মা যশোধরা শ্রীকৃষ্ণকে শিশুদের সম্বন্ধে কী গভীর সব কথাই না বলতেন ? এই

শ্লোকটিরই না তিনি অনুবাদ ক'রে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতেন তাঁকে ?—

ক্ষুদ্রকায় যে হয় যত—হায়, কুটিলতা তার ততই বাড়ে !

সাপের চেয়ে কি ড্যাঁপের চক্র কম ফোঁসে ? নাড়ী কি কম ছাড়ে ?

বাগীশ : ফের পরিহাস দেবদেবী তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে ? (নল হাত হইতে পড়িয়া গেল) নাঃ—এ রকম দূষ্য সংস্পর্শে থাকা নয়। (উঠিবার উপক্রম করিলেন) শ্রীকৃষ্ণের ঘুমপাড়ানি ! এ রকম প্রগল্ভ—

মিঃ গশ্ (নলটি তুলিয়া দিয়া) : আহা ওর ওপর রাগ করেন কেন বলুন দেখি, পণ্ডিত মশায়। বসুন বসুন। এ কি আপনার সাজে ? আঃ—কী যে সময় নেই অসময় নেই দন্তবিকাশ ক'রে হাসিস্ উর্বি !—কিন্তু দেখুন পণ্ডিত মশায়, ড্যাঁপের বা শিশুসর্পের দাঁতে বিষ কম না থাকতে পারে কিন্তু কুকুর তো আর সাপ নয়। তাছাড়া দাঁত তো আমার epidermis—মানে মাংস কাটেনি ঠিক্। একটু চামড়ার ওপর ছ'ড়ে গেছে মাত্র। এই দেখুন না—এ—ত্তো—টু—কু। দেখা যায় কি না যায়—দেখুন তো মিস্ চাটার্জ্জি।—

বাগীশ, প্রামাণিক ও মিস্ চাটার্জ্জি ঝুঁকিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন

একত্রে {
প্রামাণিক : এ তো কিছুই নয় গশ্ সাহেব।
ও
বাগীশ : মা ভৈঃ বাবাজী—এতে কী হবে ?
}

মিস্ চাটার্জ্জি : সত্যিই তো মিষ্টার গশ্। এ তো একটা সামান্য আঁচড় মাত্র—এ কখনো ফেটাল হতে পারে ?

মিঃ কারফরমা (জলদগম্ভীর স্বরে) : ক্ষেপা কুকুরের দাঁতে মাংস কাটুক চাই না কাটুক, epidermis ভেদ করুক চাই না করুক—ফল

একই। আমার পাস্তুরের ডিগ্রীধারী শালা বলেন যে জলাতঙ্কেব মাইক্রোব অনেক সময়ে লোমকূপ দিয়েও ঢুকতে পাবে, আর ও দু-একটি ঢুকলেও যা, তিনশো ছাপ্পান্নটি ঢুকলেও তা।

মিস্ চাটার্জ্জি (সোৎকণ্ঠে) : ও ডিযাব ডিযার! সে কি বলুন! সত্যি ?

মিঃ কাবফবমা (শ্রাবণের মেঘের মতন গম্ভীব) : আপনাব সামনে পণ্ডিতমশাযেব সামনে এ-ভব সন্ধ্যাবেলা চূণের ঘরের ব'সে মিথ্যে বলতে পাবি আমি ? আমাব পাস্তুবেব ডিগ্রীধাবী শালা নিজে গুণে পবীক্ষা ক'বে দেখেছেন যে জলাতঙ্কের মাইক্রোব প্রতি সেকেণ্ডে তিন হাজার পাঁচশো ছিযানব্বইটি ক'রে বংশধবেব জন্ম দেয। অর্থাৎ প্লেগেব মাইক্রোবেব চেযে ঝাডা দেড়হাজার বেশি।

মিস্ চাটার্জ্জি অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন

মিঃ গশ্ : অ্যাঁ! ও মাই গড্, মাই গড্! (উঠিযা জানালা দিযা মুখ বাডাইযা) আঃ। চাকবটা এতক্ষণ যে ডাক্তাব নাগেব ওখানে কী কবছে —

মিস্ চাটার্জ্জি (উঠিযা তাঁহাব দুই বাহু ধরিযা সোফাটিব কাছে টানিয়া আনিযা বসাইযা) : ব্যস্ত হবেন না, মিষ্টাব গশ্। আমি এখান থেকে জানলা দিযে পবিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কেউ এলেই বলব আপনাকে। কেন ভয পাচ্ছেন ? একটু মনে জোব করুন দেখি। কোনো ভয় নেই।

মিঃ গশ্ (হতাশ সুবে) : আব ভয নেই মিস্ চাটার্জ্জি, আমাব মন বলছে যে টেমি হাইড্রোফোবিযাযই মরেছে।

মিঃ কারফবমা (নিরতিশয গম্ভীর) : হুঁ। মোস্ট্ সীরিযাস। এরূপ ক্ষেত্রে মন প্রায মিথ্যা বলে না।

মিঃ গশ্ (বিহ্বল সুরে) : বলে না ?

মিঃ কাবফরমা : জো কি ? আমার শালা বলেন—দাঁড়া—আচ্ছা টেমিব চোখ কি লাল হযেছিল ?

মিঃ গশ্ (ঈষৎ আশ্বস্ত) : তা হযনি কিন্তু।

মিঃ কাবফবমা (চমকিযা) : অ্যাঁ চোখ লাল পর্য্যন্ত হযনি ? দি অট্‌মোস্‌ট্ কেযাব ওল্ড ফেলো—চোখ লাল হলে তত ভয় ছিল না ।

মিস্ চাটার্জ্জি : ওমা কী হবে। চোখ লাল না-হওযাও খাবাপ ? এমন ধাবা কথা তো কখনো শুনিনি মা !

মিঃ কাবফরমা : শুনবেন কোত্থেকে মিস্ চাটার্জ্জি—এ যে রিসার্চেব কথা—আমাব সাক্ষাৎ পাস্তবেব ডিগ্রীধাবী ঘবোযা শালা আছে তাই, নইলে কি আমিই শুনতাম কোনোদিন ?

মিঃ গশ্ : সত্যি বলছিস্ উর্বি ?

"কাকা, তোমায টেমি কোথায কামডে দিযেছে দেখি—" (বলিতে বলিতে মিঃ গশেব অষ্টাদশবর্ষীয ভ্রাতুষ্পুত্র সুস্থর প্রবেশ। মোটাসোটা প্রফুল্ল কমনীয মুখ, সবলতা মাখা—কিন্তু বোকাপানা সবলতা না, বুদ্ধিদীপ্ত সবলতা।)

মিঃ গশ : কীবে সুস্থ ?

সুস্থ : তোমায নাকি আজ টেমিটা কামড়ে দিযেছে ? দেখি কোথায ?

মিঃ গশ্ : তোকে কে বলল ?

সুস্থ : কে বলল কি বকম ? হৈ হৈ !—বাবা বললেন ফাস্ ক'বে তুমি সাবা পাডাটাকে জাঁকিযে তুলেছ।

মিঃ গশ্ (অপ্রীত সুরে) : কী ? আমি ? দাদা বললেন এ-কথা ?

সুস্থ (সরলভাবে) : বললেন বই কি। তার কথামত দু জুটো তার ক'রে দিয়ে আসছি বিধান রায় ও নীলরতন সরকারকে। বাবা বললেন তা না করলে তোমার রাত্রে ঘুম হবে না।

মিঃ গশ্ (রাগ চাপিয়া) : আর কি বললেন ?

সুস্থ (তেমনি সরল ভাবে) : বললেন আর কি ? ও—হ্যাঁ। বললেন ইঞ্জেকশনের সীরাম পাঠাতেও আর এক জায়গায় তার ক'রে দেবেন। নইলে এখানকার সীরামে হয তো তোমার বিশ্বাস হবে না—ফাস্ করা বেড়েই চলবে।

মিঃ গশ্ : থাম্ থাম্—ভা—রি—যা পালাঃ।

প্রামাণিক : আমি বলি কি গশ্ সাহেব—আপনি—ওর নাম কি—তার-টাব রেখে আজই রাত্রের গাড়ীতে কলকাতা রওনা হোন।

বাগীশ : না না বাবাজী—যাও কসৌলি। আমার মামা গিয়েছিলেন সেখানেই—সর্ব্বেশচন্দরের কথায কর্ণপাত কোরো না।

প্রামাণিক (চটিযা) : আচ্ছা পণ্ডিতমশায সব কথাতেই—ওর নাম কি—কথা ক'ন কেন বলুন তো ? বাসুকি, হাঙর, কুমীর, কূর্ম্ম, বরাহ, অজ সম্বন্ধে কথা ক'ন বুঝি, কিন্তু এসব সভ্যতার বিষয়ে কেন না-হক উপদেশ দেন বলুন তো ? মান্ধাতার আমলের মানুষ—দাঁত অবধি নেই—আপনি কী জানেন এ সবের ? কলকাতায় আজকাল—ওব নাম কি—ইঞ্জেক্‌শন ট্রিটমেণ্ট কসৌলির চেয়ে ঢের ভালো হয়েছে জানেন কিছু ?

বাগীশ (জ্বলিয়া) : না, সব জানেন শুধু আজকালকার দুগ্ধপোষ্য মূর্থ মুন্সেফরা সবজজ হতে না হতে।

মিঃ গশ্ : আহা চটেন কেন পণ্ডিত মশায় !

বাগীশ : চটিনি—তবে ও অর্ব্বাচীনটা গ্—গায়ে প'ড়ে এমন ঢঙে

মান্ধাতার প্রসঙ্গ তোলে—স্—সময়ে অসময়ে (বলিতে বলিতে উদ্দীপ্ত) —আমার শত্রু ম্—মান্ধাতা হোক্—তুমি হও—অ—অধঃপাতে যাও (উঠিয়া পড়িলেন উত্তেজনা বশে)—দন্ত যদি না-ই থাকে।

মিঃ কারফরমা (তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্কন্ধ ধরিয়া পূর্ব্ববৎ ধপ্ করিয়া বসাইয়া) : আহা চটেন কেন পণ্ডিত মশায—যখন সকলেই জানে যে পার্থিব মাড়ির দাঁত পড়া ও আধ্যাত্মিক যৌবনের দাঁত পড়া এক বস্তু নয়। (হাতে নলটি গুঁজিয়া দিয়া) এই নিন—এ ফেলে উঠতে আছে ?

পণ্ডিত মহাশয় তৎক্ষণাৎ পুনরায় উপশান্ত
হইয়া নিবিষ্টচিত্তে ধূমপান

মিস্ চাটার্জ্জি : আমি বলি কি মিষ্টার গশ্—আপনি দুজায়গাযই হয়ে আসুন। যদিও ও কামড়টা কিছুই না—কিন্তু সাবধানের মার নেই—

সুস্থ (হাসি চাপিয়া) : কই কাকা, কামড়টা তো দেখালেই না, বা রে।

মিঃ গশ্ : এই দেখ্। (আস্তিন গুটাইয়া মনিবন্ধের উপর ক্ষত স্থানটি দেখাইলেন)

সুস্থ (গভীর মনোযোগ সহকারে দেখিতে দেখিতে) : কই ?—দাগ কই ?—কী ? এ-ই ? ও হরি, আমি বলি না জানি কী, টেনি একথাবল মাংসই তুলে নিলে বা! বাবা সাধে বলেন—তুমি ফাস্ করতে ভালোবাসো ?

মিঃ গশ্ (বিরক্ত স্বরে হাত টানিয়া লইয়া) : যা যাঃ। পড়া করগে যা। সব কথায় কথা।

স্বস্থ (গ্রাহ্যও না করিয়া) : কিন্তু সত্যি এইজন্যে তুমি এত ভাবছ কাকা ?

মিঃ গশ্ : যা বলছি—বাড়ীর ভেতরে—এ কি !—দাদা !—

শুভ্রকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু স্বনামধন্য 'ধন্বন্তরি' ডাক্তার সীতারাম ঘোষের প্রবেশ। ঋজু, উন্নত দেহ। প্রসন্ন সুন্দর আনন। বয়স ষাট হইবে। সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন মিঃ কারফরমা পাইপটি তাড়াতাড়ি চেয়ারের ওপাশে লুকাইয়া ফেলিলেন

সীতারাম (সকলকে নমস্কার করিয়া) : সব বসুন বসুন। উঠলেন কেন ?—বাপ্পা, টেমির ব্রেন এগজামিনের ফল এসেছে কি ?—

মিঃ গশ্ : না দাদা, এখনো তো কই এলো না।—বোসো।

মিঃ কারফরমা একটা বেতের চেয়ার সরাইয়া দিলেন

সীতারাম : আমার বসবার তো এখন সময় নেই উর্ব্বশীবাবু, একটা কেসে বেরুচ্ছি। আমি এসেছিলাম শুধু ঐ-কথাটা জিজ্ঞাসা করতে,—শোন্ বাপ্পা, কি বলছিলাম যেন—হ্যাঁ, টেমির যমজ কুকুরটার অসুখ বিসুখ করেছে কি না খোঁজ নিয়েছিস্ ?

স্বস্থ : না তো। আমি যে এইমাত্র তাকে খাইয়ে আসছি।

মিঃ গশ্ : স্বস্থ, বাড়ীশুদ্ধু সব ছেলেপিলেকে না ব'লে দিয়েছি—আর সর্ব্বনেশে কুকুর জাতটার ছায়া না মাড়াতে ? আমি আজই বাকি তিনটে কুকুর বিদেয় ক'রে দিচ্ছি 'খনি।

মিঃ কারফরমা (মৃদুস্বরে) : সাধু—সাধু। অথর্ব্ব বেদেও ব'লে শতহস্তেন কুকুরঃ।

সীতারাম (হাসিয়া) বাপ্পা, তুই কি ক্ষেপে গেলি ? আজ বিশ পঁচিশ বছরের ওপর আমাদের বাড়ীতে কুকুরের কলোনি পুষেছি। আজ হঠাৎ একটা বাচ্চা কুকুরে আঁচড়ে দিয়েছে ব'লে—

মিঃ গশ্ (অনুযোগ সুরে) : না দাদা, রীতিমত কাম্‌ড়ে—

সীতারাম : ছোঃ। এম্‌নি রীতিমত কামড়েছে যে, ঘণ্টাখানেক টিপে টুপেও এক ফোঁটা রক্ত বেরোয় না। আমার তো মনে হয় টেমি যদি হাইড্রোফোবিয়াযই মারা গিয়ে থাকে, তা'হলেও ও কামড়ে বিশেষ ভয় নেই। কিন্তু আমার তো মনে নিচ্ছে ও হাইড্রোফোবিয়ার মরেই নি।

বাগীশ : কিন্তু কামড়াবার পর মরে গেল যে।

সীতারাম : আহা, অন্য কোন অসুখে বা কিছুতেও তো মারা গিয়ে থাকতে পারে।

সুস্থ (হঠাৎ) : ভালো কথা—কাকা, রামদীন এইমাত্র আমাকে বলছিল যে তোমাকে কামড়াবার পর টেমিকে রাস্তার একটা ইয়া মস্ত কুকুরে কামড়েছিল। ধর তাতেই যদি সে মারা গিয়ে থাকে ?

মিঃ গশ্ (তড়িৎ স্পৃষ্টবৎ) : রাস্তার একটা মস্ত কুকুর ?—এতক্ষণ এ-কথাটা আমাকে বলতে কী হয়েছিল ছাই ?

সুস্থ : ভুলে গিয়েছিলাম কাকা। এইমাত্র টেমির মাথার ওপরে একটা কামড়ের দাগ দেখে রামদীনকে জিজ্ঞাসা করতেই—

মিঃ গশ্ (তার কাঁধে হাত দিয়া সোৎসাহে) : চল্ তো দেখে আসি টেমিটাকে—

সীতারাম : বোস্ বোস্ বাপ্পা—আমি সেটাকে এখানেই আনাচ্ছি—আমার টর্চটা নিয়ে আয় তো সুস্থ—মোটর থেকে—ছুট্টে যা। (সুস্থের দৌড়াইয়া প্রস্থান, ও সীতারাম জানালায় মুখ বাড়াইয়া) রামদীন—ও রামদীন—

নেপথ্যে : হু—জু—র্—

সীতারাম (চীৎকারে) : টেমিকো য়হাঁ লে আও তো—ফওরান—য়হাঁ রোশ্‌নিমে দেখেঙ্গে।

নেপথ্যে : যো হুকুম হু—জু—র্।

সীতারাম : (ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন ও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া) : বসুন না সব। সেই থেকে এমন দাঁড়িয়ে কেন? বাঃ। (সকলে বসিলেন)

প্রামাণিক : ভগবান্ করুন কুকুরটা এই কামড়েই মারা গিয়ে থাকে।

একত্রে { বাগীশ : মা সর্ব্বমঙ্গলা তাই করবেন।
মিস্ চাটার্জ্জি : প্রভু তাই-ই করেছেন।

সুন্থের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ

সুন্থ : বাবা, আমি সরকার মশায়ের বড় টর্চটা নিয়ে এলাম।

সীতারাম : সে কি রে? এর মধ্যে?—

সুন্থ : যা ছুট্ দিয়েছি—

একটি কাঠের টে তে মরা কুকুর হস্তে রামদীনের প্রবেশ। সীতারামের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-অনুসারে একটি টিপয়ের উপর তাহাকে রাখা হইল ও সুন্থ গিয়া টর্চ ফেলিল। সকলে উঠিলেন

সীতারাম : রামদীন—উঠাও তো।

রামদীন টে্-টি হাতে করিয়া দাঁড়াইল, সুন্থ ফের টর্চ ফেলিল ও সকলে মিলিয়া রামদীনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে মগ্ন

সুন্থ (সোৎসাহে) : এ—এ—এ—ই দেখ (টর্চ ফেলিয়া) কাকা—এই ডান চোখের ওপরে। পাচ্ছ? দাঁতের দাগ দেখতে পাচ্ছ?—পষ্টো—

মিঃ গশ্ (স্বস্তির সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) : আঃ, বাঁচা গেল। দাঁতের-দাগ না হয়ে যায় না। ঐতেই টেমি মরেছে নিশ্চয়।

একত্রে
বাগীশ : অবধারিত
প্রামাণিক : তাই তো বলি—
মিস্ চাটার্জ্জি : জানতাম—প্রভু কথনো—

মিঃ কারফরমা : কিন্তু এতে কিচ্ছুই জানা গেল না।

সকলে তাঁহার দিকে চমকিয়া তাকাইলেন

একত্রে
প্রামাণিক : অর্থাৎ
মিস্ চাটার্জ্জি : মানে ?

মিঃ কারফরমা . মানে এতে শুধু জানা গেল যে কুকুরটা কুকুরলীলা সংবরণ করেছে—and how are we a whit the wiser for this knowledge, pray ?

মিঃ গশ্ : How heartless ! দাদা, দেখেছ ? এ-সময়ে—এ জীবনমরণ নিয়ে—

সীতারাম : আর জ্বালাসনে বাপু। বিলেতে আজকাল কি এইরকম সীরিয়াস কমনসেন্সের তালিম নিস্ নাকি তোরা ? একটা খুদে কুকুরের কামড় হয়ে উঠল কি না জীবন-মরণ ট্রাজিডি !

বাগীশ : কিন্তু যা-ই বলুন ডাক্তার মহাশয়, এ গম্ভীর লগ্নে শুন কুকুরলীলা সংবরণ করা রূপ প্রগল্ভ পরিহাস—কেমন হে সর্ব্বেশচন্দর ?

প্রামাণিক (মাথা চুলকাইয়া) : তা ঠিক—এ সময়েও ঠাট্টাটা —ওর নাম কি—না করলেই যেন (ঠিক্ এই সময়ে মিঃ কারফরমার কট্-মট্ দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টিবিনিময় হওয়াতে ঢোঁক গিলিয়া) : অবিশ্যি অনেক সময় গম্ভীর জিনিষকে—ওর নাম কি—একটু লঘু ক'রে নেওয়া চলে বটে—মানে—

সীতারাম : মানে আর কিছুই নয় সর্বেশবাবু—মানে বাপ্পাকে আগে একটু মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে প্রকৃতিস্থ করাই বিধি। আমি তোর বৌদিকে একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দিতে বলছি বাপ্পা। তারপর—(হঠাৎ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া) উঃ, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে—কলেরা রুগী—যদিও এশিয়াটিক নয়—তবু—নমস্কার সব।

সকলে : নমস্কার।

সীতারাম ও রামদীনের প্রস্থান

মিস্ চাটার্জ্জি (কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া) : আপনি যাই বলুন না কেন মিষ্টার গশ্, আপনার দাদার হৃদয় গ্র্যানাইটের মত কঠিন। নইলে এ-হেন সীরিয়াস্ সময়ে কি না তিনি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চান ঐ—

মিঃ কারফরমা : টাকে!—আর এ সাক্ষাৎ ডিসেম্বরের শীতে!! থাকত ওঁর টাক তবে বুঝতেন চাঁদ প্রভুর সেই গভীর কথাটির মর্ম্ম যে আমাদের নিজেদের টাক পড়লে অ-টাকীদের কাছ থেকে আমরা যে-সমবেদনা প্রত্যাশা করি—টাকীর সঙ্গে আচরণে যেন সেই দরদই দেখাতে শিখি।

মিস্ চাটার্জ্জি (সরোষে) : টাক নিয়ে প্রভুকে পরিহাস—

বাগীশ (মাড়ি বিকাশ সহকারে) : কুকুরের কুকুরলীলা সংবরণের পরিহাসের চেয়েও প্রগল্‌ভ—মা লক্ষ্মী, মানি। (বলিয়া পুনরায় নিজের রসিকতার একতরফা হাসিই খানিক হাসিয়া চলিলেন)

মিস্ চাটার্জ্জি (সভ্রূভঙ্গে) : মিষ্টার গশ্—আপনার এখানেও কি এ ধরণের ঠাট্টা—

মিঃ গশ্ (ব্যস্তভাবে) : আহা—হা—ক্ষ্যামা দিন না সকলে। পণ্ডিতমশায়, শেষটায় আপনিও কি এ-হেন সময়ে উঁবির মতন হার্টলেস্ ঠাট্টাতামাসায় গা ভাসিয়ে দিলেন?

মিঃ কারফরমা : I am not really heartless, old chap, I refer you to a dainty little thing in saree at 123 Lukergunj. কিন্তু আমি তোকে বলতে চেয়েছিলাম শুধু এই যে টেমির মাথায় আর একটা কুকুরের দাঁতের দাগ থাকলেই সাব্যস্ত হয় না যে তোকে কামড়াবার সময়ে তার হাইড্রোফোবিয়া ছিল না। ধর্ যদি ওর হাইড্রোফেবিয়া হওয়াব পরে অন্য কুকুরে কামড়ে থাকে ?

একত্রে {
মিস্ চাটার্জ্জি (গালে হাত দিয়া) : ও মা তাই তো—একথা তো মনে হয়নি !
প্রামাণিক : সত্যিই তো—ভাববার কথা বই কি।
বাগীশ : অনুধাবন-যোগ্য—সমস্যা—সন্দেহ কি ?
}

উপবিষ্ট মিঃ গশ্ হঠাৎ এলাইয়া পড়িলেন—মাথা ঘুরিযা। পণ্ডিত মহাশয় হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ধরিতে যাইবেন—এমন সময়ে তাঁহার কাচা খুলিয়া যাওয়াতে বাধিয়া প্রায় হোঁচট খাইবার উপক্রম।—মিস্ চাটার্জ্জি তাঁর রূপালি ভিনিশিয়ান হাণ্ডব্যাগটি হইতে বিদ্যুদ্বেগে একটি স্মেলিং সল্ট্ বাহির করিয়া বিবশ গশের নাসিকাগ্রে ধরিলেন। প্রামাণিক মহাশয় অল্প নাড়ী দেখিতে জানিতেন—তাঁহার কব্জি টিপিয়া ধরিলেন !—মিঃ কারফরমা রুমালে মুখ ঢাকিয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন।—সুস্থ হতভম্বের মতন হইয়া পর্য্যায় ক্রমে প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

মিঃ গশ্ (স্মেলিং সল্টের তীব্র গন্ধে ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিযা বসিযা) : উঃ—উ—উ—ঃ। কিসের গন্ধ বে ? ড্যাম্—ও—মিস্ চাটার্জ্জি। মাফ করবেন। আমার কিচ্ছু হযনি—ব্যস্ত হবেন না—ধন্যবাদ। কেবল মাথাটা কেমন যেন ঘুরে—ও কিচ্ছু না, আমার কখনো কখনো এম্‌নিই হয।

সুস্থ (মিস্ চাটার্জ্জির উত্তর দিবার আগেই) : একটু অডিকলোন আনি কাকা—মার কাছ থেকে ?

মিস্ চাটার্জ্জি : হাঁ হাঁ—যাও—আনো

মিঃ গশকে জাপানী পাখা দিয়া বাতাস করিতে উদ্যত

মিঃ গশ্ : না রে সুস্থ—দরকার নেই।—ধন্যবাদ মিস্ চাটার্জ্জি, আমি বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছি। অনর্থক আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

মিস্ চাটার্জ্জি (সুধা হাসিয়া) : ও মা, এতে কষ্ট কি মিষ্টার গশ্! এ তো বান্ধবীর আনন্দময় কর্ত্তব্য—বন্ধুর জন্যে।

বাগীশ : একটু দুগ্ধ সেবন করবে কি বাবাজী ?

মিঃ গশ্ : বাক্যবাগীশ মশায—

বাগীশ : আমি মীমাংসাবাগীশ যে বাবা। সে অর্ব্বাচীন বাক্য-বাগীশটা তো আজকাল কামাখ্যায। চিনতে পারছ না ? ছি, অমন ক'রে তাকায কি, বাবা। (একটু সরিযা বসিলেন) ভালো ক'রে নযন উন্মীলন ক'রে দেখ বাবা। প্রকৃতিস্থ হও সমাশ্বসিহি। একটু পাদোদক দেব কি ?

মিঃ গশ্ (নিজের মাথা ঝাঁকাইয়া) : হাঁ হাঁ—মীমাংসাবাগীশই তো। (সহসা) মীমাংসাবাগীশ মহাশয়। (উঠিযা বসিলেন ও তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিলেন)

বাগীশ (চমকিযা চেয়ার আবও একটু পিছাইয়া) : কি বাবাজীবন ? ছি, অমন করে কি বাবা ? আমি যে তোমাদেব বংশের কুলগুরু বাবা। চোখ নামিয়ে নাও বাবা, ছি—অমন উত্তান নয়ন কি—

মিঃ কারফরমা (মিঃ গশের মুখের কাছে নিজের মুখ লইয়া গিযা একদৃষ্টে তাঁহাব চোখের দিকে চাহিযা) : হাইড্রোফোবিযার ফার্ষ্ট সিম্‌টম—এত শীঘ্র ! Pity !

একত্রে {

প্রামাণিক (তাঁহার চেযার দূরে সরাইযা) : কী সর্ব্বনাশ !

মিস্ চাটার্জ্জি (পাখা মুড়িয়া) : ও মা, সে কি !

মিঃ গশ্ (বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ) : ও মাই গড্! হাউ হরিব্ল ! (পুনঃ এলায়িত)

}

সুস্থ (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) : কাকা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? টেমির ব্রেণ-এগজামিনেশনের ফলই এলো না—খুব সম্ভব এলে দেখবে—কিচ্ছুই না—বাজে ফাস্ যত সব !

প্রামাণিক : কিন্তু বাপু ওর নাম কি—ধরো যদি কিছু হয় ? ধরো যদি পরীক্ষাব ফলে জানা যায় যে—ওর নাম কি—টেমির হাইড্রোফোবিয়াই হয়েছিল—তা'হলে ?

সুস্থ : তা'হলেও সম্ভবতঃ ভয়ের কোনো কারণ নেই। মাইক্রোব তো রক্তের মধ্যে পৌঁছনো চাই। টেমি তো ধরতে গেলে কাকাকে কামড়ায়ই নি। এত আতঙ্ক কিসের ?

মিঃ কারফরমা : জলের সুস্থ, জলের। এ বড় সর্ব্বনেশে আতঙ্ক। আমার পাস্তরের ডিগ্রীধারী শালার কাছে শুনেছি যে—কামড়ানোর দরকার নেই—চেটে দিলেও হয়। (রুমাল মুখে কাশি)

মিঃ গশ্ (শুষ্ক মুখে) : অ্যাঁ ! চেটে দিলেও হয় নাকি ? বাক্য-বাগীশ মশায়—

বাগীশ : মীমাংসাবাগীশ—ছি বাবা, অমন করে কি ? (চেয়ার আরও একটু পিছাইযা লইলেন)

প্রামাণিক : কী বলছেন কারফরমা সাহেব ? ওর নাম কি—চেটে দিলেও হয় ? (তিনিও চেয়ার একটু পিছাইযা লইলেন)

মিঃ কারফরমা : নয় তো কি আমি বাজে বকছি ? আমার শালা বললেন যে এটা সম্প্রতি ইভান স্ট্রাম্বোভিসাঙ্গীট্স্কি রাস্কলনিকফোভিচ্ সাহেব প্রমাণ করেছেন তাঁর একটি এপক্-মেকিং থীসিসে—পারিসের যে কোনো মেডিকাল জার্নালে পাবেন। তবে এটা আমাদের দেশে এখনো খুব কম লোকেই জানে। (রুমাল মুখে কাশি)

সুস্থ (হাসিয়া ফেলিয়া) : ও—রে। আমি সব চালাকী টের

পেয়েছি আপনার। আপনি হাসছেন—তাই এত ঘন ঘন রুমাল মুখে দিয়ে কাশি!

মিঃ কারফরমা : পাগল! (খক্ খক্ ঘঙ্) রুমাল মুখে দিয়ে হাসছি কি রে? (রুমাল পকেটে পুরিয়া) ডাক্তার অবলাবল্লভ বাবু মাত্তর কাল ব'লে গেলেন যে—(খক্ খক্ ঘঙ্) উঃ! after effect of (খক্ খক্) bronchial catarrh (খক্ খক্) প্লুরিসির রগ ঘেঁষে গেছি—(খক্ খক্ খক্ ঘঙ্ খকক্ খক্) এক গেলাস্ জল আন্‌তো সুস্থ। উঃ—

সুস্থের প্রস্থান

মিঃ কারফরমা (পুনরায় রুমাল মুখে কাশি) : খক্ খক্ ঘড়াঙ্।

মিঃ গশ্ (কাশি থামিলে উঠিযা বসিযা) : উর্বি—কী ডাক্তাব বললি—যিনি থীসিস্ লিখেছেন? রাশিযান বুঝি?

মিঃ কারফরমা : নইলে অমন নাম হয। কিন্তু নাম জেনে কী হবে তোর? তিনটে হেঁচে একটা স্কি বল্—তা'হলে সমানই কাজ দেবে—for aught we care.

মিঃ গশ্ : রাশিযান ডাক্তার! তাব ওপর থীসিস! পণ্ডিত মশায়,—

বাগীশ : ছি বাবা, অত অধীর হলে চলে? চরক বলেন ভয় কেবল তখনই—যখন "দুর্ব্বলা সবলা নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা" (মিঃ গশ্ উঠিয়া বসিলেন) অর্থাৎ কি না যাঁর নাড়ী ক্ষণেক্ষণে মন্দাক্রান্তা পজ্ঝটিকা ছন্দে চলে—যেমন ধর বাবাজীর নাড়ী—

জল হস্তে সুস্থের প্রবেশ

মিঃ কারফরমা (টপ্ করিয়া) : সে আনাড়ীর কাছে "মিথ্যামৌনী ভবেৎ বন্ধুঃ, বান্ধবী চোপরেলিকা।" জানি পণ্ডিত মশায় চরক আমার

ঘাঁটা আছে। (ক্রুদ্ধ বাগীশ উত্তর দিতে যাইতেছিলেন—তাঁহাকে থামাইয়া) কিন্তু আমার আশ্চর্য্য লাগে মিস্ চাটার্জ্জি, কোথায় চরক আর কোথায় প্রভু—অথচ দুজনের উপদেশে কী গভীর মিল! সেন্ট লিউকেও প্রভু এই কথাই বলেছেন না—Give every man thy ear but few thy voice ?

মিস্ চাটার্জ্জি (সরোষে): ফের এই ধরণের বাজে ঠাট্টা? Fie মিষ্টার গশ্—যদি এখানে কেবল কেবল—

মিঃ কারফরমা (বাধা দিয়া): ও হো tactless again Miss Chatterji—my apologies—sincerest humblest, contritest apolo—

মিস্ চাটার্জ্জি (উত্তপ্ত): ট্যাক্টলেস্? শেক্সপীয়রের কথা সাক্ষাৎ প্রভুর মুখে বসিয়ে দেওয়ার মতন স্যাক্রিলেজ ব্লাসফেমির নাম ট্যাক্টলেস্? আপনি—আপনি—কি বলব—আপনি একটা—অর্থাৎ—মূর্ত্তিমান—ইয়ে।

হৃষ্ট কাছের টেবিলে গেলাস রাখিয়া দুই হাতে
মুখ ঢাকিয়া হাসি চাপিতে লাগিল

মিঃ গশ্ (কাতরভাবে): Please don't Miss Chatterji—I beg—please—

মিস্ চাটার্জ্জি (উদ্দীপ্ততর): না মিষ্টার গশ্। I can't—I simply can't permit this sort of thing. আমি সব সইতে পারি, কিন্তু প্রভুকে নিয়ে ঠাট্টা—

বাগীশ (হৃষ্ট স্বরে): সাধু সাধু। কেবল মা লক্ষ্মী, আমরা আমাদের প্রভুদের সম্পর্কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিপাক করতে না পারলে তোমরা অবলীলাক্রমে বলে থাকো—আইডলেট্রি—কুসংস্কার।

মিস্ চাটার্জ্জি (পাশের চেয়ারের হাতল হইতে তাঁহার ঝুলন হ্যাণ্ডব্যাগ উঠাইয়া লইয়া) : আমি চললাম মিষ্টার গশ্—আমার ওভারকোট? গ্লভ্স্?

মিঃ কারফরমা (উত্থানোদ্যতাকে বাধা দিয়া সানুনয়ে) যাবেন না মিস্ চাটার্জ্জি। আমি দণ্ড দিচ্ছি নিজেকে। সুস্থ!—যা তো, টেমির যমজ কুকুরটা নিশ্চয় এতক্ষণে ক্ষেপে গেছে। রামদীনকে বল্ তাকে আমার পানে লেলিয়ে দিতে, আর আমি একটাও ইঞ্জেকশন না নিয়ে 'দারুভূতো মুরারি'-র মতন ব'সে থাকি—তোর কাকা ও মিস্ চাটার্জ্জি দুজনেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

মিস্ চাটার্জ্জি (রেশমী রুমালে মুখ ঢাকিয়া হাসিযা ফেলিয়া) : যা—ন্। আপনার ওপরেও আবার না কি মানুষে রাগে।

সকলের হাস্য—এমন কি মিঃ গশের ওষ্ঠপ্রান্তেও ক্ষীণ হাসির উদয়চ্ছটা দেখা দিল।
বাটলারের প্রবেশ—হাতে রূপার টে তে একটি চিঠি

বাট্লার : ডাগ্দর সাবকো উহাঁসে চিঠি হুজুব।

মিঃ গশ্ (মুহূর্ত্তে পাণ্ডুর) : উর্বি, দেখতো ভাই—আমার কেমন যেন হাত উঠছে না।

কারফরমা উঠিয়া খামটি ছিঁড়িতে লাগিলেন।
বাটলারের প্রস্থান

মিস্ চাটার্জ্জি : দেখবেন মিষ্টাব গশ্—আমার মন বলছে কিচ্ছু পাওয়া যায়নি—লিখেছেন ডাক্তার নাগ। প্রভু—

মিঃ কারফরমা (উচ্চস্বরে) : সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছি।

মিঃ গশ্ (কম্পিত স্বরে) : কী? ওতে—(কথা আর ফুটিল না)

মিস্ চাটার্জ্জি (উঠিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া): তাইতো—টেমির তা'হলে হাইড্রোফোবিয়া সত্যিই হয়েছিল! ও ডিয়ার ডিয়ার, হাউ টেরিব্‌ল।

মিঃ গশ্ মথা ঘুরিয়া সোফা হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সোফায় তুলিলেন—মিস্ চাটার্জ্জি পুনরায় তাঁহার হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে স্মেলিংসল্ট বাহির করিয়া মিষ্টার গশের নাকে ধরিলেন। প্রামাণিক বাতাস করিতে লাগিলেন, বাগীশ তাঁহার মুখে চোখে খানিক আগে আনীত জলের গ্লাস হইতে জল লইয়া ছিটা দিতে লাগিলেন, যদিও গশ্ অজ্ঞান হন নাই—তবুও। মিঃ কারফরমা রুমালে মুখ ঢাকিয়া ফের কাশিলেন। সুস্থ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল। সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু মিঃ কারফরমার সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র—না হাসিয়া পারিল না।

মিঃ কাবফরমা: সুস্থ—ছি! কাকাব জীবনমরণ নিযে হাসি! শে—ম্।

সুস্থ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া মিঃ গশের সোফার কাছে গিয়া
ঝুঁকিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল

বাগীশ: বাবাজী—

মিঃ গশ্: কে—

বাগীশ: আমি বাবা—কামাখ্যার বাক্যবাগীশটা নয়—ভট্টপল্লীর মীমাংসাবাগীশ। চিনতে পারছ কি? এঃ, জলজ্যান্ত মানুষটা—দেখেছ হে সর্ব্বেশচন্দব, আমাকেই চিনতে পারছে না।

মিঃ কারফরমা সহসা মিঃ গশের নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন ও
ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন

প্রামাণিক (উদ্বিগ্ন সুরে): মানে?

মিঃ কারফরমা (মেঘাবৃত মুখে): শ্—শ্। অনেক সময়ে হাইড্রো-

ফোবিয়ার লক্ষণ কামড়াবার বার ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং সে-ক্ষেত্রে নাড়ীর মধ্যে এক peculiar ধরণের vibration পাওয়া যায়।

মিঃ গশ্ (বিদ্যুদ্বেগে হাতটি টানিয়া): My God, I am done for.

সে হাত লাগিয়া মিষ্টার কারফরমার হাতের ঘড়িটি ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙিয়া গেল—বাগীশ লাফাইয়া উঠিলেন ও প্রামাণিক চমকিয়া উঠিতে গিয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেলেন কাচের গেলাসটি শুদ্ধ

মিঃ গশ্ (সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না কবিযা): দাদা—দাদা—সুস্থ, দাদাকে ডাক্, আমি আজই রাত্রের গাড়ীতে কল্‌কাতা রওনা হব, কিম্বা কসৌলি।

সুস্থের ছুটিয়া প্রস্থান—এবার সে-ও ভীত হইয়াছিল

মিঃ কারফরমা : আহা—লাগল প্রামাণিক মশায় ?

প্রামাণিক (পাযের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে): না না—(বসিলেন)

মিস্ চাটার্জ্জি (সেদিকে না তাকাইযা): ছি, মিষ্টাব গশ্—অত উত্তেজিত হওযা কি আপনার মতন লোকেব শোভা পায ? ভয় কি ?

মিঃ কারফরমা : ঠিক্। ভয় কি ? সাহসে বুক বাঁধ্ গশ্। অনেক সময়ে জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পেলেও ইঞ্জেকশনে কাজ হয়। দাঁড়া, আমি কল্‌কাতা যাবার ট্রেনটা দেখি। (পাশের revolving book-shelf হইতে টাইমটেব্‌ল্ গ্রহণ)

মিস্ চাটার্জ্জি : বলেন কি ? জলাতঙ্ক প্রকাশ পেলেও ইঞ্জেক্‌শনে কাজ হয় ?

মিঃ কারফরমা (টাইম টেব্‌লের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে): হয়

না ? বাঃ, আমার পাস্তুরীশালা বললেন রুবিন ইগান ষ্টার্ণিকভ ট্রিক-বুনাভিলাডেস্কটস্কি লিখেছেন যে সেদিন তাঁর Monogram on Sixtysix Types and Ramifications of Virulent Hydrophobia-তে।

উদ্বিগ্নমুখে সুস্বের সহিত সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম : ব্যাপার কি বাপ্পা ? (এলায়িত গশের নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন)

মিঃ গশ্ (ক্ষীণ স্বরে) : আর দাদা। বোধ হয় হল ব'লে হাইড্রোফোবিয়া। আমার মাথাব ভেতরটা কেমন কেমন করছে। সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে।

সীতারাম : (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) : সর্ব্বরক্ষে। এই ! আমি সুস্থেব কথা শুনে ভাবলাম বুঝি ধনুষ্টঙ্কার বা concussion of the brain-ই হল হঠাৎ প'ড়ে গিযে। হ্যাঁ রে বাপ্পা, তোর কি একদিনে বুদ্ধিশুদ্ধি যা অল্পস্বল্প ছিল সব বেমালুম লোপ পেল ? একদিনে জলা-তঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে কখনো ? কে বলেছে এসব আজগুবি কথা তোকে শুনি ?

মিঃ গশ্ (কাতর স্ববে) : উর্বি—(কথা আর ফুটিল না)

সীতারাম (হাসিয়া) : উর্ব্বশীবাবু, এবার ক্ষ্যামা দিন। নইলে ঠাট্টাটা এবার সঙীন হয়ে দাঁড়াবে সত্যি সত্যিই। জানেনই তো ঠাট্টা-তামাসা ও ছেলেবেলা থেকেই বুঝতে পারে না—নইলে কি আর পাবলিক প্রসিকিউটর হতে পারত ?

মিঃ কারফরমা (হাসিযা) : আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এখন থেকে আব আমি ঠাট্টা করব না।

মিঃ গশ্ (রাগিয়া উঠিযা বসিয়া) : তা'হলে এতক্ষণ তুই—তুই—

ঠাট্টা করছিলি। ভারি অন্যায়—হার্টলেস্। ঠাট্টা কর বেশ কথা—কিন্তু যখন আমি জিজ্ঞেসা করলাম যে ঠাট্টা ক'রে বল্‌ছিস্ না গম্ভীরভাবে—তখন কেন মুখ তোলো হাঁড়ি ক'রে রইলি ?

মিঃ কারফরমা : শুনুন ডাক্তারবাবু, কে বলে গাধা বিলেত গেলে মানুষ হয় ? ঘোড়াই হয না।—আচ্ছা গশ্, তুই কী বেল্লিক বল্ তো ? পাঁচশোবার ঠাট্টা করি—অথচ প্রতিবারই কি ছাই তুই seriously নিবি ! আর ঠাট্টা করবার সময়ে বুঝি মানুষ প্রাণপণে গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে রাখে যে সে ঠাট্টা করছে ? কবি শেক্সপীয়রের শ্লোকটি একটু বদলে লেখা উচিত ছিল এই ভাবে—

> How much a duffer sent to white Britannia
> Excels a duffer kept in Mother India !

মিস্ চাটার্জ্জি (সানুকম্পা) : কিন্তু মিষ্টার কারফবমা, আপনি যে মানুষের জীবন মরণ নিয়ে এত রকম ঢঙে এতক্ষণ ধ'রে ঠাট্টা চালাবেন এ কি ভাবা যায় ? সত্যি বলতে কি, যখন আমিই ধরতে পারিনি—প্রভুর আলো এত পেয়েও, তখন—

বাগীশ : অন্যে পরে কী কথা—মা লক্ষ্মী ! সাধু সাধু। বটেই তো। (বলিয়া একাই হাসিলেন)

প্রামাণিক : এবার কিন্তু আপনি হেরে গেলেন কারফরমা সাহেব।

মিঃ কারফরমা (হতাশ সুরে) : অগত্যা। বিশেষতঃ যখন মহল বনাম মহিলা। পণ্ডিত মশায় আপনাদের যাজ্ঞবল্ক্য—না না—ঋষ্যশৃঙ্গই বলেছেন না—

> স্ত্রিয়াশ্চ জিহ্বাঃ শুনশ্চ দন্তাঃ
> দেবা ন পারন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ?

বাগীশ : দেখ বাবাজী, দেব-ভাষাটা বার বার অপবিত্র কোরো

না। জানো না তো কী শাস্তি!—'অন্ধকারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী'—

সীতারাম (হাসিয়া) : আমার একটু কাজ আছে পণ্ডিত মশায়, নইলে বৈতরণী পারাপারের সমস্যাটা আজ নিষ্পত্তি না ক'রে উঠতাম না।—যাক্। বাপ্পা, তুই আজই রাতের ট্রেনে রওনা হ কলকাতা। রাত ন'টা দশমিনিটে ছাড়ে ট্রেন। আমার মোটর সাড়ে আটটায় হাজির রাখতে ব'লে দিচ্ছি।

প্রস্থান

মিস্ চাটার্জ্জি : কিন্তু সমস্ত রাত একলা ট্রেনে—

মিঃ কারফরমা (গম্ভীর ভাবে) বটেই তো। যদি ধরুন—ট্রেনে সহযাত্রীর কুকুর থাকে ও নাহক্ ক্ষেপে যায়। বলা তো যায় না—বিশেষ এই কুকুর ক্ষেপার মৌসুমে। কি বলেন সকলে?

মিস চাটার্জ্জি : ফে—র? নাঃ—আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

বাগীশ : বাবাজী, পরের বেলায় পরিহাস করাটা কিছু দুরূহ কাজ নয়। জানো তো দ্বিজুরায় কি ব'লে গেছেন—

"না হইলে সম সঙীন অবস্থা
বাক্যে বীরত্ব হি অতি শস্তা?"

কামড়াত একবার তোমায়—কি বল মা লক্ষ্মী?

মিস্ চাটার্জ্জি (খুসি হইয়া) : ঠিক্ বলেছেন পণ্ডিত মশায। এ সময়ে ট্রেনে একলা যেতে যদি মন না চায় তবে সেটা কি খুব দোষের? —কিন্তু দেখুন মিষ্টার গশ্—আমার এক মামাতো ভাইয়ের কাল কল্‌কাতা যাওয়ার কথা। আমি বললে তিনি আজই যেতে রাজি হবেন আপনার সঙ্গে। বলব তাঁকে?

মিঃ গশ্ (গভীর কৃতজ্ঞ) : না না মিস্ চাটার্জ্জি, you are really—what shall I say—too good—কিন্তু আপনাকে এতটা trouble দেওয়া—বা আপনার goodness-এর advantage-নেওয়াটা হচ্ছে—you know—কী বলব ?—

মিস্ চাটার্জ্জি (ব্রীড়াপেলব কণ্ঠে) : ও মা বলবেন আবার কি ? আর এতে কষ্টই বা কোন্‌খানে শুনি ? বন্ধুর জন্যে বন্ধুর একটু করা তো কর্ত্তব্য—ডিউটি। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—তাঁকে বলতে আপনার সঙ্গে যেতে।

মিঃ গশ্ : না না মিস্ চাটার্জ্জি। ব্যস্ত হবেন না—I pray এটা সত্যি কেমন যেন—আপনাকে এতটা কষ্ট দেওযা—এ যেন একটা—what shall I say ?—ইয়ে আব কি।

মিস্ চাটার্জ্জি : কষ্ট কিচ্ছুই না। এ ত বান্ধবীর সৌভাগ্য মিষ্টার গশ্—বন্ধুর জন্যে কিছুও করতে পাবা ? আমি সব ঠিক ক'রে দিযে এক্ষুনি ফিরে আসছি। (গমনোদ্যত)

মিঃ কাবফরমা : O Miss Chatterji—O thou overwhelmingly stunningly angelic one ! শুনুন, আপনাব ভাইকেই আমি ডেকে আনছি। বলুন তাঁব ঠিকানা। আমি আমাব মোটবে ক'রে গিয়ে তাঁকে in the twinkling of an eye এনে আপনার পাযে ঢেলে দেব—কিন্তু আপনাকে এখন যেতে দিতে পারি না। গশ্ যতক্ষণ না ট্রেনে ওঠে আপনি তাকে আপনার বান্ধবী-স্পর্শ দিয়ে ঘিরে রাখুন। তার এ সঙ্কট সময়ে আপনার স্পর্শ—

বাগীশ : ঠিক্‌ই তো। ভবভূতিই বলেছেন 'অস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।' মা লক্ষ্মী—এ সময়ে তুমি বাবাজীর কাছে থাকো—যতক্ষণ পারো।

মিস্ চাটার্জ্জি (ব্রীড়ানত মুখে) : তবে তাই হোক্ আমাকে দিয়ে যদি মিষ্টার গশের একটুও উপকার হয়—

মিঃ কারফরমা : O thou phantom of delight ! রে পাপিষ্ঠ ফিলিস্টাইন গশ—দেখ্—দেখে শেখ্ এঞ্জেল ইন্কারনেট কাকে বলে। বলিনি তোকে লাখোবার ? কেবল দুঃখ এই শেষে কি না তোর কপালে —পাবলিক প্রসিকিউটরের কপালে এ রসস্য নিবেদনম্ ? কি বলেন পণ্ডিত মশায় ভবভূতি কালিদাস ভারবি মাঘ এঁরাও তো এ বিষয়ে সব এক মত, না ?

মিস্ চাটার্জ্জি (রক্তিম) : আপনি ভা--রি—

প্রামাণিক : কিন্তু কারফরমা সাহেব, ওঁর ভাইকে যদি আজ রাত্রের গাড়ীতে যেতেই হয়—

মিঃ কারফরমা : ঠিক্ ঠিক্ (উঠিয়া) বলুন তাঁর ঠিকানা মিস্ চাটার্জ্জি—আমি নিজে যাচ্ছি—

মিস্ চাটার্জ্জি : কিন্তু আপনারও যাওয়াব দরকাব নেই মিঃ কারফরমা। আমি আমাব ভাইকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি আপনার শোফারকে শুধু দিয়ে আসতে বলুন। আমার কথা তার কাছে বেদবাক্য।

মিঃ কারফরমা (গশের পানে তাকাইয়া) : কার কাছে নয় ?

মিস্ চাটার্জ্জি (লজ্জা পাইয়া) : আপনার খালি ঠাট্টা—

মিঃ কারফরমা : শেলিও কি ঠাট্টা করেছিলেন মিস্ চাটার্জ্জি, যখন তিনি লিখেছিলেন : Woman 'tis lucky you know not all your powers ?

মিস্ চাটার্জ্জি (কৃত্রিম কোপে) : আঃ, থামবেন কি একটু ? রসুন, এক মিনিট কথা না ক'য়ে থাকতে পারবেন কি ? (নিজের

পকেটবুক ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাতে সংলগ্ন ছোট্র পেন্সিল দিযা কি লিখিয়া) শুনুন মিঃ গশ্, লিখ্‌লাম : "প্রিয় ভিক্টর, আমার ইচ্ছা তুমি আজই রাত্রের মেলে মিষ্টার গশের সহিত কলিকাতা রওনা হও— তোমার সুহাদিদি।"

মিঃ গশ্ (সবিস্ময়ে) : কী কারণ কিছু লিখে দিলেন না ?

মিঃ কারফরমা : তুই ভারি চাষা গশ্। একটু এঞ্জেলোলজিও ছাই পড়লিনি। ওঁদেরও যদি পার্থিব মামাতো ভাইয়ের কাছে কারণ দিয়ে কথা কইতে হয় তবে angelicity রইল কোথায শুনি—O no, Miss Chatterji, no modesty please. That is no part of angels' duty. (বলিযা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া) শোফার, দেখো, এই চিঠ্‌টো একশো বাইশ নম্বরকা হিউয়েট রোড ঠিকানামে ছোড়কে উত্তব লে-কে ছুটকে চলা আও। দেরী মৎ করো—বুঝা ?

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন—এমন কি মিঃ গশ্ পর্য্যন্ত

মিস্ চাটার্জ্জি : সাক্ষাৎ এলাহাবাদে ব'সে কিনা আপনি বললেন উত্তর লে-কে ছুটকে চলা আও, বুঝা ?

মিঃ কাবফরমা : মিস্ চাটার্জ্জি, একটা অসভ্য ভাষা শেখা কি আমাদের পক্ষে ঠিক্ সেই পরিমাণেই কঠিন হয়ে ওঠে না আমরা যে পরিমাণে সভ্য হই ?

প্রামাণিক : কিন্তু কারফরমা সাহেব, এবার আপনি হেরে গেলেন। মিস্ চাটার্জ্জি তো সভ্যতার—ওর নাম কি—শিখরে উঠেছেন—কিন্তু তিনি এম্‌নি অবলীলাক্রমে উর্দ্দু বলেন যে লোকে তাঁকে সভ্য ব'লে তো চিনতেই পারে না।

মিঃ কারফরমা : আহা—ভুলছেন কেন প্রভুর কথা যে exceptions only prove the rule.

মিস্ চাটার্জ্জি : ফের?—আমি চললাম।

মিঃ গশ্ : Please don't, Miss Chatterji, বলিনি আপনাকে যে he is not worth it? আর একটু থাকুন—আমার কৃতজ্ঞতা যে জানানোই হল না ভাল ক'রে।

মিস্ চাটার্জ্জি (শান্ত হইয়া কোমল কণ্ঠে) : কৃতজ্ঞতা আবার কি? আপনার জন্যে এটুকু করতে পারা তো যে কোনো নারীর সৌভাগ্য মিষ্টার গশ্—বিশেষতঃ যদি সে-নারী আলো পেয়ে থাকে।

বাগীশ : সাধু সাধু। (মিঃ কারফরমাকে) দেখলে বাবাজী। সাধে কি মনু বলেছেন 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ?' দেখ না কন্যাকে যত্নের সহিত শিক্ষা না দিলে কি রাতারাতি এমন হীরের টুক্‌রো মেয়ে হয়?

প্রামাণিক : সত্যি, যেমন হৃদয়, তেমনি শিক্ষা, তেমনি সৌজন্য, তেমনি গান—

মিঃ কারফরমা : By Jove Miss Chatterji, আপনার গান আজ একটাও শোনা হয়নি যে। দিনটা বৃথাই যাচ্ছিল আর একটু হলে দোহাই আপনার ও মেল্‌বালজ্জাদায়িনীকণ্ঠে একটি ঈশা ভজনা। Please—

মিস্ চাটার্জ্জি (সানুকম্পা) : কিন্তু মিষ্টার গশের মনের এ-অবস্থায়—

মিঃ গশ্ : মিস্ চাটার্জ্জি, আপনার গান তো ঠিক্ এই অবস্থায়ই শোনা দরকার।

মিঃ কারফরমা : মিস্ চাটার্জ্জি, আপনি জানেন না—আপনি

ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেন না আপনার সঙ্গীতে গশের কত উপকার হয়। শেক্ষপীয়র কি বলেছেন জানেন তো—Music has charms to soothe the savage breast ?

প্রামাণিক : এ কথাটা কিন্তু—ওর নাম কি—

মিঃ কারফরমা (নিমীলিত নেত্রে আপনমনে); আহা—কী কথাই না শেক্ষপীয়র ব'লে গেছেন ! (চক্ষু চাহিয়া বাগীশকে) পণ্ডিত মশায়, এ আপনার ভট্টি বা কাদম্বরীর কর্ম্ম নয়—স্বয়ং শেক্ষপীয়র—বুঝলেন ? পারতেন আপনাদের মুনিঋষিরা এরকম কথা লিখতে ?

বাগীশ (চটিয়া) : বাপু হে, গানের মহিমা সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বদর্শী মুনিঋষিগণ য—যখন লিখে গিয়েছিলেন

'জপকোটি-গুণং ধ্যানং, ধ্যানকোটিগুণং লয়ম্।
লয় কোটিগুণং গানং, গানাৎ পরতরং নহি'

তখন তোমাদেব শেক্ষপীযর তো দূ—দূরের কথা, মোক্ষমূলরও সেই চু—চুরাশী হাজার জন্ম আগে ভূ—ভূষণ্ডী কাক হযে কা—কা—কা করতেন। তোমরা—আ—আজকালকার ছে—ছেলেরা—

মিঃ গশ্ : আহা-হা পণ্ডিতমশায়, চটবেন না, তার চেযে বরং ঠাণ্ডা হয়ে একটা গান শুনুন। মিস্ চাটার্জ্জি—Please—

মিস্ চাটার্জ্জি (সবিনয়ে) : আমি—আমি—কীই বা গাইব ?

প্রামাণিক : ওর নাম কি—সেইটা মিস্ চাটার্জ্জি—যেটা গেয়ে আপনি সেদিন—ওর নাম কি ডাক্তার অবলাবল্লভবাবুর নিদ্রাহীন অসুস্থ মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মিস্ চাটার্জ্জি (প্রীত স্বরে) : আপনি কার কাছে শুনলেন ?

মিঃ কারফরমা : মিস্ চাটার্জ্জি angelicity is like murder : it will out.

মিস্ চাটার্জ্জি (অত্যন্ত বিনয়ে) : কী যে বলেন আপনারা সব !… আমি কী-ই বা জানি, আর কতটুকুই বা শিখেছি—

মিঃ কারফরমা : আপনি আবার শিখবেন কি মিস্ চাটার্জ্জি ?

বাগীশ : সত্যি। কালিদাস বলেছেন—

সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি

ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য ?

সমীরণকে কে কবে শিখিয়েছিল, মা লক্ষ্মী, হুতাশনের সহকারী হতে ? সহজাত ক্ষমতা—প্রাক্তন সংস্কারে—

প্রামাণিক : সত্যি মিস্ চাটার্জ্জি, রবিবাবুও বলেছেন—"যে পারে সে আপনি পারে পারে গো ফুল ফুটাতে।"

মিস্ চাটার্জ্জি (অত্যন্ত প্রীত, ঈষৎ রক্তিম) : কী গাইব ?

মিঃ কারফরমা (সহসা) : ওহো সেইটে—সেইটে মিস্ চাটার্জ্জি, যেটা সেদিন মিস্ আদরিণীর বিয়েতে আমাদের সব্বাইকে থ্রিল্ ক'রে দিয়েছিল—সেই—মনে পড়ছে ? সে—ই ?

মিস্ চাটার্জ্জি : কই না তো ?

মিঃ কারফরমা : বাঃ ! মনে পড়ছে না ? (ঘাড় কাত করিয়া) সে—ই ?

মিস্ চাটার্জ্জি (হাসিয়া) : ঘাড় ফাৎ ক'রে ভেঙে পড়লেও পড়বে না মনে।

মিঃ কারফরমা : সেই—বাঃ—শেম—কি বলে যেন ? রশুন।

মিস্ চাটার্জ্জি : বোঝা গেছে মিষ্টার কারফরমা—আপনার যত সব বোগাস্—

প্রামাণিক : বোধ হয় উনি বলতে চাইছেন—ওর নাম কি—সেই গানটির কথা : আপনার বাংলা-স্কলার অক্সফোর্ডের বিশপ ব্রমটন

সাহেবের তৈরি : "প্রভো ! অন্তিমে দেখায়ো আলো নরকের কীটে।"

মিঃ কারকরমা (সোল্লাসে) : ঠিক্ ঠিক্। ঐটে ঐটে। আপনার ঐ নারকীয় গানে আপনি নটমল্লার সুর খাপ খাইয়েছেন যেন দ্বিজুরায়ের ভাষায়

আহা জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
আর গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম,
যেন নাচের সঙ্গে তব্লার চাঁটি
আর টপ্পার সুরে হরিনাম।

প্রামাণিক : সত্যি মিস্ চাটার্জ্জি, আপনার-ওর নাম কি—ঐ নরকের কে-র ওপর গিট্‌কিরিতে আমার শরীরের সারা পাপ সেদিন যেন টিট্‌কিরি দিয়ে উঠেছিল।

মিঃ কারকরমা (সতাচ্ছিল্যে) : মোটে ! আমার তো—বিশ্বাস করুন, মিস্ চাটার্জ্জি, আপনার ঐ কীটের কী-র ওপর সেই মাইলখানেক লম্বা ট্রেমলো তানে মনে হচ্ছিল সত্যিই—যেন আমি নরকে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছি।

মিস্ চাটার্জ্জি (হাসিয়া ফেলিযা) . যা—ন্ (বলিযা উঠিযা পিয়ানো খুলিয়া বসিলেন)

বাগীশ : না, দোহাই মা লক্ষ্মী, ঐ নরকের কীটফীট রেখে অন্য একটা গান গাও যাতে নরদেহেই নরকদর্শনটা না হয় যুধিষ্ঠিরের মতন। (বলিয়া পুনরায় একাই হাসিলেন)

মিস্ চাটার্জ্জি (স্নিগ্ধ সুরে) : আচ্ছা আচ্ছা পণ্ডিতমশায়। আমরা ছেলেবেলা থেকেই শিখি উদারতা, জানেন ? গাইছি এমন একটা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সঙ্গীত—মিষ্টার ধুর্জ্জর পাকড়াশীর রচনা—

প্রামাণিক (সভয়ে) : না মিস্ চাটার্জ্জি তার চেয়ে গান একটা রবিবাবুর গান।

মিঃ গশ্ : না মিস্ চাটার্জ্জি, গান আপনার নিজের তৈরি একটা নতুন কিছু।

মিস্ চাটার্জ্জি (সলজ্জে) : আমার নিজের তৈরি? (প্রামাণিককে) আচ্ছা সর্ব্বেশবাবু, শুনুন রবিবাবুরই "বাজো রে বাঁশরী বাজো" "গানটির অনুকরণে লেখা আমার একটা গান—কিন্তু তাঁর সুরে নয় আমার সুরে, মিশ্র জোনপুরীতে।

গাহিলেন

জ্বালো হে অন্তরে আলো—জ্বালো।
মঞ্জুল বন্দন শঙ্খে নাশি' অসুন্দর কালো॥
হোক হিয়া স্বপ্নের ডালা
তব ধ্যান রত্ন উজ্জ্বালা,
প্রাণ তব মুর্চ্ছনা মঞ্জুলা হোক হাসি',
মরুবুকে জাহ্নবী ঢালো॥

তোমা বিনা বৃথা রব-রঙ্গ,
বৃথা মধু বসন্ত-সঙ্গ,
তব চরণাম্বুজ-রাগে
কন্দরে নন্দন জাগে,
মলিন মর্ম্ম রাঙে নির্ম্মল চুম্বনে,
ধূলিবাসে অম্বরে ভালো।

মিঃ কারফরমা চক্ষু বুঁজিযাই বসিয়া রহিলেন। সকলে স্তব্ধ। মিস্ চাটার্জ্জি একে একে সকলের দিকেই তাকাইলেন কিন্তু সকলেই গদগদ দেখিয়া জানালার দিকে তাকাইলেন

মিঃ কারফরমা : মিস্ চাটার্জ্জি, thou charming heretic! what a word—তব চরণাম্বুজ-রাগে—ও হো হো—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ই বটে! এ যে একেবারে হিন্দু সিমিলি!

মিস্ চাটার্জ্জি (কুণ্ঠিতভাবে) : না তা নয়। অবিশ্যি প্রথমটার তা মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় বটে—আমাদের সিস্টারও বলেছিলেন প্রথম দিন—

বাগীশ (বিস্মিত) : তোমার সিস্টার আছেন কই তো শুনিনি কখনো মা লক্ষী?

মিস্ চাটার্জ্জি (হাসিয়া) : না না সে সিস্টার নয পণ্ডিতমশায। আমি-যে কনভেণ্টে পড়তাম না?—তার প্রধানা নান্। সিস্টার মানেও জানেন না?

প্রামাণিক (টপ্ করিয়া) : পণ্ডিতমশাই ভাটপাড়ার সেকেলে বুড়ো মানুষ—ওর নাম কি—সিস্টার কনভেণ্ট এসব জানবেন কোত্থেকে বলুন?

বাগীশ (সরোষে) : তোমাকে আর আমার বার্দ্ধক্যের হযে ওকালতি করতে হবে না বাপু, তুমি নিজের অনন্ত যৌবনের চরকায়ই তৈল ম্রক্ষণ করো।

মিঃ কারফরমা : আহা—হা পণ্ডিতমশায়, বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ বললে চটেন কেন বলুন তো? আপনাদের অগ্নিমান্দ্য পুরাণেই আছে না?—

বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ?

তাছাড়া আপনার যখন অগ্নিমান্দ্য বা জরার কোনো চিহ্নই নেই তখন প্রবীণত্বে শোক কেন?

বাগীশ (ঈষৎ প্রীত ও উপশান্ত) : না না চটব কেন বাবাজি? তবে আজকালকার ম্লে—ম্লেচ্ছ যুগে (বলিতে বলিতেই উদ্দীপ্ত) ছোট

মুখে বড় কথা শুনলে শু—শুধু ইচ্ছা হয় এ—একবার শ্—শা—থুড়ি মা লক্ষী—বেটাদের ব্রহ্মতেজ কা—কাকে বলে দি—দিই উপলব্ধি করিয়ে। নইলে আমি বু—থুড়ি—চ—চটি এ কথা বলে কো—কোন্ অর্ব্বাচীন গণ্ডমূর্খ পা—পামর ছোটজাত কো—কোথাকার!

প্রামাণিক (চটিয়া): জন্ম জন্ম ছোটজাত হয়ে থাকা লক্ষ গুণে ভালো পণ্ডিতমশায়—ওর নাম কি—তিন তিনটেকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে চতুর্থীর কাছে ফোকলা মুখে বাঁধানো-দেঁতো হাসি হেসে মন মজাতে চাওয়ার চেয়ে। তবু যদি একগাছি চুলও মাথায় থাকত। আহা!—কী নব কার্ত্তিকটিরে!

বাগীশ (হাত হইতে নল পড়িয়া গেল, কম্পান্বিত কলেবরে): কী—ঈ! এ—এত্তো বড় কথা। তো—তোকে আমি—আ—আমি তোকে—তু—তুই যদি রসনা সংযত না করিস্—ত—তবে (উত্তেজনার প্রাবল্যে উঠিয়া দাঁড়াইতেই কাছা খুলিয়া গেল): আঃ—কী জ্বালা! দাঁ—দাঁড়া—আ—আগে কচ্ছখানি এঁটে নি। তিষ্ঠ—(কাছা আঁটিতে ব্যস্ত)

মিঃ কারফরমা (তদবস্থ পণ্ডিতমশায়ের দুই কাঁধে হাত দিয়া সজোরে চাপ দিতেই তিনি তাঁহার সদ্যপরিত্যক্ত কেদারায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন): আহা পণ্ডিতমশায় করেন কি, করেন কি? কলিতে ব্রহ্মের ব্রহ্মতেজ গোপন—এই-ই হল দুর্ব্বাসা প্রণীত কল্কিপুরাণের বাণী। ভস্ম করবেন না বেচারীকে। শান্ত হোন্ (তাঁহার হাতে ভূলুণ্ঠিত নলটি গুঁজিয়া প্রামাণিকের দিকে চাহিয়া): ছি, প্রামাণিক মহাশয়। পণ্ডিতমশায়কে সেকেলে বলছিলেন—কিন্তু আপনি একেলে হয়েই বা কোন্ ভদ্রমহিলার সামনে ভদ্রভাষা প্রয়োগ করতে শিখেছেন?

প্রামাণিক (লজ্জিত): মাফ করবেন মিস্ চাটার্জ্জি, আমার দোষ

আমি স্বীকার করছি···কিন্তু ওর নাম কি—এই অধঃপেতে বামুনগুলো এমন বামনাই করে সদাসর্ব্বদা যেন আমরা বামুন নই ব'লেই ওঁদের চোদ্দপুরুষের—ওর নাম কি—মাইনে-করা চাকর।

বাগীশ : কী—(বলিয়া পুনঃপ্রজ্জ্বলিত হইয়া হাতের নল ফেলিয়া উঠিতে যাইতেই মিষ্টার কারফরমা তাঁর কাঁধে পূর্ব্ববৎ চাপ দিয়া বসাইয়া দিলেন)

মিঃ কারফরমা (সচিৎকারে) : পণ্ডিতমশায় ভুলবেন না দুর্ব্বাসার ঐ কল্কিসংহিতায়ই লেখা আছে—

অব্রাহ্মণে ক্ষমাং কর্ত্তুং অর্হতি হি সদা কলৌ
অন্ততঃ জল-আতঙ্কে জিহ্বাসংবরণং কুরু।

মিঃ গশ্ (হাসিয়া তাঁহার হাতে নলটি গুঁজিয়া দিয়া) : আহা—হা আপনারা সব কী যে ছেলেমানুষি করেন পণ্ডিতমশায়—মিস্ চাটার্জ্জি ভাববেন কুকুরে কামড়িয়েছে আপনাদেরই আমাকে নয়।

মিস্ চাটার্জ্জি (স্বর্গীয় সহাস্যে) : সত্যি পণ্ডিতমশায়, মিষ্টার গশ্ মিথ্যে বলেননি। এসব কি আপনাকে সাজে? সংযত হোন্। প্রভু বলেছেন রূঢ় কথা উচ্চারণ করলেও অনন্ত নরক।

মিঃ কারফরমা (ঘোর স্বরে) : শুধু প্রভু? মা কালীই কি বলেননি :

কলৌ অসংযমী বিপ্রঃ যান্তি রৌরবমন্তিমে
অতঃ শব্দং ন কর্ত্তব্যং, মৌনং কৌলীন্য লক্ষণম্।

সুস্থের প্রবেশ

সুস্থ : কাকা, তোমার লুচি ভাজা হয়ে গেছে। ট্রেণের আর বেশি দেরি নেই।

বাগীশ (ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া) : তাইতো বাবাজি, কুকুরলীলা-

কীর্ত্তনে দেখছি সময়েরও গজায় পাখা। নেও বাবাজি প্রস্তুত হয়ে নেও। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে! দেখিস্ মা শুধু জলজ্যান্ত মানুষটা আস্তো কুকুর যেন না ব'নে যায়—(মিঃ গশ্ শিহরিলেন) : কি বাবাজি, (পিঠে হাত বুলাইয়া) ঠিক ক'রে দেবেন দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী। (সহসা) একটু পাদোদক দেব কি বাবাজি?

মিঃ গশ্ (ব্যস্তভাবে) : আজ্ঞে না পণ্ডিতমশায়, কেন অত কষ্ট করবেন?

বাগীশ (সোৎসাহে) : কষ্ট আর কি বাবা, এ তো আমাদের কর্ত্তব্য—সুস্থ, একটু জল নিয়ে আয তো বাবা—

মিঃ কারফরমা (প্রস্থানোদ্যত সুস্থকে বাধা দিযা) : করুণা আপনার অপার পণ্ডিতমশায—না জানে কে? তবে এ-যাত্রা ইঞ্জেকশনকেই ট্রাযাল দেওয়া হোক এই-ই বোধ হয সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যার নির্দ্দেশ।

বাগীশ : বেশ বাবা বেশ—কল্যাণমস্তু—চলো হে সর্ব্বেশচন্দর—এখনো ব'সে? আজকেও চপের জন্যে লালা-নিঃসারণ হচ্ছে? কোনো আশা নেই হে।

প্রামাণিক (উঠিযা) : আহা—কী যে ঠাট্টার ছাঁদ! আচ্ছা চলি গশ্ সাহেব। ভালোয ভালোয বাড়ি ফিরে আসুন এই কামনা।

বাহিরে মোটরের শৃঙ্গধ্বনি—বাগীশ ও প্রামাণিকের প্রস্থান

মিঃ কারফরমা : যা—খেয়ে আয় শীগ্‌গির। তোকে ট্রেনে তুলে দিয়েই যাই।

মিঃ গশ্ (উদাসভাবে) : কী-ই বা খাব আজ?

মিঃ কারফরমা : রে ষ্টুপিড, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা? মাত্র সামনের দুটো মাস বৈ তো নয—মানুষের খাওয়া খেয়ে নে। তার পরে

তো খেতে হবে ঘি-হারা আধসেদ্ধ হাড় আর কোটা মাংস—উবু হয়ে, গলায় বক্‌লশ যদি না-ও থাকে।

মিস্ চাটার্জি : ফে—র? না মিষ্টার গশ্, ওসবে কান দেবেন না—যান খেয়ে আসুন শীগ্‌গির, আপনাকে ষ্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরব। *

মিঃ গশ্ (সচকিত) : সে কি? আপনিও যাবেন? না না—সে কি হয়? এই ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায়—

মিস্ চাটার্জি : ন—ন্‌সেন্স। যান খেয়ে নিন চট্ ক'রে।

মিঃ গশ্ (সোচ্ছ্বাসে) : It's awfully—what shall I say—good of you Miss chatterji—but—কিন্তু তা কি হয? আমি what shall I say? এ যে হয়ে দাঁড়াচ্ছে I mean আপনার goodnessএর advantage নেওযা।

মিস্ চাটার্জি (উদ্ভাসিত হাস্যে) : সে কি কথা মিষ্টার গশ্। এতে goodnessই বা কোথায় আর advantage নিচ্ছেই বা কে? এ তো pleasure—duty. বিশেষ আপনার মতন আলোকিত বন্ধুব জন্যে বান্ধবী—

মিঃ কারফরমা (আবৃত্তির সুরে) :

ট্রেণে তোলা কোন্ কথা চান যদি গাছে দিবে তুলে
শুধু দুষো না গো—পরে মইখানি যায় যদি ভুলে।

মিস্ চাটার্জি (সভ্রূভঙ্গে) : ফে—র মিষ্টার কারফরমা?

মিঃ গশ্ (সকাতরে) : উর্বি—please don't!

মিস্ চাটার্জি (তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিকে ফিরিয়া সুধামাখা হাসিয়া) : তাছাড়া আমার ভাইটিকে যে আপনার সঙ্গে ইনট্রেডিউস ক'রে দিতে হবে ষ্টেশনে, আমার না গেলে চলে? ভুলে গেলেন সে যে শুধু

আপনার জন্যেই আজ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা রওনা হচ্ছে আমার কথায় ?

মিঃ গশ্ (গাঢ় স্বরে) : আপনি মিস্ চাটার্জ্জি সত্যিই—what shall I say—

মিঃ কারফরমা : Say an angel with wings shed—old fool, এ ছাড়া আর কোন্ উপমা খাটতে পারে এমন বান্ধবীর সম্বন্ধে শুনি ? বার বার বলিনি কি যে, পর যখন স্ত্রীলিঙ্গ হয় তখনই হয় পরী শাস্ত্রমতে ?

সুস্থ খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল

মিঃ গশ্ (চমকিয়া ফিরিয়া) : কে রে ?—ও—সুস্থ। তুই এখানে এখনো ?

সুস্থ : তোমার লুচি কাকা—মা বললেন—

মিঃ গশ্ : যা—বল্‌গে তাঁকে তোর উর্বি কাকা ও সুহা মাসিমাও খাবেন আমার সঙ্গে, আর দুখানা বেশি ক'রে ভাজতে।

মিস্ চাটার্জ্জি : না না—

মিঃ কারফরমা : হ্যাঁ হ্যাঁ—যা সুস্থ দৌড়। শিখবি কবে যে এঁদের প্রতি 'না' হলো ডবল 'হাঁ'।

সুস্থের প্রস্থান সদৌড়

মিঃ গশ্ (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া) : কিন্তু মিস্ চাটার্জ্জি, কেন অনর্থক—what shall I say—এ শীতে মিথ্যে মিথ্যে এত ট্রাবল্—

মিস্ চাটার্জ্জি (সহসা ক্ষুণ্ণস্বরে) : বান্ধবীর সঙ্গে ব্যবহারে কি মানুষ এত লৌকিকতা করে মিষ্টার গশ্ ? আপনি কি জানেন না যে—

মিঃ কারফরমা (টপ্ করিয়া) : রাজদ্বারে শ্মশানে চ যা তিষ্ঠতি সা বান্ধবী ? সত্যি মিস্ চাটার্জ্জি, গশের অগস্ত্য-যাত্রার দিনেও আপনি এটা বুঝিয়ে দিলেন কী চমৎকার—যে শাস্ত্রবাক্য মিথ্যে হয় না !

মিঃ গশ্ (সত্রাসে) : চুপ্ চুপ্ উবি। পণ্ডিতমশায় এইমাত্র ব'লে গেলেন না যে, আজ বড় খারাপ তিথি—একে মঘা তাতে আবার ত্র্যহস্পর্শ—

মিস্ চাটার্জ্জি (সবিস্ময়ে) : আপনিও তিথি নক্ষত্র ত্র্যহস্পর্শ এই সব সুপরষ্টিশান জানেন না কি মিষ্টার গশ্ ?

মিঃ কারফরমা : মিস্ চাটার্জ্জি, যতই আলোকপ্রাপ্ত হোন না কেন, সাবধানের মার নেই এ-কথা লিখে গেছেন প্রতি ধর্ম্মেরই প্রভু। মানতেন এ-কথা এমন কি অমন যে সার পুঁটিরাম গসেন কে-সি-আই-ঈ —তিনিও। তাই তিনি ছেলের আই-সি-এস'এর নমিনেশনের জন্যে কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা মানৎ ক'রে, চার্চ্চে পাঠিযেছিলেন উপহার রূপোর কাসকেট, এবং সেই সঙ্গে শ্রীমৎ বোমবোমানন্দ বাবাব রক্ষাকবচ স্ত্রীকে পরিয়ে, ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন পীরের দরগায় সিন্নি দিয়ে রাখতে।

মিস্ চাটার্জ্জি খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন মুখে রুমাল দিয়া, কিন্তু মিষ্টার গশ্ বিরক্তিভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

দৌড়াইয়া সুহ্বের প্রবেশ

সুহ্ব : কাকা—কাকা—(হাঁফাইতে হাঁফাইতে) বলিনি ? সব বাজে। এই দেখ চিঠি—(একটি খাম পতাকার মতন ঘন ঘন আন্দোলন)

মিঃ গশ্ : কার রে ?

সুহ্ব : কার আবার ? ডাক্তার নাগের ? য—ত্ত সব—বলিনি—

বাজে ‘ফাস্’ তোমার—কখনো হয়? টেমির মাথায় কিছুই পাওয়া যায়নি। বলিনি?

মিঃ গশ্ (বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—মিস্ চাটার্জ্জিও উঠিলেন): সে কি রে!!

সুস্থ: আব সে কি? (দুই পাক ঘুরিল) হিপ্ হিপ্ হুর্ রে—থ্রী—চি—

মিঃ কারফরমা (উঠিযা). দেখি চিঠি। (হাত বাড়াইলেন)

সুস্থ: না—আমি পড়ব সব আগে। বলো কাকা—তোমার টু সিটারটা চালাতে দেবে—যাব রাঁচি নিজে হাঁকিয়ে কিন্তু এবার।

মিঃ গশ্: দেব বে দেব। পড়্ দেখি আগে।

সুস্থ (মহা চিৎকার করিয়া): "প্রিয় গশ্ সাহেব, আমার সহকারীব অনবধানতা বশত একটি বড় বিষম গোলমাল হইয়া গিয়াছে। যে-কুকুবটির ব্রেনে জলাতঙ্কের বীজাণু পাওযা গিযাছিল সেটি আমাদেব সুন্দরীহরণ বাবুব কুকুর। আপনার পুড্‌ল্‌টির ব্রেনে কিছুই পাওযা যায় নাই। কাজেই আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ-ত্রুটির জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত—

মিঃ গশ্ অধীর আগ্রহে "দেখি দেখি" বলিয়া ঝুঁকিয়া চিঠিটা ছোঁ মারিয়া লইতে যাইতেই ভারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড় পড় হইবামাত্র মিস্ চাটার্জ্জি "আহা—হা—হা" বলিয়া তাঁহাকে ধরিলেন বিদ্যুদ্বেগে দুই পা অগ্রসর হইয়া। তাঁহার জানুর ধাক্কা লাগিয়া কাছের একটি তেপায়া টেবিল উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার উপরকার কাচের ফুলদানি ও জলের গেলাস পড়িয়া ঝন ঝন শব্দে ছত্রাকার হইয়া ভাঙিয়া গেল। সুস্থ নক্ষত্র-বেগে চিঠি হাতে লইয়া পিছাইয়া হাসিয়া উঠিল।

মিঃ গশ্ (অত্যন্ত বিরক্ত) : আঃ দে না সুস্থ—দেখ্ তো, কি করলি ?

সুস্থ (হাসিয়া) : আমিই বটে ! বা রে উদোর পিণ্ডি—তোমার ও বপুর টাল সামলানো কি সোজা কাকা ? টেবিল তো টেবিল হিমালয়ও হ'ন কাৎ। (মিস্ চাটার্জ্জি হাসিলেন)

মিঃ গশ্ (ক্রুদ্ধ) : ফাজিলের সর্দ্দার ! দেব তোমাকে টু-সিটার, দাঁড়াও না।

সুস্থ (তৎক্ষণাৎ) : এই নাও কাকা চিঠি।

মিঃ গশ্ (চিঠিটি হাতে লইযা) : পড়ুন না মিস্ চাটার্জ্জি kindly ক'রে। আমার মাথা ঘুবছে—আনন্দে। উঃ। (ধপ্ করিযা বসিয়া পড়িলেন সোজা মাটিতে)

মিস্ চাটার্জ্জি : ও কি—ও কি !

মিঃ গশ্ (তদবস্থ) : It's all right Miss Chatterji—চিঠিটা—চিঠিটা পড়ুন সব আগে। সুস্থ যা পড়েছে ঠিক তো ?

মিঃ কারফরমা (সুব কবিযা কীর্ত্তনের ভঙ্গিতে) : নাহি জানি ভূমিতল শয্যা গাল্‌চেব বক্ষস্থল—শ্যাম হেবি গাল্‌চে শ্যামলে—বঁধু হে—গাল্‌চে কোথা—

মিস্ চাটার্জ্জি : আঃ—কী যে মিষ্টার কারফরমা। (মিঃ গশ্‌কে অতি কোমল কণ্ঠে) : শুনুন মিষ্টার গশ্—(পড়িলেন পুনর্ব্বার উচ্চস্বরে)

মিঃ গশ্ (ভূমিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই মাথা নাড়িয়া) : কিন্তু—আমার মন বলছে মিস্ চাটার্জ্জি—it is all hoax—এ মিথ্যে। It's it's—what shall I say ?—too good to be true. উঃ আমার মাথা এত ঘুরছে। (দুই হাতে মুখ লুকাইলেন)

মিঃ কারফরমা (কীর্ত্তনের সুরে) :—

আর কেঁদনি আর কেঁদনি পাশে যখন উনি
আনব আমি সঠিক খবর কুকুরের এক্ষুনি।

মিস্ চাটার্জ্জি : ঠাট্টা রেখে যাবেন ? চলুন—আমিও যাই আপনার সঙ্গে ডাক্তার নাগের বাড়ি—সঠিক খবরটা এনে ওঁর সন্দেহ-ভঞ্জন ক'রে দেই—আসুন।

মিঃ কারফরমা : (স্তম্ভিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া—একদৃষ্টে) আ—পনি ? মিস্ চাটার্জ্জি ? আ—পনি যাবেন তুচ্ছ কুকুরের সন্দেশ আনতে ? তা'হলে সংসারে কারফরমা রূপ ভগ্নদূতের বাঁচা কেন শুনি ? না মিস্ চাটার্জ্জি, এঞ্জেলরা শুধু করবেন ইন্‌স্পায়ার—কুকুরদৌত্য করতে যখন হাজিরই এই সব গন্ডময় জঞ্জালরা দুনিয়া ভোর ;—কেবল বলুন তো ডাক্তার নাগের বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক কি ?

সুস্থ (সোৎসাহে) : আমি জানি উর্বিকাকা। চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। কেবল আমি হাঁকাব তোমার অস্‌টিনটা—শোফার না—

মিঃ কারফরমার হাত ধরিয়া টানিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

* * * *

মিঃ গণ্ ও মিস্ চাটার্জ্জি অবশেষে মুখোমুখি—দোকলা। মিস্ চাটার্জ্জি তাকাইলেন ঘরের কোণে,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ গণ্ তাকাইলেন তাঁহার মুখ পানে। মিস্ চাটার্জ্জির দৃষ্টি যেই পড়ে মিঃ গণের মুখে—সেই তিনি তাকান কড়িকাঠ পানে। মিঃ গণ্ কাশেন একবার দুইবার আড়াইবার, মিস্ চাটার্জ্জি রুমাল বাহির করেন সাড়ে তিনবার। পরে কোন অশুভ মুহূর্ত্তে দুইজনে—

একত্রে { মিঃ গণ্ : আমার মনে হয়—
মিস্ চাটার্জ্জি : এ ছবিটা যেন বটিচেলির—

মিঃ গশ্ (অতি অনুতপ্ত): পার্ডন্ মি, বটিচেলির সম্বন্ধে কী বলছিলেন?

মিস্ চাটার্জ্জি (মধুর বিনয়ে): আমিই আগে বাধা দিয়েছি—
—আপনার কী মনে হয় বলছিলেন?

মিঃ গশ্: না না—আপনার কথাটা আগে শেষ হোক।

মিস্ চাটার্জ্জি: সে কি হয়? আপনার কথাটা আগে।

মিঃ গশ্: এ-ও কি একটা কথা হল মিস্ চাটার্জ্জি? Like a boor of the first water কথা বলব আমি কিনা আপনার কথার মাঝখানে? আমি কি—অর্থাৎ, কারফরমা? বলুন।

মিস্ চাটার্জ্জি (নতমুখে): কিন্তু আমার কী-ই বা এমন বক্তব্য থাকতে পারে বলুন তো। আমি সামান্য—অর্থাৎ কিনা (নখ খুঁটিতে খুঁটিতে) মানে—ইয়ে বই তো নই।

মিঃ গশ্ (সহসা দপ্ করিয়া): আপনি? আপনি—What shall I say?—সামান্য—ইয়ে মিস্ চাটার্জ্জি? আজকের গন্ডময় কুকুরে ট্রাজিডিতে আপনার What shall I say—পদ্মময় হৃদয়ের যে-ছবিখানি দেখেছি—তাতে—What shall I say আঃ—আমার মনে হয়েছে আপনি যা-ই হোন না কেন মিস্ চাটার্জ্জি—অর্থাৎ আপনি—ইয়ে নন।

মিস্ চাটার্জ্জি (ব্রীড়াবনতমুখী): আ—হা—(নখ খুঁটিতে খুঁটিতে) এ আপনার—মানে—শুধু কী ক'রে বোঝাব? অর্থাৎ গাছে তুলে দিয়ে মই—

মিঃ গশ্ (বাধা দিয়া): কী বললেন মিস্ চাটার্জ্জি? মই? আর কেড়ে নেব আমি—What shall I say (আরও উদ্দীপ্ত ভাবে) সাক্ষাৎ আপনাকে গাছে তুলে দিয়ে? আমি কি—আমি কি—আমি কি কারফরমা?

মিস্ চাটার্জ্জি (কোমল স্বরে) : ছি মিষ্টার গশ্! কেন ভড়কাচ্ছেন? তা কি কখনো—বলতে পারি আমি—(মুখ নিচু করিয়া) আপনার মতন—মানে—ইয়ে কে?

মিঃ গশ্ (একটু কাছে সরিয়া গিয়া) পারেন না? সত্যি? আপনি কি—আ: What the dash it—এটা mean করেছেন?

মিস্ চাটার্জ্জি (একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া) : Mean? Do you mean that I look so mean that I can't mean what I do mean? (মুখ নিচু করিয়া) অর্থাৎ আপনার মতন—বন্ধুকে—mean না ক'রে পারি?

মিঃ গশ্ (আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া) : পারেন না? সত্যিই কি—What shall I say—পারেন না? না, পেরেও বলছেন পারেন না?

মিস্ চাটার্জ্জি (সকটাক্ষে) : যদি পারতাম মিষ্টার গশ্, তা'হলে কি আপনার—ইয়ের জন্তে—লোকনিন্দাকেও এমন—কি ক'রে বোঝাব?—পারতাম ইয়ে করতে? আপনি কি—মিষ্টার কারফরমা?

মিঃ গশ্ (উদ্দীপ্ততর) : না মিস্ চাটার্জ্জি, আমি যতই তুচ্ছ হই না কেন, যতই নগণ্য হই না কেন, যতই dash it,—অসার হই না কেন—আমি সার্টেনলি কারফরমা নই। কিন্তু একথা যদি আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারতাম! (দীর্ঘশ্বাস)

মিস্ চাটার্জ্জি : যদি বলি পেরেছেন? (ছোট দীর্ঘশ্বাস)

মিঃ গশ্ (উদ্দীপ্ততম) : পেরেছি? Do you mean Miss Chatterji, আ: what shall I say?—that you can mean what you mean? (আরও ঝুঁকিয়া তাঁহার একটি হাতের উপর নিজের হাত রাখিয়াই সরাইয়া লইয়া) : মিস্ চাটার্জ্জি! (স্বর গাঢ়)

মিস্ চাটার্জি : মিষ্টার গ—শ্ (স্বর গাঢ়তর)

মিঃ গশ্ : মানে—what shall I say ? (ঢোঁক গিলিলেন)

মিস্ চাটার্জি : বলুন মিষ্টার গশ্—কোনো ভয় নেই ? (স্বর গাঢ়তম)

মিঃ গশ্ : নেই মিস্ চাটার্জি ? (সহসা হতাশ) না, মিস্ চাটার্জি, আছে। এ দুরাশা। অর্থাৎ কিনা hopeless. কিন্তু কি জানেন মিস্ চাটার্জি ? মানুষ হচ্ছে—শেক্সপীয়র বলেছেন—ইযে আব কি—dash it—লোভী। তাই অযোগ্য যে সেও বোনে—ঐ আশ্চর্য্য প্রদীপ।

মিস্ চাটার্জি (কোমল সুরে) : You mean আকাশকুসুম ?

মিঃ গশ্ : The word, the word, Miss chatterji, thanks awfully—I meant অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছিলাম—(স্তম্ভিত)

মিস্ চাটার্জি (কোমলতর সুরে) : বলুন মিঃ গশ্—ভয় কি ?

মিঃ গশ্ (সাহসিক সুরে) : বলব মিস্ চাটার্জি ? তবে কি বলব ?

মিস্ চাটার্জি : (কোমলতম সুরে) বলবেন বৈ কি মিঃ গশ্।

মিঃ গশ্ (মরীয়া সুরে) : তবে বলি। আমি বলতে যাচ্ছিলাম মিস্ চাটার্জি, যে—মানুষ লোভী ব'লেই অযোগ্যতমও ব'লে ঐ আশ্চর্য্য—dash it—আকাশকুসুম—আর যখন তার আকাঙ্ক্ষা আশার সব চেয়ে উঁচু what shall I say—

মিস্ চাটার্জি (সাগ্রহে) : you mean শিখর ? peak ?

মিঃ গশ্ (আত্মহারা) : The word the word Miss

Chatterji, thanks frightfully, আমি বলতে যাচ্ছিলাম—আঃ it is on the tip of my tongue—yet—অর্থাৎ (ঢোঁক গিলিয়া) মানুষ অযোগ্যতম হলেও তার আকাঙ্ক্ষা—না, উচ্চাশা—যখন পৌঁছয় দুরাশার সব চেয়ে উঁচু শিখরে তখন—

মি কারফরমা দুয়ারের অন্তরাল হইতে
লুকায়িত অবস্থা হইতে আত্মপ্রকাশ

মিঃ কারফরমা তখন (মিঃ গশের ভঙ্গি ও সুরের অনুকরণে) সে চিরকুমার চূড়ার টলমলায়মান ডেস্পারাস অবস্থা থেকে মারে লাফ উদ্বাহ-গহ্বরের অতলায়মান নিশ্চিন্ততার মধ্যে। যেহেতু এই যে দুরাশার—what shall I say—চন্দ্রমন্ধম।

একত্রে { মিঃ গশ্ (অপ্রতিভ) উর্বি! তুই? যাসনি তুই? Devil!
মিস্ চাটার্জি (লজ্জাবক্তা). আপনি আড়ি পেতে শুনছিলেন বুঝি? উঃ! আপনি কী ভীষণ—

মিঃ কারফরমা. ই—যে, এই তো? I plead guilty (বলিয়াই মিঃ গশের পৃষ্ঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের চপেটাঘাত সহকারে): ব্রাভো গশ্, মাই বয়! তুই যে সত্যিই আস্ত জলজ্যান্ত গশ্—কারফরমা ন'স সে-বিষয়ে আমার আর এতটুকুও—what shall I say—ইয়ে নেই। কারণ এ রকম—dash it—ফুটন্ত বাংলা যে অন্ততঃ কারফরমার জিভে ফাটত না এটা ধ্রুব।

মিঃ গশ্ (পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) · উঃ জিভ ছেড়ে এবার হাত—এমন লেগেছে?

কারফরমা (ভ্রূক্ষেপও না করিয়া) লাগুক, পেটে খেলে পিঠে সয়। (হাসিয়া): আর মিস্ চাটার্জি, ধন্য আপনাদের আলোক-

দায়িনী শক্তি। নইলে এ মরজগতে অন্য এমন কী আছে যা গণের মতন বিপুল মরুবপুর মধ্যেও প্রেম-কবিত্বের শ্যামলিমাখানি তুলতে পারে ফুটিয়ে ?

মিস চাটার্জ্জি (মিঃ গণের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া): কেন ?—জলাতঙ্ক ?

পটক্ষেপ

রঙের পরশ

যুরোপ সম্বন্ধে অভিনব ঢঙে লিখিত উপন্যাস

প্রচ্ছদপট— শ্রীঅসিতকুমার হালদার কর্তৃক অঙ্কিত

খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে "গল্পাৎ পরতরং নহি"-তে **শরৎচন্দ্রের** **রবীন্দ্রনাথের** পত্র, "শ্রীকান্ত ও কবি শরৎচন্দ্র"—সরস 'কীয় প্রবন্ধ, দিলীপকুমারের প্রবন্ধ "আধুনিক উপন্যাস"—এ যুগের 'স সম্বন্ধে নানা সরস আলোচনা। ৪৫৩ পৃষ্ঠা—মূল্য মাত্র ২॥০

'ৎচন্দ্র : "কি ভাষার দিক দিয়ে, কি আইডিয়ার দিক দিয়ে, কি ঔপন্যাসিকতার দিক দিয়ে একেবারে চমৎকার। যারা নতুন বই লিখতে শিখচে তাদের আমি বার বার ক'রে বলি তোমরা বইখানি পড়—অনেক কিছু শিখতে পারবে। আজকাল যে-সব বই বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছে, এবং প্রশংসাও পাচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক ভালো। বইখানি বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকবে নিঃসন্দেহ।"

হাসির গানের স্বরলিপি : দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ সব হাসির গানের স্বরলিপি। দিলীপকুমার করিয়া দিয়াছেন অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য—২৲ টাকা

দ্বিজেন্দ্রগীতি : দ্বিজেন্দ্রলালের অনুপম শ্রেষ্ঠ গানগুলির স্বরলিপির দিলীপকুমার সহজ পদ্ধতিতে করিয়াছেন। ১ম খণ্ড ১॥০, ২য় খণ্ড ১॥০ টাকা

গান : দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত গান দিলীপকুমার কর্তৃক সম্বদ্ধ—সুন্দর ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই। মূল্য মাত্র—২৲ টাকা

AN EASY ENGLISH GRAMMAR

(Anglo-Bengali)

For Classes V and VI

BY

Nalini Nath Mazumdar, M. A.

AND

Sushil Kumar Basu, B. L.

Sanskrit Press Depository

30, Cornwallis Street, Calcutta.